sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 1

সকালের শিরোনাম

রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি বাস বাড়ানোইলক্ষ্য অর্জুন সিংয়ের ● পৃঃ৩
ঋতব্রতই কি বিরোধী দলনেতা? হলফনামা চাইল উচ্চ আদালত ● পৃঃ৩
হকারদের পাশে বিরোধীরা, রাজপথে শুভঙ্কর-মীনাক্ষীরা ● পৃ ৩

শুক্রবার
দৈনিক বাংলা পত্রিকা ●১২ জুন ২০২৬ ● বাংলা ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ●বর্ষঃ- ০১ ●সংখ্যা ঃ- ২৬৮ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

মহানগরের বর্ষা-প্রস্তুতি বৈঠকে ফিরহাদ, গরহাজির শোভনদেব

আজকের খবর

বিদ্রোহের মাঝেই রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ কোয়েল-সহ তৃণমূলের আরো ২ সাংসদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

একে একে সব নিভিছে দেউটি! মাত্র মাস দুয়েক আগেও বাংলার ক্ষমতায় বসে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূলের বিধানসভা থেকে শুরু করে লোকসভায় এবং রাজ্যসভার সর্বত্র বিপুল সংখ্যক জনপ্রতিনিধির সংখ্যা দেখে বোঝা যায়নি মাত্র দু'মাসের মধ্যেই দলটা ভাঙ্গা হাটে পরিণত হবে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি মাত্র ৮০ বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিল তৃণমূল। তবে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় তৃণমূল ছিল দেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। কিন্তু বাংলার বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথমে ৫৮ জন বিধায়ক মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পরেই সেই বিদ্রোহের ছোঁয়া লেগে লোকসভায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর নেতৃত্বে। ইতিমধ্যেই অন্তত ১৯ জন তৃণমূল সাংসদ লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে আলাদা ব্লক গঠন করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আরে রাজ্যসভাতেও মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়লেন ৪ জন। সোমবার থেকে খবর ছিল যে রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়তে পারেন সুখেন্দু শেখর রায় ও কোয়েল মল্লিক। আগে সুখেন্দু শেখর রায় সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার আগে আরও ২ রাজ্যসভার সাংসদও ইস্তফা দিয়েছেন।

সুখেন্দু শেখর রায়ের পরে বুধবার রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন সুস্মিতা দেব এবং আজ(বৃহস্পতিবার) সকালে রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেন প্রকাশ চিক বরাইক। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পদত্যাগের চিঠি জমা দেন কোয়েল মল্লিক। গত এপ্রিল মাসে রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে তাঁকে পাঠায় তৃণমূল। বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের মেয়ে কোয়েল। প্রসঙ্গত, তাঁর বাবা অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে যান অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোটে প্রচারেও ছিলেন কোয়েল মল্লিক। এবার তিনিও রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন। গত ৬ এপ্রিল তিনি রাজ্যসভায় গিয়ে শপথ নেন। সেখানে উপস্থিত ছিল তাঁর গোটা পরিবার। স্বামী এবং ছেলেকে নিয়ে ছবিও পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তাঁর বাবা রঞ্জিত মল্লিক, মা এবং শ্বশুর-শাশুড়িও ছিলেন কোয়েলের পাশে। শপথ নিয়ে কোয়েল লিখে ছিলেন, 'আজ আমি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। বাংলার মানুষের সেবা করার এই সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। এক নতুন পথচলা শুরু হল আজ থেকে। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিখ'।

মমতার সঙ্গেই প্রতিমা ও শত্রুঘ্ন

কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর নেতৃত্বে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের মধ্যে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল রয়েছেন বলে আগে দাবি করা হলেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি থাকছেন মমতার সঙ্গেই। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের কথায়, 'আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম গত চার তারিখ সংসদের মিটিং এবং একটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদের যে কাজ থাকে সেই কারণে। সেই মিটিং শেষ করে আমি ৪ তারিখেই ফিরে এসেছি কলকাতায়। এই মুহূর্তে আমি বালিগঞ্জে আমার বাড়িতে রয়েছি। যারা আমার বিরুদ্ধে এসব চক্রান্ত বা মিথ্যা গুজব রটাচ্ছেন তাদের বলব এগুলো করে আমার কেন্দ্রের মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছি আগামী ২০২৯ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জনসেবা করা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন করব। জোড়া ফুল আমার চিহ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী'। পাশাপাশি আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা আজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, 'আমি কোন বিদ্রোহ ঘোষণা করিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে তৃণমূলে এসেছিলাম এবং ২০২৯ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থেকে আসানসোলের মানুষের আস্থা বজায় রাখবো'।

মমতার উদ্দেশ্যে খোলা বার্তা কল্যাণের

মমতাদিকে বেছে নিতে হবে, দলে কে থাকবে, আমি না অভিষেক

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

মমতাদিকে আমি বলব, হয় অভিষেককে রাখুন, আমাদের ছাড়ুন। নাহলে আমাদের রাখুন, অভিষেককে সরিয়ে দিন'। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর থেকে দলের মধ্যে একের পর এক বিদ্রোহের মধ্যেও মমতার পাশের শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও এবারে এভাবেই মমতার উদ্দেশ্যে খোলা বার্তা দিলেন তৃণমূলের প্রবীণ সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন বিধায়কদের সই জাল কাণ্ডে রক্ষাকবচ চেয়ে হাই কোর্টে অভিষেকের দায়ের করা মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের উপরে ক্ষোভ উগরে দেন কল্যাণ। তাঁর মন্তব্য, 'ওর জন্য দলটা শেষ হয়েছে। তার পরেও উদ্ধত ভাব যায়নি'। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। সকালে সই জাল কাণ্ডে রক্ষাকবচ চেয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাই কোর্টে যে মামলাটি করেছিলেন, তার শুনানি হয় বৃহস্পতিবার। কল্যাণের দাবি, বুধবার রাতে তাঁর পুত্রকে জানানো হয়, অন্য আইনজীবী মামলাটির জন্য সওয়াল করবেন। তার পরেই মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন কল্যাণ। অভিষেকের 'ঔদ্ধত্য' নিয়ে প্রশ্ন তুলে কল্যাণ বাবু আরও বলেন, 'আমি ওর মামলা ছেড়ে দিয়েছি। কী উদ্ধত রে বাবা! বুধবার ওর মামলার কথা আমি আদালতে উল্লেখ করলাম। মমতাদির বাড়িতে সিআইডি যাওয়ার কথা তোলা হল। কোনও কারণে কাল অভিষেকের মামলা আদালত শোনেনি। বিচারপতি কৌশিক চন্দকে আমরা বলি, 'এটা জরুরি ভিত্তিতে শুনুন। আজ শুনানি হত'। পেশাদারী অসম্মানের অভিযোগ তুলে তিনি যোগ করেন, 'কাল রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ আমার ছেলেকে ফোন করে বলা হয়, জুনিয়রস্য জুনিয়র অয়ন ভট্টাচার্য এই মামলায় সওয়াল করবে। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, এর সঙ্গে থাকব না। ৪৫ বছর ধরে এই আইন পেশায় রয়েছি। এমন উদ্ধত মনোভাব আমি কিছুতেই মেনে নেব না। অভিষেকের সঙ্গে দিদির রক্তের সম্পর্ক। ওঁর ভাইপো। কিন্তু আমার মতো মানুষের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমরা ৪০ বছর দিদির কাছে কাজ করেছি, লড়েছি। এখন দিদিকে বেছে নিতে হবে, কাকে উনি রাখবেন। অভিষেক পদে থাকলে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাকে চলে যেতে হবে। এর আগে ২০২২ সালেও আমি বলেছি, ওকে দিয়ে চলবে না। আমি একা বলেছিলাম তখন। ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়েও আমি আগে প্রশ্ন তুলেছি। কিন্তু ওর ঔদ্ধত্য কমেনি। এ বার ফাইনাল কল নিতে হবে দিদিকেই'।

মমতাদিকে আমি বলব, হয় অভিষেককে রাখুন, আমাদের ছাড়ুন। নাহলে আমাদের রাখুন, অভিষেককে সরিয়ে দিন'।

সই জাল কাণ্ড

২১ দিনের জন্য রক্ষাকবচ পেতেই কলকাতায় ফিরে ভবানী ভবনে হাজিরা অভিষেকের

কলকাতা বিমানবন্দরে অভিষেককে 'চোর' স্লোগান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে ২১ দিনের জন্য রক্ষাকবচ পেতেই কলকাতায় ফিরে ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬ টার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিআইডি দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। সেই নির্দেশ মেনে সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তিনি। সই জাল কাণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরেই সিআইডির নজরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। এদিকে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বুধবার দিল্লি থেকে ফেরার কথা থাকলেও স্রেফ গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় তিনি রাজধানীতেই থেকে গিয়েছিলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে ছিল অভিষেকের মামলার শুনানি। সেখানে অভিষেককে রীতিমতো ধমক দেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। কেন বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপরই কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনি হাজিরা এড়াচ্ছেন কেন? কখন সিআইডির কাছে যাবেন ১০ মিনিটের মধ্যে জানান। তদন্তে সহযোগিতা করতেই হবে।' এরপরই অভিষেকের আইনজীবী জানান, রক্ষাকবচ মিললে তিনি হাজিরা দেবেন। সবরকম সহযোগিতাও করবেন। সওয়াল-জবাব শেষে বিচারপতি চন্দ অভিষেককে ২১ দিনের রক্ষাকবচ দেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি নির্দেশ দেন, যেখানেই থাকুন না কেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬ টার মধ্যে সিআইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে অভিষেককে।সেই নির্দেশ মেনে তিনি নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগেই ভবানীভবনে উপস্থিত হন। সই জাল সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর মামলায় সিআইডি তাকে তলব করেছিল। এদিন তাঁর সঙ্গে আইনি পরামর্শের জন্য আইনজীবীরা ছিলেন এবং নিরাপত্তারক্ষীরাও সঙ্গে এসেছিলেন, যদিও তাঁদের ভবানীভবনের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ভবানীভবনে পৌঁছানোর পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রেজিস্ট্রি খাতায় নিজের নাম নথিভুক্ত করেন।

চোর স্লোগান

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বেরনোর মুখে ফের উঠল 'চোর' স্লোগান।

জুড়বে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ

দার্জিলিং-গঙ্গাসাগর হাইওয়ের ঘোষণা পূর্তমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দুর্নীতি রোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে। পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন, এবার থেকে পূর্তদপ্তরও 'জিরো টলারেন্স ইন করাপশন' নীতিতেই চলবে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নানাক্ষেত্রে বদল এবং উন্নতির ভাবনায় মগ্ন শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা। রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভোলবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আবহে বৃহস্পতিবার বড় ঘোষণা রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গকে জুড়তে মেগা হাইওয়ের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৭৭০ কিলোমিটার রাষ্ট্র স্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্তদপ্তর। এই রাস্তার কিছুটা অংশ বিহারের উপর দিয়ে যাবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৭৭০ কিলোমিটার রাষ্ট্র স্তা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্তদপ্তর। এই রাস্তার কিছুটা অংশ বিহারের উপর দিয়ে যাবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।দ বর্ষার বৃষ্টির আর মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই হয়তো শুরু হবে বাংলায়। সেই সময় রাস্তা যাতায়াতের যোগ্য রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, তবর্ষার কারণে আগামী ১৫ জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পিচ রাষ্ট্র স্তার কাজ করতে কিছুটা সমস্যা হয়। প্রথমে খানাখন্দ মেরামতের কাজ করব। অক্টোবর থেকে রাজ্যের ৯০টি নতুন রাস্তার কাজ শুরু হবে। ডবল ইঞ্জিন সরকার হওয়ায় বাংলায় কোনও টাকার অভাব হবে না।পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে 'পথশ্রী' প্রকল্পে রাস্তা তৈরি এবং সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সময় একাধিক রাস্তা তৈরি হয়েছে।

তবে বহুক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠেছে, মাত্র কয়েকদিন যেতে না যেতেই রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে গিয়েছে। তার ফলে ঠিকাদার সংস্থাকে টেন্ডার দেওয়া নিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। তবে বর্তমানে বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দুর্নীতি রোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে। পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দারের গলাতেও একই সুর।

তিনি বলেন, তএবার থেকে পূর্তদপ্তরও 'জিরো টলারেন্স ইন করাপশন' নীতিতেই চলবে।

তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের

জল্পনা ওড়াল কংগ্রেস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বড় পদ, বদলে ঢের শর্ত। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেস সর্বস্তরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল যে এবার কংগ্রেসের সঙ্গেই মিশে যাবে তৃণমূল। এ শুধু ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরা নয়, জাতীয় রাজনীতিতে এ এক বড় সমীকরণ হতে চলেছে। সূত্রের খ বর, দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনিয়া গান্ধীর মধ্যে এই সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। এমনও জল্পনা শোনা গিয়েছিল, দু-একদিনের মধ্যেই নাকি কংগ্রেস-তৃণমূল মিশে যাবে। বুধবার কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকের জন্য সমস্ত রাজ্যের প্রদেশ সভাপতিদের ডেকে পাঠানোয় সেই জল্পনা আরও উসকে ওঠে। কিন্তু বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সেই বৈঠকে তৃণমূল-প্রসঙ্গ উঠলই না। বরং দলের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ জানালেন, মমতা-সোনিয়ার মধ্যে কথাবার্তা নিয়ে যে খবর হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সব প্রদেশ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে বৈঠক করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

আকাশপথের ছোট্ট শুভেচ্ছায় আবেগঘন বার্তা

জনসমর্থনকেই রাজনৈতিক পথচলার প্রেরণা বললেন অগ্নিমিত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজনীতির কোলাহলের বাইরে কখনও কখনও এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যা জননেতার কাছে ভোটের অঙ্ক বা প্রশাসনিক সাফল্যের থেকেও আলাদা তাৎপর্য বহন করে। গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় ফেরার পথে তেমনই এক অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে আনলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন, নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে মন্ত্রী জানান, সরকারি কাজ সেরে ফেরার সময় বিমানযাত্রায় দুই বিমানসেবিকার কাছ থেকে তিনি অপ্রত্যাশিত শুভেচ্ছা পেয়েছেন। হাতে লেখা একটি বার্তার সঙ্গে কিছু হালকা খাদ্যসামগ্রী উপহার হিসেবে তুলে দেন তাঁরা। সেই আন্তরিক আচরণ তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে বলেই জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। পোস্টে তিনি দুই বিমানসেবিকার নামও উল্লেখ করেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রী লেখেন, জনজীবনের ব্যস্ততার মধ্যে এমন নির্ভেজাল শুভেচ্ছা ও সম্মান তাঁর কাছে বিশেষ প্রাপ্তি। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের কঠিন ও ব্যস্ত সময়সূচির মাঝেও এই ধরনের মানবিক স্পর্শ নতুন করে শক্তি জোগায় বলেই তাঁর বক্তব্য। তবে এই ঘটনার বর্ণনার মধ্যেই উঠে এসেছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। অগ্নিমিত্রা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, একসময় তিনি নকশা নির্মাণের পেশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই জীবন ছেড়ে মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে জনজীবনের পথে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিমানযাত্রার এই ঘটনাটি নাকি তাঁকে আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নয়। বরং নতুন সরকারের অন্যতম মুখ হিসেবে অগ্নিমিত্রা পাল জনসমর্থন ও ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটিকেও সামনে আনতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মানুষের সরাসরি ভালোবাসা এবং স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি যে এখনও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, তাঁর বক্তব্যে সেই বার্তাই স্পষ্ট। পোস্টের শেষাংশে মন্ত্রী নিজেকে 'বিনম্র' ও 'কৃতজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়,

মানুষের আস্থা, স্নেহ ও শুভকামনাই তাঁকে আরও দায়িত্বশীল এবং নিষ্ঠাবান হয়ে কাজ করার প্রেরণা দেয়। সামাজিক মাধ্যমে পোস্টটি প্রকাশ্যে আসার পর সমর্থকদের একাংশও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বার্তা জানিয়েছেন।

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

১২ জুন ২০২৬ শুক্রবার

ভারতে কমছে জন্মহার

একসময় বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া ভারতকে নিয়ে প্রধান উদ্বেগ ছিল জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। পরিবার পরিকল্পনা, ছোট পরিবার গড়ার প্রচার এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নানা কর্মসূচি ছিল সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায়। সময় বদলেছে। এখন নতুন উদ্বেগ;ভারতে জন্মহার কমে যাচ্ছে।ভারত সরকারের সাম্প্রতিক স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের মোট প্রজনন হার বা টোটাল ফার্টিলিটি রেট নেমে এসেছে ১.৯-এ। অর্থাৎ একজন ভারতীয় নারী তাঁর জীবদ্দশায় গড়ে ১.৯টি সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। অথচ একটি দেশের জনসংখ্যা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজন হয় ২.১-এর প্রজনন হার। এই সীমাকেই বলা হয় 'রিপ্লেসমেন্ট লেভেল'। ভারতের ক্ষেত্রে সেই সীমার নিচে নেমে যাওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।মাত্র কয়েক দশক আগেও চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সত্তরের দশকে ভারতের টি ই আর ছিল ৫-এরও বেশি। নব্বইয়ের দশকে তা ৩.৬-এ নেমে আসে। আর এখন তা ১.৯। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতকে ভারতের পরিবার কাঠামো এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে।এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। নারী অধিকার কর্মীরা বলছেন, নারীদের শিক্ষার হার বেড়েছে, শহুরে জীবনযাত্রা বিস্তৃত হয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে। পাশাপাশি সন্তান লালন-পালনের ব্যয়ও অনেক বেড়েছে। ফলে অনেক দম্পতি এখন কম সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।তবে প্রশ্ন হলো, জন্মহার কমে যাওয়া কি খারাপ খবর?দ্বকম জনসংখ্যা মানেই কম চাপ। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর চাপ কমবে। পরিবেশের উপরও কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু অর্থনীতিবিদ এবং জনসংখ্যাবিদদের মতে, দীর্ঘমেয়াদে এর উল্টো প্রভাবও দেখা দিতে পারে।ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল তার বিপুল কর্মক্ষম জনসংখ্যা। বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় ভারতের তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি। এই 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা জনমিতিক সুবিধাই গত দুই দশকে ভারতের উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি। কিন্তু জন্মহার যদি দীর্ঘদিন ধরে কম থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করবে।এর ফলে শ্রমবাজারে কর্মীর অভাব দেখা দিতে পারে। শিল্প, পরিষেবা এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়বে, যাঁদের দেখভাল ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হবে।এই পরিস্থিতির উদাহরণ ইতোমধ্যেই দেখা গিয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপের একাধিক দেশে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এতটাই কমে গিয়েছে যে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিদেশি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা বাড়ছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।ভারত অবশ্য এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কারণ দেশের মোট জনসংখ্যা এখনও বিপুল এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর অনুপাতও অনেক বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে আগামী কয়েক দশকে একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে ভারতও।তবে, ভারতের সব রাজ্যে পরিস্থিতি এক নয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তীসগঢ় এখনও রিপ্লেসমেন্ট লেভেলের উপরে রয়েছে। অন্যদিকে দিল্লির মতো অঞ্চলে প্রজনন হার মাত্র ১.২। অর্থাৎ দেশের ভেতরেই জনসংখ্যাগত বৈষম্য ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।শহর ও গ্রামের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। শহরাঞ্চলে ছোট পরিবার এখন প্রায় স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে। কর্মজীবী দম্পতিদের মধ্যে সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক বেশি পরিকল্পিত। অনেক ক্ষেত্রে একটি সন্তানের বেশি নেওয়ার ইচ্ছাও দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলেও একই প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

স্মৃতির পাতা থেকে

লীলা রায়

লীলা নাগ (বিবাহের পরে নাম হয় লীলা রায়) একজন বাঙালি সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন।লীলা নাগ আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাতা ছিলেন কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী। তার পিতৃ-পরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার। লীলা নাগ ১৯৩৯ খিস্টাব্দের ১৩ মে তারিখে বিপ্লবী অনিল রায়কে বিবাহ করেন। যা ছিলো সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় ঢাকার ইডেন স্কুলে। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রিধারী। তখনকার পরিবেশে সহশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না বলে লীলা রায়ের মেধা ও আকাঙ্ক্ষা বিচার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. হার্টস তাকে পড়ার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন। লীলা নাগ ঢাকা কলেজে পড়তেন। তার এক ক্লাস উপরের ছাত্র ছিলেন সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন। লীলা নাগ সম্পর্কে তিনি তার স্মৃতিকথা নামক প্রবন্ধ সংকলনে লেখেন, এর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। এর থিওরি হলো, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবলক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন।বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ঢাকার আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল এবং শেরে বাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (তৎকালীন নারীশিক্ষা মন্দির) প্রতিষ্ঠা করেন। বিয়ের পর তার নাম হয় শ্রীমতি লীলাবতী রায়। ভারত বিভাগের পর লীলা নাগ কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

লীলা রায়ের আবক্ষ মূর্তি, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

লীলা রায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেত্রী ছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে ছাত্রী সংগঠন গড়ে ভারতে প্রথম তার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় তার উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তিনি ও তার স্বামী অনিল রায় উত্তর ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব নেন। তিনি মহিলা সমাজের মুখপত্র হিসেবে ১৯৩১ খিস্টাব্দের মে মাসে জয়শ্রী নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। লীলা রায় ছবি আঁকতেন এবং গান ও সেতার বাজাতে জানতেন। দেশভাগের দাঙার সময় তিনি নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সাথে দেখা করেন। তিনি দীপালী সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৭০ সালের ১১জুন ভারতে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

তিন ভাগে বিভক্ত তৃণমূল

হাজার কোটির সম্পত্তির মালিকানা কার হাতে যাবে?

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের এক মাসও পূর্ণ হয়নি। তার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে দেখা দিয়েছে নজিরবিহীন ভাঙন। দলের একাংশ এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকলেও, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধায়ক ও সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ফলে কার্যত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যের একসময়কার শাসকদল। একদিকে তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬০ জন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁরা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে স্বাক্ষর করেছেন। তবে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে তাঁদের অবস্থান এখনও স্পষ্টভাবে বিজেপি-বিরোধী।অন্যদিকে সংসদীয় দলেও একই ছবি দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের ৪১ জন সাংসদের মধ্যে ২০ জন ৮ জুন, বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে ওই সাংসদরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন একাধিক বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। পরে কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।এই পরিস্থিতি অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক দল ভেঙে গেলে কার হাতে যায় দলের প্রতীক? বিপুল সম্পত্তির মালিকানা কার হয়?২০২৪-২০২৫ সালের সর্বশেষ আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের অন্যতম ধনী রাজনৈতিক দল। দলের মোট সম্পদের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে প্রায় ৭ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি, ২৫০.৮ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে ৬৮১.১ কোটি টাকার নগদ অর্থ। আর্থিক সামর্থ্যের বিচারে বিজেপির পরেই দেশের অন্যতম ধনী রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস।প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে একনাথ শিন্ডে-র নেতৃত্বে শিবসেনার অধিকাংশ বিধায়ক বিদ্রোহ করেন। এর ফলে উদ্ধব ঠাকরে-র নেতৃত্বাধীন শিবসেনা ভেঙে যায়। পরে নির্বাচন কমিশন শিন্ডে শিবিরকেই আসল শিবসেনা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং দলীয় নাম ও 'ধনুক-তীর' প্রতীকের নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতে যায়। রাজনৈতিক দল ভাঙনের ক্ষেত্রে ভারতের নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর ভিত্তিতেই ঠিক হয় কোন গোষ্ঠী দলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে, কারা দলের প্রতীক ব্যবহার করবে এবং দলের সম্পত্তির উপর কার অধিকার থাকবে।ভারতে রাজনৈতিক দলের প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার উৎস 'ইলেকশন সিম্বলস (রিজার্ভেশন অ্যান্ড অ্যালটমেন্ট) অর্ডার, ১৯৬৮'। এই আইনের ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো স্বীকৃত রাজনৈতিক দল ভেঙে গেলে এবং দলের দুই বা ততোধিক অংশ নিজেদেরকে প্রকৃত দল বলে দাবি করলে নির্বাচন কমিশন বিষয়টি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিজে থেকে কোনো দলের ভাঙন নিয়ে তদন্ত শুরু করে না। দলের কোন অংশকে প্রথমে কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা দাবি জানাতে হয়। সেই দাবির ভিত্তিতেই কমিশন শুনানি শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য শোনে।এই ধরনের মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নজির হলো ১৯৭১ সালের 'সাদিক আলি বনাম নির্বাচন কমিশন' মামলা। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে বৈধতা দেয়। আদালত জানায়, কোনো দল ভেঙে গেলে কমিশন মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিচার করতে পারে।এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেবল সাংসদ বা বিধায়কদের ক্ষেত্রেই নয়। দলের সাংগঠনিক কাঠামোতেও কারা বেশি সমর্থন পাচ্ছে, সেটিও বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন কমিটি, পদাধিকারী এবং সাংগঠনিক নেতৃত্বের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।তবে শুধু সংখ্যার হিসাবই শেষ কথা নয়। প্রয়োজন হলে নির্বাচন কমিশন আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে পারে। যেমন, দলের সংবিধানের প্রতি কোন অংশ বেশি অনুগত, অথবা দলের ঘোষিত আদর্শ, লক্ষ্য ও রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর অবস্থান বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরীক্ষাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। যদি কোনো ক্ষেত্রেই কমিশন নিশ্চিত হতে না পারে যে কোন অংশ প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাহলে দলটির পুরনো প্রতীক স্থগিত রাখা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই গোষ্ঠীকেই নতুন নামে ও নতুন প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে বলা হয়।মহারাষ্ট্রে শিবসেনার ভাঙন এই প্রক্রিয়ার সাম্প্রতিকতম এবং সবচেয়ে আলোচিত উদাহরণ। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে দলের অধিকাংশ বিধায়ক ও সাংসদ বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ শুনানির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় শিন্ডে গোষ্ঠীই শিবসেনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ফলে দলের ঐতিহাসিক 'ধনুক-তীর' প্রতীকও তাঁদের হাতে চলে যায়। উদ্ধব ঠাকরের গোষ্ঠীকে নতুন দল ও নতুন প্রতীক নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই চালাতে হয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রেরই আরেক গুরুত্বপূর্ণ দল ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি বা এনসিপিতে। শরদ পাওয়ারের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বে দলের একটি অংশ বেরিয়ে আসে। পরে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে এনসিপির মূল প্রতীক ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর হাতে যায়। দলের প্রতীক হারানো রাজনৈতিকভাবে যেমন বড় ধাক্কা, তেমনি তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিপুল আর্থিক সম্পদও। কারণ কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্থাবর সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য সম্পদের মালিকানা সাধারণত দলীয় সংগঠনের নামে থাকে। নির্বাচন কমিশন যদি কোনো গোষ্ঠীকে সেই দলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে দলীয় সম্পদের উপর আইনগত অধিকারও মূলত সেই গোষ্ঠীর হাতেই চলে যায়।তবে মনে রাখতে হবে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়। কমিশনের সিদ্ধান্তে কোনো পক্ষ অসন্তুষ্ট হলে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারে। যদিও আদালত সাধারণত কমিশনের রাজনৈতিক মূল্যায়নে হস্তক্ষেপ করে না। বরং কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আইন মেনেছে কি না, প্রক্রিয়াগত কোনো ত্রুটি হয়েছে কি না, সেসব বিষয়ই খতিয়ে দেখে।ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দল ভাঙনের ঘটনা নতুন নয়। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের বিভাজন, ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তি, ১৯৮৭ সালে এআইএডিএমকের অভ্যন্তরীণ সংঘাত কিংবা সাম্প্রতিক শিবসেনা ও এনসিপির ভাঙন;সব ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নির্ধারণে আইনি কাঠামো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনই শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক হয়ে ওঠে।১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে ইন্দিরা গান্ধী দলের প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি নিজের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি নতুন গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই গোষ্ঠী বিপুল জনসমর্থন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকেই কংগ্রেসের মূল উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সে সময়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'গাই ও বাছুর'। পরে কংগ্রেসের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন দল 'হাত' প্রতীক গ্রহণ করে, যা আজও কংগ্রেসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।সেই কারণেই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা কিংবা দীর্ঘদিনের মুখ হওয়া সত্ত্বেও প্রতীক ও সম্পত্তির অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর হাতে থাকবে, এমন কোনো বিধান ভারতীয় আইনে নেই। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে যে পক্ষ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সাংগঠনিক বৈধতা বেশি শক্তভাবে প্রমাণ করতে পারে, সাধারণত তারাই দলীয় প্রতীক, সংগঠন এবং সম্পত্তির উপর অধিকার লাভ করে।

সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

ফেসবুকে বিস্ফোরক সুখেন্দু

ডাকাত রানি থেকে 'লম্পট সাংসদ'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রাজ্যসভার সদস্যপদ ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতি টানার পর এ বার সরাসরি সামাজিক মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করলেন সুখেন্দু শেখর রায়। বৃহস্পতিবার তাঁর একটি দীর্ঘ ফেসবুক পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। কারণ, সেখানে তিনি শুধু রাজনৈতিক সমালোচনাতেই থেমে থাকেননি, বরং তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের উদ্দেশে একাধিক কটাক্ষপূর্ণ বিশেষণও ব্যবহার করেছেন। পোস্টে সুখেন্দু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডাকাত রানি', অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অকাল কুষ্মাণ্ড ভাইপো অরণ্যদেব' এবং দমদমের সাংসদ সৌগত রায়কে 'লম্পট সাংসদ'' বলে উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘদিন তৃণমূলের অন্যতম মুখ হিসেবে পরিচিত সুখেন্দুর এই ভাষা দলত্যাগের পর তাঁর ক্ষোভের গভীরতাই স্পষ্ট করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। নিজের লেখায় তিনি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। দুর্নীতি, তোলাবাজি, স্বজনপোষণ, প্রশাসনিক অচলাবস্থা এবং জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেছেন, দীর্ঘদিন জমে থাকা অসন্তোষই শেষ পর্যন্ত শাসক দলের পতনের পথ তৈরি করেছে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে 'জনরোষ' এবং 'দ্রোহ'-এর প্রসঙ্গ। আরজি কর হাসপাতালের বহুল আলোচিত ঘটনার উল্লেখ করে সুখেন্দু আরও একটি বিতর্কিত অভিযোগ সামনে আনেন। তিনি লেখেন, একদিকে যখন নিহত তরুণীর বাবা-মা মেয়ের মুখ দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, অন্যদিকে হাসপাতালের এক কক্ষে বসে এক 'লম্পট সাংসদ' আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন।

যদিও কোনও নাম তিনি লেখেননি, রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ইঙ্গিতটি সৌগত রায়ের দিকেই। সৌগতকে আক্রমণ করে অতীতের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি এবং নারদা-কাণ্ড সংক্রান্ত বিতর্কের কথাও টেনে আনেন সুখেন্দু। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক জমি হারিয়ে এখন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নতুন সমীকরণ খোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোট-পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের অন্দরে যে অসন্তোষ ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসছিল, সুখেন্দুর এই পোস্ট সেই সংঘাতকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। এক সময় দলের নীতি নির্ধারণী পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা এক নেতার মুখে এমন ভাষা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং পরাজয়ের পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সংকট কতটা গভীর হয়েছে, তারও ইঙ্গিত বহন করছে। তবে সুখেন্দুর এই অভিযোগ ও মন্তব্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সৌগত রায়ের তরফে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি পরিহিত জাহাঙ্গীরকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের পুনর্নির্মাণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডায়মন্ড হারবার

গ্রেফতার হওয়া জাহাঙ্গীর খানকে বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে ঘটনাস্থল ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ (রেকনস্ট্রাকশন) করা হয়। হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় অভিযুক্তকে এলাকায় ঘোরানো হলে তা ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করা এবং ঘটনার ক্রমপর্যায় সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীরা অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে একাধিক জায়গায় যান এবং ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। জাহাঙ্গীরকে এক নজর দেখতে রাস্তায় ভিড় জমান বহু স্থানীয় বাসিন্দা। অভিযুক্তকে ওই অবস্থায় এলাকায় নিয়ে যাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। একাংশ পুলিশের তদন্তমূলক পদক্ষেপকে সমর্থন করলেও, অন্য অংশ এই ধরনের প্রকাশ্য পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পুলিশের দাবি, এটি সম্পূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ এবং মামলার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সংগ্রহের লক্ষ্যেই করা হয়েছে।

গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের আবহ তৈরি হওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের আশা, এই পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সূত্র মামলার তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

খবর

জনতার দরবারে সমস্যার পাহাড়

নিকাশি-রাস্তা-আলোর ঘাটতি মেটানোর আশ্বাস রুদ্রনীলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

নির্বাচনের পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও বাড়াতে এবং এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হতে শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বৃহস্পতিবার বালিটিকুড়ির বামুনপাড়ার মিঠু ভবনে 'জনতার দরবার'-এর আয়োজন করেন। এই কর্মসূচিতে শিবপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মহল্লা থেকে বহু বাসিন্দা উপস্থিত হয়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ, নাগরিক সমস্যা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবি সরাসরি বিধায়কের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনেন রুদ্রনীল ঘোষ। এলাকার বাসিন্দারা মূলত রাস্তার বেহাল অবস্থা, জলনিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতা, ড্রেন সংস্কারের প্রয়োজন, পানীয় জলের সমস্যা, পর্যাপ্ত পথবাতির অভাব এবং বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ জানান। অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থাকা স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। বিধায়ক বলেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। তবে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে ধাপে-ধাপে সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে। জনতার দরবারের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি মানুষের কথা শুনে সমস্যার প্রকৃত চিত্র জানা যায় এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়'। রুদ্রনীল বিশেষভাবে শিবপুর বিধানসভার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ওই ওয়ার্ডের একাধিক এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, বর্ষার সময় জল জমে যাওয়ার সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বহু রাস্তার অবস্থা খারাপ এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও নেই। এই সমস্যাগুলির সমাধানে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়গুলি জানানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। বিধায়কের বক্তব্যে উঠে আসে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন, রাস্তা সংস্কার, ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং এলাকাভিত্তিক সমস্যা সমাধানে মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়ও। তিনি বলেন, 'যাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে। সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অপর্ণা মণ্ডল। এছাড়াও এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাসিন্দারা কর্মসূচিতে অংশ নেন। নিজেদের সমস্যা সরাসরি বিধায়কের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই। জনসংযোগ ও সমস্যা সমাধানের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে বলে বিধায়ক জানান। তাঁর মতে, মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ বজায় রাখলেই এলাকার প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের পথ তৈরি করা সম্ভব হবে।

কৃষক বন্ধু'র বদলে চালু হচ্ছে পিএম-কিষাণ

উপভোক্তা তালিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

বৃহস্পতিবার কৃষিমন্ত্রী হিসাবে নিজের দপ্তরের দায়িত্ব নেন ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক দুধকুমার মণ্ডল। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা করেন তিনি। আগের তৃণমূল সরকারের 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পকে বাতিল করে তার পরিবর্তে কেন্দ্রের 'প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মাননিধি' (পিএম-কিষাণ) প্রকল্প কার্যকর করার সিদ্ধান্তের কথা জানান নতুন কৃষিমন্ত্রী। একই সঙ্গে রাজ্যের 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' চালুর ঘোষণাও করেন তিনি। দফতরের কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুধকুমার মণ্ডল বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্পগুলির মধ্যে সমন্বয় আনা হবে। তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের কৃষিনীতি প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি এবং বহু কৃষক সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী এদিন 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান তালিকায় বহু ভুয়ো নাম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে পুরো তালিকা পুনরায় খতিয়ে দেখে তদন্তের মাধ্যমে ঝাড়াই-বাছাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত কৃষকদের চিহ্নিত করে তাঁদের সরকারি সুবিধার আওতায় আনার ওপর জোর দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। দুধকুমার মণ্ডল বলেন, যাঁরা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পিএম-কিষাণ প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। তবে যাঁদের নাম শুধুমাত্র 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের তালিকায় রয়েছে, তাঁদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নতুন করে আবেদন করতে হতে পারে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলেও জানান তিনি। শুধু আর্থিক সহায়তা প্রকল্প নয়, কৃষি পরিকাঠামো ও কৃষি উপকরণের সরবরাহ ব্যবস্থার উপরেও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন কৃষিমন্ত্রী। সারের কালোবাজারি রুখতে কঠোর নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি কৃষকদের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে উন্নতমানের বীজ পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন। নতুন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজ্যের কৃষি মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালুর ফলে কতজন কৃষক নতুন করে সুবিধা পাবেন এবং উপভোক্তা তালিকা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে, এখন সেদিকেই নজর কৃষক ও প্রশাসনিক মহলের।

টাটাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনবই' ঃ মন্ত্রী তাপস রায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

শিল্পমন্ত্রী হিসাবে নাম ঘোষণার পরেই পূর্ণ উদ্যোমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন শুভেন্দুর মন্ত্রীসভা। এই বিষয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি প্রথমেই বলেন, 'টাটাদের ফিরিয়ে আনবোই'। মন্ত্রীর এই আশ্বাসে আশাবাদী সিঙ্গুরবাসী। তবে সিঙ্গুরেই টাটা গোষ্ঠী বিনিয়োগ করবে কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানাননি তাপস। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েই তিনি জানান, তাঁর মূল কাজ হবে বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমবঙ্গমুখী করা। একে একে যেসব বিনিয়োগকারী রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের ফেরাতে হবে। সেই তালিকায় রয়েছে টাটাও। একটি শিল্পবান্ধব রাজ্য গড়ার চ্যালেঞ্জ হাতে নেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও টাটা গোষ্ঠীকে রাজ্যে ফেরানোর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'টাটাকে রাজ্যে আনতেই হবে। আজকে রতন টাটা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে হাত জোর করে অনুরোধ করতাম, তিনি যেন বাংলায় বিনিয়োগ করেন। টাটাকে ফিরিয়ে আনতে তাদের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করব। টাটা ছাড়াও যেসব বিনিয়োগকারী রয়েছেন তাঁদের হাতে-পায়ে ধরে রাজ্যে শিল্প আনব'। তাপসের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে তোলাবাজি ছাড়াও বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগকারীরা রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে ফেরানোই প্রধান কাজ হবে বলে জানান তাপস। তিনি জানান, 'নিজেদের শিল্প বাড়ানো এবং একটি পরিবারের বৈভব বাড়ানোর দিকেই নজর ছিল আগের সরকার। পশ্চিমবঙ্গের দিকে কোনও নজর ছিল না সরকারের'।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 3

নতুন বিতর্কে চাপে তৃণমূল

তোলাবাজির নিশানায় অভিষেক

মদ ব্যবসায় শতকোটি টাকার বেনিয়মের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের মদ ব্যবসাকে ঘিরে নতুন করে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এল। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে বছরের পর বছর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে প্রায় একশো কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে বলে দাবি করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল লিকার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের দাবি, ২০২৩ সাল থেকে প্রতি বিয়ার ক্রেটের উপর অতিরিক্ত দশ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল ‘বহন খরচ’ নামে। অথচ সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা নির্ধারিত মূল্যতালিকায় এই বাবদ কোনও অর্থ আদায়ের উল্লেখ ছিল না। অভিযোগ, এই অর্থের কোনও স্বচ্ছ হিসাবও ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে একটি সমান্তরাল আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠন। অভিযোগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠনের একাংশের বক্তব্য। আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের নুরপুর কারখানাকে কেন্দ্র করে সিটু অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শমীক লাহিড়ী দাবি করেছেন, তৎকালীন শাসকদলের প্রভাবশালী মহলের পক্ষ থেকে শিল্প সংস্থাগুলির উপর নিয়মিত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হতো। তাঁর অভিযোগ, নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ দিতে অস্বীকার করায় নুরপুর কারখানায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এই বিতর্কের মধ্যেই নতুন মাত্রা যোগ করেছে আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে মদ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। পরে সেই বিষয়টি দেশের শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়। সংস্থার বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নানা স্তরে বাধার মুখে পড়ে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই অভিযোগগুলি এমন এক সময়ে সামনে এল যখন রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে এবং অতীতের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলি নতুন করে খতিয়ে দেখার দাবি উঠছে। মদ ব্যবসা, শিল্প বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক প্রভাব; এই তিনটি প্রশ্ন এখন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে উঠেছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযোগ ও পাল্টা ব্যাখ্যার মাঝেই নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

তোলাবাজি’ কাণ্ডে ধৃত আরও এক কাউন্সিলর, চলল ডিম-বৃষ্টি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

তোলাবাজির অভিযোগে ফের পুলিশের জালে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর। বুধবার রাতে গড়িয়ার রুবি সংলগ্ন বাইপাস এলাকার একটি হোটেল থেকে চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রাজ্যে পালাবদলের পর এই নিয়ে ওই পুরসভার তিন জন কাউন্সিলর গ্রেফতার হলেন। একই রাতে পাকড়াও করা হয়েছে বিভাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী পাপাইকেও। অভিযোগ, এই পাপাইয়ের মাধ্যমেই এলাকায় সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির জাল ছড়িয়েছিলেন মনু। ধৃত দু’জনকে জেরা করে এই চক্রের শিকড়ে পৌঁছনোর চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, পূর্বতন সরকারের আমলে বেশ কিছু এলাকায় জোর করে টাকা তোলার ভুরি ভুরি অভিযোগ ছিল বিভাসের বিরুদ্ধে। গ্রেফতারির পর বুধবার রাতেই মনুকে নিয়ে তাঁর বাড়ি ও দফতরে তল্লাশিতে বেরোয় পুলিশ। সেই সময় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ধৃত কাউন্সিলরকে ঘিরে ধরে চলে তুমুল বিক্ষোভ।
উত্তেজিত জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ স্লোগান তোলে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তাঁকে লক্ষ্য করে দেদার ডিম ছোঁড়া হয় বলেও অভিযোগ।
অন্য দিকে, এই পুরসভারই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিপুল দুর্নীতির হদিস মিলেছে। নির্মীয়মাণ শৌচালয় এবং তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার হয়েছে সরকারি ত্রাণ ও পুরসভার বিপুল সামগ্রী। বাজেয়াপ্ত তালিকার মধ্যে রয়েছে স্ট্রিট লাইট, ত্রিপল, সিমেন্টের বস্তা, বালতি এবং ব্লিচিং পাউডার। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, সরকারি সামগ্রী বেআইনি ভাবে মজুত করে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজন পড়লেও সেগুলি বিতরণ করা হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, এই ওয়ার্ডেও দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি চলত। বিজেপি কর্মী নিতাই মজুমদার দাবি করেন, সরকারি প্রকল্পের কাজে যুক্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে কমিশন নেওয়া হত এবং কমিশন না দিলে কাজ করতে দেওয়া হত না। এই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর চন্দ্রা ঘোষাল এবং তাঁর আগে দায়িত্বে ছিলেন স্বামী সৌমেন মোহন ঘোষাল। তবে সমস্ত অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে চন্দ্রা দেবী সাফ জানান, ‘তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।’ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সরকারি বাস বাড়ানোই লক্ষ্য অর্জুন সিংয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দায়িত্ব নিয়েই অ্যাকশন মোডে নতুন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। বুধবার দুই দপ্তরে গিয়েই আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়ানো। একই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের আমলে বাস ডিপোর জমি বিক্রি নিয়ে তদন্তের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মন্ত্রী। প্রথম দিনেই দপ্তরের কর্তাদের একগুচ্ছ প্রশ্ন করেন অর্জুন।
‘রাস্তায় সরকারি বাস দেখা যায় না কেন! কতগুলো বাস চলে? মানুষ কেন বাস পায় না! ট্রাম চলে কি না।’; আধিকারিকদের কাছে জানতে চান তিনি। এই বিষয়ে দ্রুত বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘প্রায়োরিটি হবে বাসের সংখ্যা। অনেকেই বলেছেন বাসের সংখ্যা কম, বাস পাওয়া যায় না। ইলেকট্রিক বাসের জন্য প্রায়োরিটি দিতে হবে।’ পাশাপাশি, তৃণমূল জমানার দিকে আঙুল তুলে তাঁর তোপ, ‘বিভিন্ন ডিপোর জমি বেচে দিয়েছে পিসি-ভাইপো। সব তদন্ত হবে। রিপোর্ট জমা পড়বে।’ মহিলাদের নিখরচায় বাস পরিষেবা নিয়ে অবশ্য উচ্ছ্বসিত মন্ত্রী। তাঁর মতে, ‘এটা সরকারের একটা খুবই ভালো প্রকল্প।’ পরিবহণ দপ্তরের পাশাপাশি শ্রম দপ্তর নিয়েও মুখ খোলেন অর্জুন। তাঁর দাবি, ‘শ্রম দপ্তরটাও দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত। আমি শ্রমিক ইউনিয়ন করে এসেছি। বিষয়টা কেউ বুঝতেই পারত না এতদিন। অনেক কাজ করার স্কোপ রয়েছে। আস্তে আস্তে সব হবে।’ এদিন দায়িত্ব পেয়ে বাম আমলের পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন অর্জুন। পুরনো দিনের স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, ‘সুভাষ চক্রবর্তী যখন পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন আমি কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। এখন সেই দপ্তরে এসে দেখব সেই বিষয়গুলো জানব।
ফাইল খুঁজে পেলে পরে জানাব।’ তবে তাঁর কাছে মূল অগ্রাধিকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ মেটানো। মন্ত্রীর কথায়, ‘সবথেকে বেশি অভিযোগ আসে, রাস্তায় সরকারি বাসের দেখা পাওয়া যায় না। প্রচারে গিয়েও এই সমস্যা শুনতে হয়েছে। আসলে সরকারি বাসের চালক শ্রমিকের সমস্যা থেকে শুরু করে তেল চুরি-সমস্যা অনেক আছে। সব সমস্যাগুলিকেই দেখতে হবে। দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করব। একে একে সব সমস্যাগুলো দেখতে হবে।’

হকারদের পাশে বিরোধীরা, রাজপথে শুভঙ্কর-মীনাক্ষীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব। যাদবপুরের সাম্প্রতিক সংঘাতের পর এবার ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের সামনে বড়সড় জমায়েত করল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু। পুনর্বাসন ছাড়া একতরফা উচ্ছেদ রুখতে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলিতে লাগাতার মিটিং-মিছিল শুরু করেছে আলিমুদ্দিন। এই ইস্যুতে সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসও। অন্যদিকে, সরকারি বা রেলের জমি জবরদখল মুক্ত করার দাবিতে অনড় অবস্থান নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বুধবার ফেয়ারলি প্লেসের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অনাদি সাহু, জিয়াউল আলম, গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাম শ্রমিক নেতারা। সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলমের বক্তব্য, ‘লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটিরুজি যুক্ত রয়েছে। এঁদের জীবিকা রক্ষা করতে হবে। রেল ও রাজ্য সরকারকে বিকল্প পুনর্বাসনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।’ বামেদের দাবি, বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা হলে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। বস্তুত, ২০১১ সালের পর দূরত্ব তৈরি হওয়া এই খেটেখাওয়া নিম্নবিত্ত শ্রেণিকে পাশে পেতেই আলিমুদ্দিন মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। সিপিএমের

রাজ্যে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব। যাদবপুরের সাম্প্রতিক সংঘাতের পর এবার ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরের সামনে বড়সড় জমায়েত করল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু। পুনর্বাসন ছাড়া একতরফা উচ্ছেদ রুখতে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলিতে লাগাতার মিটিং-মিছিল শুরু করেছে আলিমুদ্দিন।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের বক্তব্য, ‘রেল হকার, রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, ফুটপাথে বসে যাঁরা জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাঁরা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই খেটেখাওয়া মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির মূল ভিত্তি। ২০১১, এর পরে এই অংশের মানুষ দূরে সরে গিয়েছিলেন। এই অংশের মানুষ যখন বিপন্ন, তখন তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।’ ইতিমধ্যেই নৈহাটির গরিফা রেল কলোনির উচ্ছেদ নোটিসের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে বামেরা। সমাজমাধ্যমে গার্গী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘নৈহাটির গরিফা রেল কলোনিতে উচ্ছেদের নোটিসের বিরোধিতা করে গত ৩ জুন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আদালত ১০ জুন জানিয়েছে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৭ জুন। ততদিন পর্যন্ত কোনও উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চালানো যাবে না।’ উচ্ছেদ রুখতে রণকৌশল সাজাচ্ছে বাম ব্রিগেড। যাদবপুরে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় একটি বড় নাগরিক মিছিল সংগঠিত হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাঘাযতীন স্টেশনে উচ্ছেদের আশঙ্কায় রাতভর পাহারায় ছিলেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। হুগলির কোন্নগরে রেল বাজার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গভীর রাত পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। হকারদের সমর্থনে রাজপথে নেমেছে প্রদেশ কংগ্রেসও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে বুধবার লোকভবন অভিযানের ডাক দেয় তারা। পুলিশ শুভঙ্করবাবুসহ একাধিক কংগ্রেস নেতাকে আটক করে লালবাজারে নিয়ে যায়, যদিও রাতে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের স্পষ্ট দাবি, রেল বা সরকারের জমি কোনওভাবেই জবরদখল করে রাখা যাবে না। দিলীপ ঘোষের মতো বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যেই এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে তপ্ত রাজ্যের রাজনীতি।

মহানগরের বর্ষা-প্রস্তুতি বৈঠকে ফিরহাদ, গরহাজির শোভনদেব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মেয়রের কুর্সি খুইয়েছেন আগেই। এবার স্রেফ কলকাতা বন্দরের বিধায়ক হিসেবেই পুরসভার প্রাক-বর্ষা বৈঠকে যোগ দিলেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল পালাবদলের জেরে সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে গিয়েছে। সংঘাতের আবহেই মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ফিরহাদ।
এরপরই কর্পোরেশনের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকেই প্রশাসক পদে বসায় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। যাঁর সঙ্গে প্রাক্তন মেয়রের ঠান্ডা লড়াইয়ের খবর সুবিদিত, বুধবার সেই স্মিতার ডাকেই বৈঠকে হাজির হন ফিরহাদ। দু’জনকে একই মঞ্চে দেখে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে মেগাসিটির বর্ষা-প্রস্তুতির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গরহাজির ছিলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং রাসবিহারীর বিধায়ক তথা রাজ্যের বর্ষীয়ান অর্থ মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। অন্যদিকে, ভবানীপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিতাই চন্দ্র সিলকে বৈঠকে পাঠিয়েছিলেন। বোর্ড ভাঙার পর এই প্রথম রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে এক ছাতার তলায় এলেন যুযুধান পক্ষের একাংশ। পুরপ্রশাসকের সঙ্গে বৈঠকের শেষে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘বেশ কিছু পরামর্শ ছিল বিধায়ক হিসেবে সেটাই দিতে এসেছি। জমা জল সংক্রান্ত আমার বিধানসভা এলাকায় কাজ সম্পর্কে বলেছি। দেখা যাক আগামী দিনে কী হয়।’ বৈঠক শেষে ইতিবাচক সুর শোনা গিয়েছে প্রশাসক তথা কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের গলাতেও। জল জমা এবং ডেঙ্গি মোকাবিলায় একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।
স্মিতা পাণ্ডে বলেন, ‘আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের বেশ কিছু নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে নতুন যেগুলো এবার পরীক্ষায় বসার মতো। অর্থাৎ বর্ষায় কেমন কী কাজ করে দেখা যাবে।
বেশ কিছু জায়গায় পোর্টেবল পাম্প দিয়েই চালাতে হবে। আরও বেশ কিছু পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছে। সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার কথা জানিয়েছি।’ জল জমার পাশাপাশি মশাবাহিত রোগ রুখতেও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রশাসক। তিনি আরও বলেন, ‘বর্ষায় জল জমা শুধু নয়, ডেঙ্গি বা পতঙ্গবাহিত রোগও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেদিকে নজরদারি চলবে। আমি কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে চিঠি দিচ্ছি যাতে থানাগুলো ভেক্টর পরিস্থিতি নজরদারি করে।
বরোগুলো তাদের এলাকার থানাগুলিকে বলবে। যাতে সামনে বা আশপাশে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি, জঞ্জাল এসব পরিষ্কার রাখে। পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন আবাসন আছে। সেখানে জঞ্জাল সাফাই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। বর্ষায় বিপজ্জনক বাড়িগুলি নিয়ে নজরদারি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বর্ষা মোকাবিলায় দফায় দফায় এই সমন্বয়েই কাজ করবে প্রতিটি বরো।’ এদিনের হাইভোল্টেজ বৈঠকে বিধায়কদের পাশাপাশি শাম্মি জাহান, নিজামুদ্দিন সামস্, সৌরভ চক্রবর্তী, ষষ্ঠী দাস, নিবেদিত শর্মার মতো বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলরও হাজির ছিলেন। প্রাক্তনীদের এই উপস্থিতি নিয়ে স্মিতা পাণ্ডে জানান, তাঁদের আগে থেকেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তাই অনেকেই এসেছেন।
সব মিলিয়ে, বর্ষার মুখে কলকাতার জমা জল আর ডেঙ্গি সামলাতে ভাঙা বোর্ডের প্রাক্তনীদের নিয়েই কোমর বাঁধছে পুর প্রশাসন।

তৃণমূল-কংগ্রেস মাখামাখি, ‘হাত’ ছাড়ার বার্তা বামেদের !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের মাখামাখি বাড়লে হাত শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আলিমুদ্দিন। এমনকি দেশস্তরে ইন্ডিয়া জোটে থাকা নিয়েও নতুন করে ভাববে সিপিএম। সোমবার দিল্লিতে জোটের বৈঠকের পর থেকেই এই নয়া সমীকরণ নিয়ে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। সোমবারের বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগদানের পরই জল্পনা শুরু হয়। সেখানে তাঁকে অভিনন্দন জানান সোনিয়া গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গেরা। গুঞ্জন উঠেছে, নেত্রীকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আবেদনও করতে পারেন সোনিয়ারা। এরই মধ্যে বুধবার রাহুল গান্ধী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত বৈঠকের পর জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে। মমতার কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা তৈরি হতেই চটেছে প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নানের কটাক্ষ, ‘নর্দমার জল গঙ্গাকে অপবিত্র করে। কংগ্রেস নোংরা জলে অপবিত্র হবে কি না তা হাই কমান্ডকে ভাবতে হবে।’ সূত্রের খবর, কংগ্রেস ও মমতার এই নয়া রসায়নের আঁচ আগেই পেয়েছিল সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই কারণেই জোটের বৈঠকে পলিটব্যুরোর কোনও সদস্যকে না পাঠিয়ে কেবল রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাসকে পাঠানো হয়েছিল। বুধবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে এক দফা আলোচনাও হয়েছে। আগামী রাজ্য কমিটির বৈঠকে জেলা প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া হবে। তবে দল যে কঠোর পথেই হাঁটবে, তা স্পষ্ট। সিপিএমের এক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জানান, মমতা বা তৃণমূল এখন সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত। প্রাসঙ্গিকতার পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তারা। রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রবক্তা তৃণমূল। তাই রাজ্যে তাঁর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেই হবে। সে ক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে পার্টি কোনও সম্পর্ক রাখবে না। এতদিন বিজেপিকে ঠেকাতে বামেরা ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও, মমতা কংগ্রেসে যোগ দিলে জোটে থাকা যাবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে ভাববে সিপিএম। দীর্ঘদিন জোটের সভায় নামমাত্র প্রতিনিধি পাঠিয়ে দায়িত্ব সারতেন মমতা। এবার তিনি সক্রিয় হতেই জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি হল।

ঋতব্রতই কি বিরোধী দলনেতা ? হলফনামা চাইল উচ্চ আদালত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে আইনি জট তৈরি হল কলকাতা হাইকোর্টে।
‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্পিকার বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিলেও তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের পর্যবেক্ষণ, ‘স্পিকার যদি কাউকে দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তা হলে সেই বিজ্ঞপ্তি কেন প্রকাশ্যে আসেনি? সেটা কি পাবলিকের মধ্যে থাকার কথা নয়?’ আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে এই বিষয়ে বিধানসভার কাছে হলফনামা তলব করেছে উচ্চ আদালত। গত ৮ জুন ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দলগতভাবে শোভনদেবকেই এই পদের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে ঋতব্রত ও সন্দীপন সাহার অভিযোগ, শোভনদেবের চিঠিতে বহু বিধায়কের সই জাল করা হয়েছে।
এদিকে, ১৮ জুন বিধানসভা অধিবেশন শুরুর আগে নতুন করে আসন সংরক্ষণ না করার আবেদন জানান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আদালত এখনই কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়নি।

এবার রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন প্রকাশচিক বরাইক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিধানসভা ভোটের বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই নজিরবিহীন সংকটে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার চার দিনের মধ্যে দল ও রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়লেন প্রকাশচিক বরাইক। এর আগে সুখেন্দুশেখর রায় এবং সুস্মিতা দেবও একই পথে হেঁটেছেন। সব মিলিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের শক্তি কমে দাঁড়াল ১০-এ। দলের অন্দরে তীব্র ডামাডোলের মাঝেই বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ইস্তফা দেন প্রকাশচিক। তবে দল ছাড়লেও তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের এই নেতা। পদত্যাগের পর তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করব।’ গত সোমবার সুখেন্দুশেখরের পদত্যাগ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই ভাঙন পর্ব। বুধবার দল ও সাংসদ পদ ছাড়েন সুস্মিতা। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তৃণমূলের তফসিলি উপজাতির অন্যতম প্রধান মুখ প্রকাশচিকও সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে বিদায় নিলেন। ২০২৩ সালে রাজ্যসভায় যাওয়া প্রকাশচিককে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে প্রার্থী করেছিল দল। সেখানে পরাস্ত হলেও এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে জোর চর্চা ছিল দলের অন্দরে। যদিও শেষ পর্যন্ত টিকিট পাননি তিনি। ইস্তফা প্রসঙ্গে প্রকাশচিকের দাবি, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে জনতার রায়কে সম্মান জানাতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচনী ধাক্কার পর থেকেই জোড়াফুলের অন্দরে বিদ্রোহের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল। লোকসভাতেও দলের রাশ অনেকটাই আলগা হয়েছে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে। নিম্নকক্ষের ২৮ জন সাংসদের মধ্যে এখন মাত্র আট জন ‘মমতার অনুগত’ হিসেবে টিকে রয়েছেন। বাকিরা ‘বিদ্রোহী’ শিবিরের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। রাজ্যসভাতেও গত সপ্তাহ পর্যন্ত ১৩ জন সাংসদ থাকা তৃণমূলের শক্তি এখন এক ধাক্কায় কমে দাঁড়িয়েছে দশে। দলের এই চরম দুর্দিনেও অবশ্য উল্টো সুর শোনা গেল লোকসভার ‘বিদ্রোহী’ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য শত্রুঘ্ন সিংহের গলায়। পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কঠিন সময়ে তিনি দলনেত্রীর পাশেই থাকছেন। বিহারীবাবুর কথায়, ‘নিজ নিজ বাধ্যবাধকতা, ভয় বা লোভের কারণে হয়ত অনেকে মমতাকে ছেড়ে গিয়েছেন। কিন্তু আমি নীতিগত ভাবে দল বা নেত্রী; কাউকেই ছেড়ে যাব না।’ পটনায় নিজের হারের পর মমতার সমর্থনের কথা স্মরণ করে শত্রুঘ্ন বলেন, ‘কঠিন সময়ে আমি মমতাকে ছেড়ে যাব না। পটনায় নির্বাচনে হারের পর যখন আমি কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁরা আমাকে তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।
তবে নীতিগতভাবে আমার অবস্থান হলো;এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকা উচিত। আপাতত আমি আমার অবস্থান পরিবর্তন করব না।’ একদিকে একের পর এক সাংসদের দলত্যাগ, অন্যদিকে দলনেত্রীর পাশে থাকার বার্তা; সব মিলিয়ে তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ এখন অত্যন্ত জটিল।
ফাইল ফটো।

তৃণমূলের অফিসে অস্ত্র উদ্ধার, তোপ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাগুইআটির তৃণমূল ওয়ার্ড অফিস থেকে ধারালো অস্ত্র, লাঠি ও বিপুল সরকারি ত্রাণ উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির বর্তমান বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারির নেতৃত্বে এদিন তৃণমূলের একাধিক ওয়ার্ড অফিসের তালা ভেঙে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে অদিতি মুন্সির অফিস থেকে সাদা থান ও সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মেলে। এরপর দেবরাজ-ঘনিষ্ঠ তথা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রনাথ বাগুইয়ের অফিস থেকে উদ্ধার হয় ত্রিপল, বালতি ও প্রচুর ধারালো অস্ত্র। সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে এই ত্রাণ মজুত রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় সুর চড়িয়ে বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, ‘আমাদের কার্যকর্তাদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ৪ তারিখের পর কোপানো হবে। এই অস্ত্রগুলি আমাদের জন্য রেডি করে রাখা হয়েছিল। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় না এলে দলে কর্মীদের অবস্থা কী হত তা এই অস্ত্র দেখেই ধারণা করা যাচ্ছে। দলের কর্মীদের খুন করা হত।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 4

দশক পার, তবুও নিস্তব্ধ তিনবিঘা! বর্ডার রিট্রিট বন্ধ থাকায় পর্যটকদের আক্ষেপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেখলিগঞ্জ

কোচবিহার জেলার আন্তর্জাতিক তিনবিঘা করিডরে বর্ডার রিট্রিট প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের আপত্তিতেই বন্ধ হয়েছে এই বর্ডার রিট্রিট। স্বাভাবিকভাবেই, রিট্রিট বন্ধ নিয়ে হতাশ তিনবিঘা করিডর ভ্রমণে আসা বিভিন্ন পর্যটক থেকে স্থানীয় মানুষ। তিনবিঘা করিডর চালু হওয়ার পর থেকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বর্ডার রিট্রিটই ছিল পর্যটকদের কাছে মূল আকর্ষণের বিষয়। পর্যটক থেকে স্থানীয়রাও দূরদূরান্ত থেকে এই করিডর ভ্রমণে আসতেন। করিডরের চারদিক ঘুরে দেখার পর দিনের শেষে তাঁরা বর্ডার রিট্রিট দেখার জন্য অপেক্ষা করতেন। বর্তমানে সেটি বন্ধ থাকার কারণে হতাশ পর্যটক থেকে স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ রায় বলেন, 'রিট্রিট বন্ধ। পর্যটকরা দিন-দিন এসে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে এলাকার ব্যবসায়ীদের ওপর। পর্যটকরা যত বেশি সময় সেখানে কাটাবেন, ততই ব্যবসায়ী ও এলাকার অর্থনৈতিক লাভ হবে। তাই পুনরায় রিট্রিট চালু ও করিডরে ছবি তোলার বিষয়টি চালু করা উচিত বলে মনে করি।' বর্তমানে করিডরে নিয়মিত ভিনদেশের নাগরিক এবং পর্যটকরা এলেও, তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য তেমন কিছু সেখানে নেই। যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার মানুষও। মনর্ষি রায় বলেন, 'তিনবিঘায় আন্তর্জাতিক বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। বাংলাদেশের আপত্তিতেই সেই সময় রিট্রিট বন্ধ হয়েছিল। রিট্রিট পুনরায় চালুর সিদ্ধান্তটি সরকারকেই নিতে হবে। রিট্রিট দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ সেখানে ভিড় করতেন। করিডরে যত পর্যটক আসবেন, তত স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি হবে।' আগে তিনবিঘা করিডরে বিএসএফ জওয়ানদের জাতীয় পতাকা নামানোর দৃশ্য, অর্থাৎ 'বর্ডার রিট্রিট' দেখার জন্যই বিকেলের দিকে মানুষ ভিড় করতেন। কিন্তু বাংলাদেশের আপত্তিতে সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্ডার রিট্রিটের সময় করিডরের দু'পাশে থাকা ভারতীয় লোহার গেট কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা হত। ওই সময়টুকু করিডরের উপর দিয়ে বাংলাদেশের মানুষজনেরও চলাচল বন্ধ থাকত। এ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল ওই দেশের তরফে। তারপর থেকেই বিএসএফের তরফে এই বর্ডার রিট্রিট বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। অনেকে বলেন, পূর্বে তিনবিঘা করিডরে ভারত ভূখণ্ডে পর্যটকদের ছবি তোলার ক্ষেত্রে তেমন বিধিনিষেধ ছিল না। করিডরের গেট অবধি ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত যেতেও কোনও অসুবিধা হত না। কিন্তু বর্তমানে ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞার কথা সাইনবোর্ডে উল্লেখ করে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। করিডরের ভিতরেই যে ছোট্ট পার্কের মতো জায়গা রয়েছে সেটিরও বেহাল অবস্থা। তাই পর্যটকদের করিডরের পাশে একটু দাঁড়ানো ছাড়া বর্তমানে আর কিছুই করার নেই। এই বিষয়ে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক বলেন, 'এই বিষয়ে অবগত ছিলাম না, খোঁজ নেওয়া হবে।'

রাজ্যে ক্ষমতা বদল হতেই শোরগোল! চাকরি দেওয়ার নামে ৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা, কাঠগড়ায় ৩ তৃণমূল নেতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হরিশ্চন্দ্রপুর

রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে খোদ শাসকদলের বিদায়ী নেতাদের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ সামনে এল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সুপারভাইজারের চাকরি দেওয়ার নাম করে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তৃণমূলের তিন নেতার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা। অভিযুক্তরা হলেন মালিওর-১ অঞ্চলের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ সুফিয়ান, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ জলিল এবং সক্রিয় তৃণমূল নেতা তৈমুর রহমান। অভিযোগকারী তারিকুল ইসলামের দাবি, অভিযুক্তরা সকলেই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের ভাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে হরিশ্চন্দ্রপুরের অর্জুনা গ্রামের বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম তাঁর স্ত্রীর চাকরির জন্য জমি বিক্রি করে কয়েক দফায় মোট ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।

এই টাকা তৈমুর রহমানের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়েছিল বলে দাবি। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি মেলেনি। পরবর্তীতে টাকা ফেরত চাইতে গেলে প্রতারিত ব্যক্তিকে নানাভাবে ঘোরানো হয়। তারিকুল ইসলামের অভিযোগ, তৎকালীন সময়ে মন্ত্রী তজমুল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তবারক হোসেনকে বারবার জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। উল্টে শাসকদলের ভয়ে তখন থানায় অভিযোগ করতে পারেননি তিনি। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই অবশেষে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, তএগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ। অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে আমার ভাইয়ের দলীয় সূত্রে ঘনিষ্ঠতা থাকতেই পারে। কিন্তু সেই নেতা কোনো অন্যায় করলে তার দায় আমার ভাইয়ের ওপর বর্তায় না। পুরো বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখছি।দ অন্যদিকে, বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর জানান, তঅভিযুক্ত ব্যক্তি এখন আর অঞ্চল সভাপতি পদে নেই, নির্বাচনের আগেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তিনি মন্ত্রীর ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে শুনেছি, এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।দ এই ঘটনা নিয়ে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কিষাণ কেডিয়া তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, তএতদিন রাজ্যে জঙ্গলরাজ চলছিল, তাই অন্যায় করেও তৃণমূলের লোকেরা পার পেয়ে যাচ্ছিল।

এখন আর সেটা হবে না। রাজ্যের সব জায়গাতেই জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের মতো দুর্নীতিবাজেরা ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।

টাকার লোভে দিদাকে খুন! গ্রেপ্তার নাতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

সম্পর্কের চেয়েও বড় হয়ে উঠল অর্থের লোভ! নিজের বৃদ্ধা দিদাকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলো তাঁরই নাতি। মালদার চাঁচলের কলিগ্রাম এলাকায় গত ১ জুন আরতী দাস (৭০) নামক এক বৃদ্ধার হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল চাঁচল থানার পুলিশ। দীর্ঘ তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযুক্ত নাতি সংগ্রাম দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ জুন কলিগ্রাম দক্ষিণপাড়ার নিজের বাড়ি থেকেই বৃদ্ধা আরতী দাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। শোবার ঘরে পড়ে থাকা দেহটি দেখে প্রাথমিকভাবে খুনের বিষয়টি নিশ্চিত হয় পুলিশ। জানা যায়, একটি সাঁড়াশি দিয়ে আঘাত করে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। তদন্তে নেমে চাঁচল থানার পুলিশ পরিবারের সদস্যদের ওপরই প্রাথমিক নজরদারি চালায়। বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ও সূত্র ধরে বুধবার নিহত বৃদ্ধার নাতি সংগ্রাম দাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পুলিশের কঠোর জেরার মুখে শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়ে সে। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে সে খুনের কথা স্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রাথমিক তদন্তে খুনের নেপথ্যে অর্থের লোভ প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এলেও, তদন্তকারীরা এখনই নিশ্চিত হতে নারাজ। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে অন্য কোনো গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না;তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঐতিহ্যের টানে কামাখ্যাধাম, বাঁশ জাগিয়ে শক্তির আরাধনা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কামাখ্যাগুড়ি

আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়িতে অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন আদি কামাখ্যাধামের পুজোকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী এই পুজোর অন্যতম পর্ব হল 'বাঁশ জাগানো'। মঙ্গলবার দেবী কামাখ্যা সহ মন্দিরের প্রত্যেক দেবদেবীর নামে এই প্রথা পালন করা হয়। আদি কামাখ্যাধামের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, দেবদেবীর রূপ, চরিত্র ও মাহাত্ম্য অনুসারে বাঁশ সাজানো হয়। বাঁশের গোড়ার দু-তিন ফুট অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ সম্পূর্ণভাবে লাল ও সাদা শালু কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি বাঁশের মাথায় থাকে ত্রিশূল অথবা চামর। প্রধান দেবী কামাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাঁশে থাকে লাল শালু কাপড়ের আবরণ। তার মাথায় বসানো হয় ত্রিশূল ও কালো চামর। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এই বাঁশগুলিকে জাগিয়ে তোলেন। এরপর দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করে সেগুলিকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করা হয়। স্থানীয়দের বিশ্বাস, এই বাঁশ জাগানোর মাধ্যমে শক্তির আহ্বান করা হয়। এর ফলে এলাকার অশুভ শক্তির প্রভাব দূর হয়। অম্বুবাচি তিথি শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রামের তরুণরা ওই বাঁশ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় নগর পরিক্রমা করেন। এই সময় তাঁরা মাগন সংগ্রহ করেন। ওই মাগন দেবদেবীদের উৎসর্গ করা হয়। পরে মহাপুজোর দিন নির্দিষ্ট আচার মেনে ঘটপুজো করা হয়। এরপর সেগুলি ভেলায় করে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। স্থানীয়দের মতে, এই পুজো প্রায় আড়াইশো বছরের পুরোনো। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোচবিহারের রাজপরিবারের স্মৃতি। কথিত আছে, একসময় কোচবিহারের রাজারা ওই এলাকায় শিকারে আসতেন। সেই সময় এক রাজার একটি হাতি নলখাগড়ার মধ্যে পড়ে যায়। পরে রাজা স্বপ্নে কামাখ্যা দেবীর পুজো শুরু করার নির্দেশ পান। রাজা পুরোহিত ডেকে দেবীর পুজোর আয়োজন করলে হাতিটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি সুশীল রাভা বলেন, 'প্রথম দিকে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর আয়োজন করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হন। অতীতে এই পুজোর জন্য কোচবিহারের রাজপরিবার থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যেত।' আদি কামাখ্যাধামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সম্প্রতি একটি স্মারক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ওই সংকলনে মন্দিরের ইতিহাস, লোকাচার ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে লিখেছেন লোকসংস্কৃতি গবেষক সুশীলকুমার রাভা, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রূপকুমার বর্মন, দীপককুমার রায় এবং কবি দেবাশিস ভট্টাচার্য।

শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বাইরের জঞ্জাল, 'সিটি অফ গারবেজ' তকমা জোটার আশঙ্কা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশ নিয়ে শঙ্কার সুর মেয়র গৌতম দেবের গলায়। বাইরে থেকে আবর্জনা এলে শহর শিলিগুড়ি 'সিটি অফ গারবেজ'-এ পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। এদিকে, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর প্রস্তাবের পর থেকেই সুকনা ও সেবকের আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার ব্যাপারে পুরনিগমের কাছে একের পর এক চিঠি আসতে শুরু করেছে। বিষয়টা নিয়ে নিজের 'অবজার্ভেশন' চিঠির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম দেব। মেয়র গৌতম দেব উষ্মার সঙ্গে বলেন, 'পাহাড়ের নীচের দিকে অনেক খালি জায়গা রয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়ির আশপাশেও খালি জায়গা রয়েছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আমরা এখনও পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশ পরিষ্কার করতে পেরেছি। দুই-তৃতীয়াংশের কাজ কিছুটা হয়েছে। এর মধ্যেই পাহাড় ও জলপাইগুড়ি থেকে বিপুল পরিমাণের আবর্জনা আসতে শুরু করলে আর কিছু করার থাকবে না।' পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জঞ্জাল সংক্রান্ত এই প্রস্তাবের কথা সংবাদমাধ্যমে জানালেও পুরনিগমের কাছে এখনও এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রস্তাব আসেনি বলে দাবি করেছেন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তিনি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমের কাছেই পুরো বিষয়টা শুনতে পেরেছি। মঙ্গলবার পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জলপাইগুড়ির আবর্জনার ব্যাপারে কথা বলার সময় সুডা-র কর্তাও ছিলেন। হয়তো কোনও পরিকল্পনা হয়েছে। পুরনিগমের মেয়র, পুর কমিশনার পুরো বিষয়টা দেখছেন। এব্যাপারে ওঁরা সুডার সঙ্গেও কথা বলবেন।' গোটা বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াশাও তৈরি হয়েছে। কারণ, এদিনই জলপাইগুড়ির পুর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জঞ্জাল শিলিগুড়িতে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তরের সরাসরি নজরদারিতে কাজ হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় জঞ্জাল নিয়ে চারটি ডাম্পার শিলিগুড়ি রওনা হয়েছে। রাতে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কোনও গাড়ি থেকে আবর্জনা ফেলা হয় না। ফলে বৃহস্পতিবার ওই জঞ্জাল ফেলা নিয়ে শিলিগুড়িতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় যেতেই আবর্জনার পাহাড় নজরে পড়ল। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একটা অংশে সেগ্রিগেশনের কাজ চললেও বাকি বিশাল অংশেই আবর্জনার পাহাড় রয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের সেই আবর্জনার স্তূপের চাপে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একাংশের দেয়ালও ভেঙে গিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর প্রস্তাবে প্রমাদ গুনছেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দায়িত্বে থাকা পুরকর্মীরা। পুরকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনাবোঝাই ২০০ গাড়ি ঢোকে। এরমধ্যে সেগ্রিগেশনের গাড়ি ঢোকে গড়ে ৭০-৭৫টি। বাকি অন্তত ১৩০টি গাড়িতে আসা আবর্জনা থেকেও কিছুটা সেগ্রিগেশন করা হয়। দৈনন্দিন শহরের বিপুল পরিমাণ আবর্জনার পাশাপাশি আগে থেকেই স্তূপীকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করতেই হিমসিম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে। এর ওপর আরও অতিরিক্ত কয়েকশো মেট্রিক টন আবর্জনা আনা হলে, সেটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জায়গার মধ্যে রাখাই সম্ভব হবে না। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশপাশের আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিতে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে পুরকর্মী থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন মহল চিন্তিত।

শিলিগুড়ি জেলা তৃণমূলে বড় ধাক্কা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে এবার বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন অসন্তুষ্ট সদস্যরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক -এর কাছে এই অনাস্থা পত্র জমা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত এই চিঠি জমা পড়ার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়েছে।*স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,* খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১২। এদের মধ্যে ৯ জন তৃণমূল কংগ্রেস এবং ৩ জন বিজেপির। রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তনের জেরে বর্তমান সভাপতি রত্না রায় সিনহা তথা বোর্ডের ওপর আস্থা হারিয়েছেন*বেশিরভাগ*সদস্য। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে সদস্যরা লিখিতভাবে বর্তমান বোর্ডের বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তির কথা জানান এবং দ্রুত নতুন বোর্ড গঠনের দাবি তোলেন। আবেদনকারী সদস্যদের দাবি,*বর্তমান বোর্ড সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্লকের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির অন্দরে সমন্বয়ের অভাব ও একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপ চেয়ে দ্রুত অনাস্থা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আর্জি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, *মহকুমা শাসক দপ্তর সূত্রে খবর,*আইন মেনে জমা পড়া অনাস্থা পত্রটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্ত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া বা ভোটাভুটির দিন ঘোষণা করা হতে পারে। খড়িবাড়ি ব্লকের এই রাজনৈতিক ডামাডোলে আপাতত সরগরম মহকুমা রাজনীতি। কয়েকদিন আগে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার বিরুদ্ধেও অনাস্থা পত্র জমা পড়েছে।

ভুরিভোজ সেরে বিড়িতে সুখটান, শেষে বাসনপত্র নিয়ে চম্পট! রায়গঞ্জে হোটেলে অভিনব চুরি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

হোটেলে ঢুকে মনের সুখে মাছ-মাংস, দই-কলা দিয়ে জমিয়ে ভুরিভোজ। এরপর তৃপ্তি করে বিড়িতে সুখটান দিয়ে বাসনপত্র মেজে পরিষ্কার করে ফেলা; এহেন অদ্ভুত ও অভিনব চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জের নাগর এলাকায়। বুধবার সকালে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে নাগর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা লতিফা বেগমের ছোট একটি খাবারের হোটেল রয়েছে সেখানে। মঙ্গলবার রাতে নিজের হোটেল বন্ধ করে তিনি বাড়ি চলে যান। বুধবার সকালে হোটেল খুলতে এসে তিনি দেখেন দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ! হোটেলের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে মালভোগ কলার খোসা, দইয়ের পাতিল, মাছ-মাংসের কাঁটা ও হাড়। মেঝেতে পড়ে ছিল আধপোড়া বেশ কয়েকটি বিড়ি। লতিফা বেগম জানান, হোটেল সাজানোর জন্য সম্প্রতি তিনি একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। দৈনিক বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি মেটাতেন তিনি। কিন্তু চোরেরা কেবল খাবার খেয়েই ক্ষান্ত হয়নি, হোটেলের বাসনপত্রসহ হাতের কাছে যা পেয়েছে, সব বস্তায় ভরে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ফলে কার্যত সর্বস্বান্ত হোটেল মালকিন। তিনি ভাটোল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজও পুলিশকে দিয়েছেন। এই ধরনের অদ্ভুত চুরির ঘটনা নিয়ে খদ্দের শালেক মোহাম্মদের মন্তব্য, তবেশ মজা করে খেয়ে-দেয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এমন ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি।

অন্যদিকে, পুলিশ আধিকারিকদের প্রাথমিক ধারণা, এই চুরির সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা অধিকাংশই ব্রাউন সুগারের মতো মাদকাসক্ত। নেশার টাকার জোগাড় করতেই এই অভিনব পথ বেছে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মনোরম আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে, ফের আগের সময়ে স্কুল খোলার দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে। তারপর গরমের দাপটের কথা মাথায় রেখে সব স্কুল সকালে খোলার নির্দেশ জারি হয়। এখনও প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে সকালেই পঠনপাঠন চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তীব্র গরমের প্রভাব কমেছে। উত্তরবঙ্গজুড়েই এখন মনোরম পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে ফের সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ বেলার দিকে স্কুল খোলার দাবি উঠছে। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা এখন চান, আগের সময়েই শুরু হোক ক্লাস। যদিও স্কুলে স্কুলে দেখা যাচ্ছে সকাল সকাল পড়ুয়াদের উপস্থিতি আগের চেয়ে অনেকটাই বেশি। সময়সূচির বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের নয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, 'বুধবার সবে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছি। এখনও দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলব, মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনে সিদ্ধান্ত নেব।' এদিকে, গরমের ছুটির পর স্কুল খোলার প্রথম দিনই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল শিক্ষা দপ্তর। ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল বিভিন্ন জেলায় গরমের দাপট বাড়ায় স্কুলগুলি নিজেদের মতো করে সময় নির্ধারণ করতে পারে। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরকে দেওয়া নির্দেশে বলা হয়েছিল, প্রয়োজন হলে স্কুলগুলি সকালে ক্লাস করাতে পারে। এই বিজ্ঞপ্তির পরেই উত্তরবঙ্গের প্রায় সব প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পঠনপাঠন এখন সকালে চলছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, বুধবার থেকে বর্ষা ঢুকেছে উত্তরবঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই এখন গরমের দাপট কমার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে সকাল সকাল স্কুলের বদলে আগের নিয়ম চালুর দাবি উঠতে শুরু করেছে। কালচিনির একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'ভোরে চা শ্রমিকরা নিজে কাজে যাবেন, না তাঁদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর জন্য তৈরি করবেন! এখন নয় বাচ্চারা স্কুলে আসছে কিন্তু এটা দীর্ঘ সময় চললে হিতে বিপরীত হবে। তাই আগের নিয়মেই স্কুল চালু থাকা ভালো।' আলিপুরদুয়ার শহরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'আমাদের স্কুলে রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী সহ আরও দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়ুয়া আসে। এখনকার সময়সূচিতে দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা সেভাবে আসছে না। দূরের শিক্ষকদেরও আসতে সমস্যা হচ্ছে। সবার কথা বিবেচনা করেই স্কুল বেলা করেই খোলা দরকার।' একাংশ শিক্ষক জানাচ্ছেন, সকালে স্কুল হওয়ায় এসআই বা বিডিও অফিসে গিয়ে নানা প্রশাসনিক কাজকর্ম করতেও সমস্যা হচ্ছে।

তাঁদের যুক্তি, যখন সাধারণ অফিস খোলে তখন প্রায় ছুটি হয়ে যায় স্কুল। স্কুল ছুটির পর এসআই বা বিডিও অফিসে গিয়ে মিড-ডে মিল, বিভিন্ন স্কলারশিপের ফর্ম জমা সহ আরও নানা কাজ করা নিয়েও অনীহা তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে। ফালাকাটা পারঙ্গেরপার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রবীর রায়চৌধুরীর মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে আবহাওয়া অনেকটাই স্বাভাবিক। সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সেভাবেই স্কুল চালাব।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে কাঠ উদ্ধার অভিযানে বাধা, বনকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শামুকতলা

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল*লাগোয়া শিল্টং রাভা এলাকায় কাঠ পাচার বিরোধী অভিযানে গিয়ে স্থানীয়দের প্রবল বাধার মুখে পড়লেন সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। বাজেয়াপ্ত কাঠ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে দলবদ্ধ মহিলারা বনদপ্তরের কর্মীদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বন দপ্তর*সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রভাত কুমার বর্মন এবং কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজকুমার সা-এর নেতৃত্বে একটি দল ওই গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে চোরাইভাবে মজুত রাখা বেশ কিছু কাঠ উদ্ধার হয়। বনকর্মীরা সেই কাঠ হেফাজতে নিয়ে আসার সময় একদল মহিলা তাদের পথ আটকান। স্থানীয় মহিলাদের দাবি, তাঁরা ঘর মেরামতির জন্য কাঠ এনেছেন, যা কোনোভাবেই বাজেয়াপ্ত করতে দেওয়া হবে না। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় হাতির হানায় ফসল নষ্ট হওয়ায় জীবিকার সংকট চরম আকার নিয়েছে। পেটের দায়েই তাঁরা জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন, কিন্তু বনদপ্তর তাও করতে দিচ্ছে না। বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা না করে কাঠ উদ্ধার বন্ধের দাবি তোলেন তাঁরা। অন্যদিকে, বন দপ্তরের আধিকারিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষা তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব এবং আইনি নিয়ম মেনেই এই উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনার পর বনকর্মীরা ধৈর্য ও আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত কাঠগুলি সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় বনদপ্তর। ঘটনার পর থেকে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বনদপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতায় পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বনপ্রাণ ও বনাঞ্চল রক্ষায় অভিযানের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করার ওপরও জোর দিচ্ছে বনদপ্তর। তবে এই ঘটনার জেরে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসনিক অস্থিরতা ও স্থানীয়দের ক্ষোভের বিষয়টি নতুন করে সামনে এল।

বাজেটের আগে উত্তরবঙ্গ নিয়ে তৎপর সরকার! উত্তরকন্যায় অর্থমন্ত্রীর বিশেষ বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

আগামী ১৮ জুন বিধানসভায় রাজ্য বাজেট অধিবেশন*শুরু হতে চলেছে। তার আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী সংগঠনের দাবি ও অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায়* এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক*এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

পাশাপাশি, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। মূলত, আসন্ন

বাজেট পেশের পূর্বে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং ব্যবসায়িক বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের সমস্যা ও প্রস্তাব অর্থমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। বাজেট অধিবেশনে উত্তরবঙ্গের স্বার্থ রক্ষায় এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 5

আমের গন্ধে মাতোয়ারা মালদা, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে খুলছে অভিনব ‘ম্যাঙ্গো ক্যাফে’!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

যেদিকে তাকাবেন, সেদিকে কেবলই আমের স্বাদের নানা খাদ্যবস্তুর ছড়াছড়ি। যাকে বলে একেবারে আমদরবার! এদিকে, আমসত্ত্ব তো ওদিকে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের পেস্ট্রি। এদিকে, ম্যাঙ্গো শেক তো অন্যদিকে আমের সুফলে। কী নেই! ভাবছেন, এমন সুযোগ আবার কোথায়? আর একটু অপেক্ষা মাত্র। আমের জেলা মালদায় এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। মালদা শহরের উপকণ্ঠে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে বানানো হবে এই ক্যাফে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ করতে এবং স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের আড্ডার জন্য এমন আধুনিক মানের ক্যাফে তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিদেশে, বিশেষ করে থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স বা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফলভিত্তিক এমন থিম ক্যাফে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি মরশুমেই এই ট্যুরিজম চালু করতে চলেছে প্রশাসন। মালদা শহরের এক বাসিন্দা অনিকেত সরকার বলেন, ‘আমরা বন্ধুরা মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খেতে যাই। আর আম তো আমাদের পছন্দেরই খাবার। জেলা প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এখানে যদি নানা ধরনের আমজাত খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যায় তবে এই জায়গা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।’ সেইসঙ্গে তাঁর একটি পরামর্শও রয়েছে। ‘প্রশাসন যদি সেখানে সেলফি জোন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের আরও কিছু ব্যবস্থা করে তাহলে আরও ভালো হয়’, বলছিলেন অনিকেত। মালদার আমকে ব্র্যান্ডের মোড়কে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিতি দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করছে মালদা জেলা প্রশাসন। তৈরি করা হয়েছে জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে স্পেশাল টিম। পর্যটনের সঙ্গে আমের মেলবন্ধন ঘটাতে জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ম্যাঙ্গো ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত জেলার আমগুলিকে ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে প্রচার দিতেও

যেদিকে তাকাবেন, সেদিকে কেবলই আমের স্বাদের নানা খাদ্যবস্তুর ছড়াছড়ি। যাকে বলে একেবারে আমদরবার! এদিকে, আমসত্ত্ব তো ওদিকে ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের পেস্ট্রি। এদিকে, ম্যাঙ্গো শেক তো অন্যদিকে আমের সুফলে। কী নেই! ভাবছেন, এমন সুযোগ আবার কোথায়? আর একটু অপেক্ষা মাত্র। আমের জেলা মালদায় এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

আন্তর্জাতিক ধারণা থেকেই মালদার বিখ্যাত ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগের স্বাদকে আধুনিক ক্যাফে কালচারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার এই মাস্টার প্ল্যান। এই বিশেষ ক্যাফেতে মিলবে আমের তৈরি হরেক রকমের ফিউশন ফুড ও ডেজার্ট। সনাতনী আমসত্ত্বকে কীভাবে আধুনিক টুইস্ট দিয়ে পেস্ট্রিতে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে যেমন ভাবনাচিন্তা চলছে, তেমনই থাকবে খাঁটি আমের জুস, রকমারি ম্যাঙ্গো শেক এবং আমের স্বাদের বাহারি কেক ও পুডিং। আমপ্রেমীদের জন্য এটি যে এক স্বর্গরাজ্য হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। আমের মরশুম ছাড়াও সারাবছর যাতে আম দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত সুস্বাদু খাবার এখানে পাওয়া যায়, তারও বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, আধুনিক প্রজন্মের পছন্দ ও রুচির কথা মাথায় রেখে আমকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। এই ক্যাফেটি চালু হলে একদিকে যেমন পর্যটকরা মালদার আমের আসল স্বাদ একই ছাদের তলায় পাবেন, তেমনই জেলার আম প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্থানীয় চাষিদের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটবে। জেলা উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে মালদার আমচাষিদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে মালদা জেলার আমকে তুলে ধরতে বিশেষ পরিকল্পনার লোগো উন্মোচন করেন জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক সহ বিভিন্ন আমচাষিরা। পরে জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র পরিদর্শনে যান জেলা শাসক। পরিদর্শন শেষে সেখানেই ম্যাঙ্গো ট্যুরিজমের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়। জেলা শাসক বলেন, ‘বিভিন্ন এলাকায় সেই এলাকার ফসল নিয়ে ট্যুরিজমের ব্যবস্থা থাকে। মালদা জেলাতেও আমরা আমকে কেন্দ্র করে ম্যাঙ্গো ট্যুরিজমের উদ্যোগ নিয়েছি। জেলার আমকে ব্র্যান্ডিং করতে আমার মালদা নামে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আম আর মালদা থেকেই আমার মালদা নামটি বেছে নেওয়া হয়েছে। আজ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রেই ফার্ম ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করা হবে। এখানে উন্নতমানের ক্যাফেটেরিয়া থাকবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা গৃহবধূর নয়, পাঁচ বছর ধরে ঢুকেছে কলেজ ছাত্রের অ্যাকাউন্টে!

হরিশ্চন্দ্রপুরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ; থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের, তদন্তের দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে। এরই মধ্যে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে চাঞ্চল্যকর অনিয়মের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, এক গৃহবধূর প্রাপ্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা গত পাঁচ বছর ধরে অন্য এক যুবকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের হরদমনগর এলাকার বাসিন্দা মিতালি দাস ২০২১ সালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত নথি যাচাইয়ের পর তাঁকে যোগ্য উপভোক্তা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আবেদন করার পর থেকে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের কোনও টাকা জমা হয়নি বলে অভিযোগ। সম্প্রতি এলাকায় এসে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, তাঁর নামে বরাদ্দ হওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বেলসুর এলাকার বাসিন্দা তথা কলেজপড়ুয়া মোবারক হোসেনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।

বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মিতালি দাস।

তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন বাইরে থাকার কারণে তিনি বিষয়টি জানতে পারেননি। ভোট দিতে এলাকায় ফিরে এসে এই অনিয়মের কথা জানতে পারেন। অন্যদিকে অভিযুক্ত কলেজ ছাত্র মোবারক হোসেন দাবি করেছেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। বিষয়টি জানার পর তিনি প্রশাসনের কাছে সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। প্রকল্পের অর্থ অন্যের অ্যাকাউন্টে কীভাবে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারের বাড়ি থেকে সরকারি টোটো উদ্ধার, বড়সড়ো দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বীরপাড়া

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে তাঁর পরিচিতি তৃণমূলের ‘পাওয়ার ব্যাংক’। শিশুবাড়ির সোহেল রহমানই ব্লকের একাধিক নদী থেকে বালি-পাথর তোলার লিজহোল্ডার। যদিও একটি আশ্রমের সঙ্গে জমি বিবাদে জড়িয়ে তিনি এখন জেলে। আর তাঁর বাড়ি থেকেই মঙ্গলবার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের সাতটি টোটো উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় প্রশাসন ও তৃণমূলের সঙ্গে পেশায় ঠিকাদার সোহেলের মধুর সম্পর্ক থাকা প্রমাণিত হচ্ছে বলে দাবি করছে বিজেপি। জমি সংক্রান্ত বিবাদে এথেলবাড়ির ব্রহ্মকুমারী ওম শান্তি আশ্রমে যাওয়ার রাস্তা কেটে দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার সোহেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এরই মধ্যে মঙ্গলবার বীরপাড়ার সার্কেল ইনস্পেকটর ভাস্কর প্রধানের নেতৃত্বে সোহেলের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বেআইনি বালি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর বাড়িতে পুলিশি হানা মনে হলেও, দেখা যায় মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পুলিশ টোটো উদ্ধার করছে। কিন্তু সরকারি প্রকল্পের টোটো কেন তাঁর বাড়িতে এতদিন ছিল এবং প্রশাসনের তরফে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বীরপাড়া সংলগ্ন গ্যারগান্ডা নদীর তীরে তিন বছর আগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতি বসানোর পাশাপাশি শিশুবাড়ি সহ রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আবর্জনা সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ঠিকাদার প্রথম ধাপের কাজের টাকা না পাওয়ায় দ্বিতীয় ধাপের কাজ করেননি বলে গত ডিসেম্বরে জানিয়েছিলেন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁ। খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইসলামাবাদ গ্রামে ২০২৪ সালের ৭ মার্চ প্রকল্প তৈরির কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় ধাপের কাজ না হলেও ২০২৫ সালের ১ জুলাই তার উদ্বোধন হয়। তবে একদিনও আবর্জনা সাফাই করা হয়নি। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পগুলি তৈরি করা সহ বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহের বরাত পেয়েছিলেন সোহেল। আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু না হওয়ায় টোটোগুলি সোহেলের বাড়িতেই ছিল। সোহেলের পড়শি মহম্মদ শাকিল আলম বললেন, ‘সরকারি জিনিস জনস্বার্থে ব্যবহার না করে ঠিকাদারের বাড়িতে রাখার ঘটনা লজ্জাজনক। সোহেলের কার্যকলাপে রাজনৈতিক মদত ছিল। আমরা প্রতিবাদের চেষ্টা করলেও দমিয়ে রাখা হত।’ শাকিলের ইঙ্গিত তৃণমূলের দিকে। বিজেপির মাদারিহাট ৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দাস বলেন, ‘সরকারি টোটোগুলি সোহেলের বাড়িতে থাকার খবর আমরাই পুলিশকে দিয়েছিলাম। সব দুর্নীতি, অনিয়ম এভাবেই প্রকাশ্যে আনা হবে।’ ফোনের সুইচ বন্ধ থাকায় তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক নেতা বিশাল গুরুংয়ের বক্তব্য জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই মাদারিহাটের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশনে সোহেলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বালি-পাথর মজুত রাখা, নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে নদী খননের অভিযোগ জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। যে কারণে প্রথমে বালি কারবার নিয়ে পুলিশি অভিযান মনে করা হয়েছিল।

তৃণমূল প্রার্থী ও প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ,

দীর্ঘদিন স্কুলে অনুপস্থিতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ; স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

তৃণমূল কংগ্রেসের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তথা এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদার বামনগোলা ব্লকের পার হবিনগর এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে

জানা গিয়েছে, বামনগোলা ব্লকের পার হবিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক অমল কিস্কু। তিনি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীও ছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হন না।

এই অভিযোগকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হন এলাকার বাসিন্দারা।বিক্ষোভকারীরা প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে স্কুলের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এর জেরে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরে ভিলেজ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রধান শিক্ষককে নিরাপদে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ২০১৬ সালে প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর থেকেই অমল কিস্কু কার্যত বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হয়ে আসেন। মাঝে মধ্যে স্কুলে এলেও তিনি পাঠদান করতেন না বলেও অভিযোগ। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ফেলার কাজে বরাদ্দ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও তোলেন

বিক্ষোভকারীরা।তবে গ্রামবাসীদের এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রধান শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা অমল কিস্কুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় সড়কের ধারে ঝোপে অজ্ঞাত ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা
চাঁচল

মালদার চাঁচল থানার শাওরগাছি এলাকায় জাতীয় সড়কের বাইপাস সংলগ্ন ঝোপঝাড় থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ জাতীয় সড়কের ধারে একটি ঝোপ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁরা ঝোপের মধ্যে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই চাঁচল থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মৃতদেহটি অন্তত চার দিন আগের। দেহে পচন ধরার পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গেছে। মৃতের পকেট থেকে একটি মোটরবাইকের চাবি-সহ কয়েকটি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। ব্যবসার কাজে তিনি নিয়মিত চাঁচল এলাকায় আসতেন বলেও জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া দেহটি ওই নিখোঁজ ব্যবসায়ীর কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ মেলেনি। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বাইরের জঞ্জাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশ নিয়ে শঙ্কার সুর মেয়র গৌতম দেবের গলায়। বাইরে থেকে আবর্জনা এলে শহর শিলিগুড়ি ‘সিটি অফ গারবেজ’-এ পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। এদিকে, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর প্রস্তাবের পর থেকেই সুকনা ও সেবকের আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার ব্যাপারে পুরনিগমের কাছে একের পর এক চিঠি আসতে শুরু করেছে। বিষয়টা নিয়ে নিজের ‘অবজার্ভেশন’ চিঠির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম দেব। মেয়র গৌতম দেব উষ্মার সঙ্গে বলেন, ‘পাহাড়ের নীচের দিকে অনেক খালি জায়গা রয়েছে। এছাড়া জলপাইগুড়ির আশপাশেও খালি জায়গা রয়েছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আমরা এখনও পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশ পরিষ্কার করতে পেরেছি। দুই-তৃতীয়াংশের কাজ কিছুটা হয়েছে। এর মধ্যেই পাহাড় ও জলপাইগুড়ি থেকে বিপুল পরিমাণের আবর্জনা আসতে শুরু করলে আর কিছু করার থাকবে না। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জঞ্জাল সংক্রান্ত এই প্রস্তাবের কথা সংবাদমাধ্যমে জানালেও পুরনিগমের কাছে এখনও এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রস্তাব আসেনি বলে দাবি করেছেন পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তিনি বলেন, ‘সংবাদমাধ্যমের কাছেই পুরো বিষয়টা শুনতে পেরেছি। মঙ্গলবার পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জলপাইগুড়ির আবর্জনার ব্যাপারে কথা বলার সময় সুডা-র কর্তাও ছিলেন। হয়তো কোনও পরিকল্পনা হয়েছে। পুরনিগমের মেয়র, পুর কমিশনার পুরো বিষয়টা দেখছেন। এব্যাপারে ওঁরা সুডার সঙ্গেও কথা বলবেন।’ গোটা বিষয়ে কিছুটা ধোঁয়াশাও তৈরি হয়েছে। কারণ, এদিনই জলপাইগুড়ির পুর চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জঞ্জাল শিলিগুড়িতে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। নগরোন্নয়ন দপ্তরের সরাসরি নজরদারিতে কাজ হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় জঞ্জাল নিয়ে চারটি ডাম্পার শিলিগুড়ি রওনা হয়েছে। রাতে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কোনও গাড়ি থেকে আবর্জনা ফেলা হয় না। ফলে বৃহস্পতিবার ওই জঞ্জাল ফেলা নিয়ে শিলিগুড়িতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় যেতেই আবর্জনার পাহাড় নজরে পড়ল। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একটা অংশে সেগ্রিগেশনের কাজ চললেও বাকি বিশাল অংশেই আবর্জনার পাহাড় রয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের সেই আবর্জনার স্তূপের চাপে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একাংশের দেয়ালও ভেঙে গিয়েছে। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর প্রস্তাবে প্রমাদ গুনছেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দায়িত্বে থাকা পুরকর্মীরা। পুরকর্মীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনাবোঝাই ২০০ গাড়ি ঢোকে। এরমধ্যে সেগ্রিগেশনের গাড়ি ঢোকে গড়ে ৭০-৭৫টি। বাকি অন্তত ১৩০টি গাড়িতে আসা আবর্জনা থেকেও কিছুটা সেগ্রিগেশন করা হয়। দৈনন্দিন শহরের বিপুল পরিমাণ আবর্জনার পাশাপাশি আগে থেকেই স্তূপীকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করতেই হিমসিম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে। এর ওপর আরও অতিরিক্ত কয়েকশো মেট্রিক টন আবর্জনা আনা হলে, সেটা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জায়গার মধ্যে রাখাই সম্ভব হবে না। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আশপাশের আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিতে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর নির্দেশ কীভাবে কার্যকর হবে, তা নিয়ে পুরকর্মী থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন মহল চিন্তিত।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের নির্দেশ নিয়ে শঙ্কার সুর মেয়র গৌতম দেবের গলায়। বাইরে থেকে আবর্জনা এলে শহর শিলিগুড়ি ‘সিটি অফ গারবেজ’-এ পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। এদিকে, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর প্রস্তাবের পর থেকেই সুকনা ও সেবকের আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার ব্যাপারে পুরনিগমের কাছে একের পর এক চিঠি আসতে শুরু করেছে।

মানিকচকের গঙ্গা হতে পারে উত্তরবঙ্গের পর্যটন আকর্ষণ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কাছে মানিকচকে গঙ্গা পর্যটন কেন্দ্রের দাবি

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

মালদার মানিকচককে গঙ্গাকেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থান, গঙ্গা নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং বাংলা-ঝাড়খণ্ড সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ করিডোর হিসেবে মানিকচকের বিশেষ গুরুত্বকে সামনে রেখে পর্যটন শিল্পের বিকাশের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।মানিকচক এলাকার বুক চিরে বয়ে চলেছে বিশালাকার গঙ্গা নদী। এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ নদীবিধৌত অঞ্চল। গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে মালদা জেলার একাধিক নদী ও শাখা নদী। ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা এবং জলপথের ঐতিহ্য মিলিয়ে মানিকচক একটি অনন্য ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গঙ্গা পারাপার করে বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। মানিকচক ঘাট দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এখান থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ঝাড়খণ্ডে পৌঁছানো সম্ভব। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গেও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা গেলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।এ প্রসঙ্গে

> মানিকচককে গঙ্গাকেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব, বাড়বে কর্মসংস্থান।
>
> **গৌরচন্দ্র মন্ডল, মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক**

মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক গৌরচন্দ্র মন্ডল বলেন, ‘আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র কাছে মানিকচকের গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার আবেদন জানাব। মানিকচক রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এখান থেকে খুব সহজেই ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।’স্থানীয়দের মতে, গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলরাশি, নদীতীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৌবিহার, ইকো-ট্যুরিজম ও নদীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হলে মানিকচক ভবিষ্যতে বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। এতে যেমন পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে, তেমনই হোটেল, পরিবহণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 6

হোমমেকারদের মাসিক ৩০ হাজার টাকা 'বেতনে'র পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

তাঁরা বাড়িতে থাকেন। দশভুজার মতো সংসারের সবদিক সামলান। তবু সমাজ যুগে যুগে কটাক্ষের ভঙ্গিতে তাঁদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, 'সারাদিন বাড়িতে বসে কী করো?' সেই গৃহবধূদের হয়ে এবার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানিয়ে দিল, একজন হোমমেকার যা পরিশ্রম করে সেটা মাসে ৩০ হাজার টাকা বেতনের সমতুল্য। এখানেই শেষ নয়। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, হোমমেকাররাই প্রকৃত অর্থে দেশ গড়ে তোলেন। পথ দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় করোলের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সমাজে গৃহিণীদের ভূমিকা অসীম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তত তিনটি দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা।

প্রথমত, গৃহস্থালির সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়ত, স্বামী এবং সন্তানদের দেখভাল করেন। তৃতীয়ত, বাবা- মা এবং অভিভাবকস্থানীয় সকলের দায়িত্ব নেন। সুপ্রিম কোর্টের মতে, দুর্ঘটনায় বধূর মৃত্যু হলে পরিবারকে কতটা আর্থিক সাহায্য করা হবে সেই অঙ্ক নির্ধারণ করার জন্য এই তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় কোনও হোমমেকারের মৃত্যুতে মাসিক ৩০ হাজার টাকার আলাদা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিক মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইবুনাল। কারণ হোমমেকাররা যা শ্রম দান করেন, সেটার ন্যূনতম মজুরি এই অঙ্ক। তিনবছর অন্তত ১০ শতাংশ করে বাড়ানো উচিত এই অর্থের পরিমাণ। শীর্ষ আদালতের কথায়, হোমমেকারদের শ্রমকে অনেক সময়েই খাটো করে দেখা হয়।

যে মহিলা সময়, ক্ষমতা নিজের সংসারের জন্য ব্যয় করেন, তিনি কিন্তু সেই সংসারের উপার্জনেও বিনিয়োগ করেন।

তাই তাঁদের কাজের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যও দেওয়া উচিত। বিচারপতির কথায়, ''হোমমেকার না বলে তাঁকে দেশের নির্মাতা বলা উচিত।'' পাঞ্জাবের ওই গৃহবধূর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে ২.৪২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ট্রাইবুনাল। পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টের রায়ে সেই অঙ্কটা বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৪ লক্ষ টাকা। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে বিমা সংস্থাকে ৬২.৭৮ লক্ষ টাকা দিতে হবে মহিলার পরিবারকে।

জোড়া ফলায় বিদ্ধ শেয়ার বাজার, রক্তক্ষরণ দালাল স্ট্রিটে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

একে তো বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। আর এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপেই বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খুলতেই রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। দালাল স্ট্রিটের সেনসেক্স থেকে নিফটি; সব সূচকেই যেন লাল রঙের ছড়াছড়ি! একদিকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কালো মেঘ, অন্যদিকে আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির ভ্রুকুটি, দুইয়ে মিলে লগ্নিকারীদের মনে এমন আতঙ্ক ধরিয়েছে যে, হুড়মুড়িয়ে শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এদিন বাজার খুলতেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) সেনসেক্স ৩৬৭.১৯ পয়েন্ট বা ০.৫০ শতাংশ একধাক্কায় নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩,৬১৫.৯৯-এ। আর ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটি ৫০ সূচক ১১০.৫৫ পয়েন্ট বা ০.৪৮ শতাংশ খুইয়ে নেমে এসেছে ২৩,১০৪.৪০ পয়েন্টে।

শুধু ভারত নয়, ধাক্কা খেয়েছে এশিয়ার অন্যান্য বাজারগুলোও। জাপানের নিক্কেই থেকে শুরু করে হংকংয়ের হ্যাং সেং কিংবা তাইওয়ানের সূচক; সর্বত্রই পতনের একই ছবি। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতনের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভিলেন হল পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি। টানা দু'দিন ধরে ইরানের ওপর আমেরিকার সেনা হামলার জেরে পরিস্থিতি কার্যত বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এর জন্য তাদের 'কড়া দাম' চোকাতে হবে। অন্যদিকে ইরানও পিছু হঠতে নারাজ। আর এই দুইয়ের মাঝে পড়ে কার্যত আটকে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের তেল সরবরাহের অন্যতম প্রধান এই রুট অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্বজুড়ে হু হু করে বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ইতিমধ্যেই ১.৮৮ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯৪.৮৫ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে।

এরই মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান। মে মাসে সে দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশে, যা গত তিন বছরে (এপ্রিল ২০২৩-এর পর) সর্বোচ্চ। বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বালানির এই আকাশছোঁয়া দামই মূল্যবৃদ্ধির আগুনে ঘি ঢালছে। আর আমেরিকার এই পরিসংখ্যান দেখে একটা বিষয় অন্তত স্পষ্ট, অদূর ভবিষ্যতে ফেডারেল রিজার্ভের সুদ কমানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই সব মিলিয়েই বিশ্বজুড়ে লগ্নিকারীদের মনে এখন তীব্র হতাশা। আর সেই হতাশার আঁচ এসে লেগেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। কোটাক সিকিউরিটিজ-এর মতো বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিস্থিতি যা, তাতে খুব তাড়াতাড়ি এই রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

নিফটি ২৩,৩৫০-এর গণ্ডি পার না করলে এই দুর্বল পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শেয়ার বাজারের কারবারিরা। সব মিলিয়ে দালাল স্ট্রিটের আকাশে আপাতত ঘন কালো মেঘ, কবে যে রোদ উঠবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে!

প্রতিরক্ষা গবেষণায় নয়া সাফল্য, আকাশে উড়ল নতুন স্বপ্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গুজরাত

'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ডানায় ভর করে এবার সত্যিই আকাশে উড়ল আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন! বুধবার গুজরাতের বডোদরার আকাশ সাক্ষী থাকল এক নয়া ইতিহাসের, যখন প্রথমবার সফলভাবে উড়ান সম্পন্ন করল এ দেশে তৈরি সামরিক পরিবহণকারী বিমান সি-২৯৫। এতদিন যা ছিল কেবল কারখানার চার দেওয়ালের অন্দরে আর কাগজে-কলমে, তা-ই এবার সগর্বে ডানা মেলল নীল আকাশে। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে এই সফল 'মেডেন টেস্ট ফ্লাইট'-এর খবর প্রকাশ্যে আসতেই উন্মাদনার পারদ চড়েছে। এই উড়ান যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। হিসেব বলছে, মোট ৫৬টি এমন সি-২৯৫ বিমান নিজেদের বহরে শামিল করতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। আর তার জন্য খরচ হচ্ছে প্রায় ২১,৯৩৫ কোটি টাকা! তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক লুকিয়ে আছে অন্যত্র। এই ৫৬টি বিমানের মধ্যে ৪০টি কিন্তু আর সুদূর ইউরোপ থেকে উড়ে আসবে না, বরং সেগুলো তৈরি হবে খাস ভারতের মাটিতেই। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড এবং এয়ারবাস-এর যৌথ উদ্যোগে বডোদরার কারখানাতেই এই বিমানগুলো একত্রিত করার কাজ চলবে। বুধবারের সফল উড়ান সেই অসাধ্য সাধনেরই এক ঝলক দেখাল। বায়ুসেনার কথায়, এই সাফল্য শুধু ভারতের অ্যারোস্পেস ক্ষমতার বিস্তারই নয়, বরং 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার লক্ষ্যে তাদের অঙ্গীকারের এক জ্বলন্ত প্রমাণ। সব মিলিয়ে বলাই যায়, সি-২৯৫-এর এই প্রথম উড়ান নিছকই কোনও পরীক্ষা নয়, এ যেন বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর হওয়ার এক দরাজ ঘোষণা।

আধার পেতে চাই এনআরসি-র রসিদ!

অনুপ্রবেশ রুখতে অসমে কড়া 'হিমন্ত-ফতোয়া'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গুয়াহাটি

আধার কার্ড চাই? আগে এনআরসি-র রসিদ দেখান! হ্যাঁ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবার এমনই এক নতুন 'গুগলি' ছুঁড়ে দিয়েছেন। অনুপ্রবেশ রুখতে এমনিতেই সদাব্যস্ত অসম সরকার, আর এবার সেই তালিকায় জুড়ল আধার-এনআরসি গাঁটছড়া। গুয়াহাটিতে বসে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে নতুন করে আধার কার্ডের আবেদন করতে গেলে এবার থেকে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি-র আবেদনের রসিদ নম্বর দেখানো একেবারে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, পকেটে আধার কার্ডের স্বপ্ন থাকলে, আগে এনআরসি-র খাতায় নাম তোলার প্রমাণ পেশ করতে হবে। হঠাৎ এমন কড়াকড়ি কেন? সরকারের যুক্তি একেবারে সোজাসাপটা; অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে হবে। পরিসংখ্যানেও চোখ রাঙানি কম নয়। চলতি বছরেই নাকি অসমে ৫৪ জন বেআইনি অভিবাসীকে পাকড়াও করা হয়েছে। আর তাই, আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র যাতে কোনোভাবেই ভিনদেশিদের হাতে না পৌঁছয়, তার জন্যই এই মোক্ষম চাল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথায়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে শুধু কাগজে-কলমে নিয়ম করেই থেমে নেই প্রশাসন। ময়দানেও জোরদার প্রস্তুতি তুঙ্গে। পরিস্থিতি বুঝে এবার সীমান্ত জেলাগুলোতে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যারা মূলত সীমান্ত পুলিশকে এই অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কাজে সাহায্য করবে। সব মিলিয়ে ছবিটা বেশ পরিষ্কার; অসমে এখন আধার কার্ডের আবেদন স্রেফ আঙুলের ছাপ আর ঠিকানার প্রমাণপত্রে আটকে নেই, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নাগরিকত্বের এক বেশ কঠিন অঙ্ক!

মধ্যপ্রদেশে বিজেপির হ্যাটট্রিক!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গুজরাটের পর মধ্যপ্রদেশ। আরও এক রাজ্যে বিজেপি ঝড়ে উড়ে গেল বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের তিন প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন। উল্লেখ্য,কংগ্রেসের রাজ্যসভা প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের প্রার্থীপদ বাতিল করেছেন রিটার্নিং অফিসার। ফলে রাজ্যসভায় বিজেপির কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীই অবশিষ্ট ছিল না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপির জয় ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার রজনীশ আগরওয়াল, তরুণ চুঘ এবং মহেশ কৈবতকে জয়ীর শংসাপত্র দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই জয় আটকাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। মীনাক্ষীর মনোনয়ন বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে হাত শিবির। নির্বাচন কমিশনেও গিয়েছে কংগ্রেসের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। কিন্তু লাভ হয়নি। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। আদালতেও শুক্রবার এই ইস্যুতে শুনানি হবে। অর্থাৎ, বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করতে কোনও বাধাই ছিল না এদিন। উল্লেখ্য, আগামী ১৮ জুন রাজ্যসভা নির্বাচন। কিন্তু তার আগেই হলফনামায় তথ্য গোপনের অপরাধে বাতিল হয় কংগ্রেস প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন। মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে রিটার্নিং অফিসারের কাছে তথ্য গোপনের অভিযোগ জানান বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং রাকেশ সিং। অভিযোগ করেন, হায়দরাবাদের এক আদালতে ফৌজদারি মামলা রয়েছে মীনাক্ষীর বিরুদ্ধে। মীনাক্ষীর কোন যুক্তি মানেননি রিটার্নিং অফিসার। তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দেন। কিন্তু একই অভিযোগ উঠলেও বাতিল হয়নি এনডিএ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পরিমল নাথওয়ানির মনোনয়ন। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এনেছিলেন ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস বিধায়ক নমন বিক্সাল কোঙ্গারি। তিনি দাবি করেন, হলফনামায় একাধিক বাণিজ্যিক সংস্থায় ডিরেক্টর থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেননি পরিমল। এছাড়া মনোনয়নের নথিতে যেভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিও যথাযথ নয়। তা সত্ত্বেও বাতিল হয়নি তাঁর মনোনয়ন। অর্থাৎ এক যাত্রায় পৃথক ফল! আদালতে কি বাতিল হবে বিজেপি প্রার্থীর জয়?

৭২ ঘণ্টায় হাজার গ্রেফতার, দেড় হাজার মামলা!

অপারেশন তুফান-এ মাদক মাফিয়াদের কোমর ভাঙল কেরল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তিরুবনন্তপুরম

নামটা 'অপারেশন তুফান', আর কাজেও একেবারে সেই তুফানের মতোই আছড়ে পড়ল কেরল পুলিশ! মাত্র ৭২ ঘণ্টার এক ঝটিকা অভিযান, আর তাতেই কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল রাজ্যের মাদক চক্রের বিস্তীর্ণ জাল। হিসেব বলছে, এই তিন দিনে দেড় হাজারেরও বেশি মামলা রুজু হয়েছে, আর শ্রীঘরে পাঠানো হয়েছে হাজারেরও বেশি মাদক কারবারিকে। সব মিলিয়ে ভারতের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় 'নারকোটিক হান্ট' বা মাদক বিরোধী অভিযানের তকমা ইতিমধ্যেই সেঁটে গিয়েছে কেরল পুলিশের এই মেগা-অপারেশনের গায়ে। ''ঈশ্বরের আপন দেশ'-এ বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই ঘাপটি মেরে বসছিল মাদক মাফিয়ারা। জাল ছড়াচ্ছিল পাড়ায় পাড়ায়। কিন্তু মাফিয়ারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি যে, তাদের শায়েস্তা করতে অন্দরে অন্দরে কী মারাত্মক ছক কষছে প্রশাসন! একেবারে সিনেমার কায়দায়, চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে রাজ্যজুড়ে একযোগে শুরু হয় এই 'অপারেশন তুফান'। আর পুলিশ যখন ময়দানে নামল, তখন পালানোর আর পথ পেল না কারবারিরা। রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, অলিগলি থেকে রাজপথ; সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে মাত্র তিন দিনের মাথাতেই এক হাজারেরও বেশি দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে পুলিশ। পরিসংখ্যান বলছে, এই ৭২ ঘণ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন থানা মিলিয়ে মোট ১৫০০-র বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মাদকদ্রব্য। পুলিশ কর্তাদের দাবি, এই ঝটিকা অভিযানের জেরে রাজ্যের মাদক সিন্ডিকেট কার্যত পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। শুধু কেরল নয়, গোটা দেশের পুলিশের কাছেই এই 'অপারেশন তুফান' এখন এক বড়সড় নজির। মাদক কারবারিদের উদ্দেশে কেরল প্রশাসনের বার্তা একেবারে পরিষ্কার; 'খেলার নিয়ম বদলেছে, এবার তুফান উঠবে খাকির দাপটেই!'

কৃত্রিম মেধার কোপে ভারতের ২৫০ চাকরি!

পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরছে মার্কিন সংস্থা 'ওপেনডোর'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেঙ্গালুরু

কৃত্রিম মেধা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) কি সত্যিই মানুষের রুটিরুজি কাড়তে শুরু করেছে? এই প্রশ্নটা এতদিন জল্পনার স্তরে থাকলেও, এবার তা একেবারে জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে আছড়ে পড়ল ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। কৃত্রিম মেধার দাপটে স্রেফ এক ধাক্কায় ভারতের বুক থেকে নিজেদের গোটা ব্যবসাই গুটিয়ে নিল মার্কিন রিয়েল এস্টেট প্রযুক্তি সংস্থা 'ওপেনডোর'। আর এর জেরে এক লহমায় কাজ হারালেন সংস্থার প্রায় ২৫০ জন ভারতীয় কর্মী। সংস্থার সিইও কাজ নেজাতিয়ান রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁদের মূল গ্রাহকরা যেহেতু আমেরিকায় রয়েছেন, তাই কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দুও সেখানেই থাকা উচিত।

আর সেই যুক্তিতেই ভারতের পাট চুকিয়ে 'এআই-নির্ভর' ছোট ছোট টিমের হাতে কাজের ভার তুলে দিচ্ছে এই মার্কিন সংস্থা। এতদিন ধরে মূলত ম্যানুয়াল বা হাতে-কলমে করার মতো কাজগুলো সামলাতেই ভারতে বিশাল কর্মী বাহিনী তৈরি করেছিল ওপেনডোর। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। এআই-এর দৌলতে সেই কাজ অনেক কম কর্মী নিয়ে এবং অনেক দ্রুত আমেরিকার মাটিতে বসেই করা সম্ভব হচ্ছে। আর তাতেই কোপ পড়েছে ভারতীয়দের চাকরিতে। তবে কর্মীদের বিদায়বেলায় তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সংস্থার সিইও। নেজাতিয়ান স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ছাঁটাইয়ের মানে এই নয় যে ভারতীয় কর্মীদের কাজে কোনও খামতি ছিল। বরং তাঁরা দারুণ কাজ করেছেন।

১৫ বছরের বঞ্চনা আর অত্যাচার থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে বাংলা!

তীব্র কটাক্ষ পীযূষের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লখনউ

একদিকে দলের অন্দরে গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে একের পর এক সাংসদের ইস্তফা; সব মিলিয়ে জোড়াফুল শিবিরে এখন রীতিমতো ডামাডোল। আর এই ঘোলা জলেই এবার ছিপ ফেলতে নামল পদ্ম শিবির। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ শাসনকালকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তাঁর সাফ দাবি, দীর্ঘ ১৫ বছরের 'অত্যন্ত নিষ্ঠুর' শাসন, বঞ্চনা আর চরম দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূলের অন্দরের এই ডামাডোলকে হাতিয়ার করে কার্যত মমতার জমানার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়ার চেষ্টাই করলেন এই হেভিওয়েট বিজেপি নেতা। সাংবাদিক বৈঠকে গোয়েলের গলায় ছিল রীতিমতো শ্লেষের সুর। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসনের একটা জলজ্যান্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। স্রেফ সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে মানুষকে দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৫ বছরে না হয়েছে কোনও উন্নয়ন, না হয়েছে জনকল্যাণ'। এরপরই তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে গোয়েলের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গ এখন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতা পেয়েছে। দীর্ঘদিনের এই দমবন্ধ করা পরিবেশের পর মানুষ এখন মন খুলে কথা বলতে পারছেন। সম্ভবত সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখন নিজের মনের আসল কথাটা প্রকাশ্যে বলে ফেলছেন!' এরপরই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এবার বাংলার ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এবং উন্নয়নের পথে হাঁটবে রাজ্য। গোয়েলের এই 'কল্যাণ-কটাক্ষ'-এর নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে তৃণমূলের অন্দরের এক টাটকা মেগা-সিরিয়াল। সম্প্রতি একটি স্বাক্ষর জালিয়াতি মামলায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে না জানিয়ে আচমকাই অন্য আইনজীবী নিয়োগ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এতেই সম্মানে মারাত্মক ঘা লেগেছে প্রবীণ সাংসদ তথা আইনজীবীর। ক্ষোভে ফেটে পড়ে তিনি কার্যত মমতাকে চরমসীমা বেঁধে দিয়ে বলেছেন, 'হয় অভিষেককে বাছুন, নয়তো আমাকে!' অভিষেকের 'উদ্ধত' আচরণের কড়া সমালোচনা করে কল্যাণের তোপ, 'আমি তো আর ডাস্টবিন নই! বয়স্কদের সম্মান করতে জানতে হয়। দলের আজ যা দুর্গতি, তা ওর জন্যই'। শুধু তাই নয়, প্রবীণ নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনকে গোটা বিষয়টি জানালেও খোদ 'দিদি' যে তাঁকে একবারও ফোন করে খোঁজ নেননি, সেই আক্ষেপও গোপন করেননি কল্যাণ। জোড়াফুলের এই চরম ডামাডোল আর গৃহযুদ্ধের আবহকেই যে বিজেপি এবার তাদের অন্যতম বড় হাতিয়ার করতে চলেছে, পীযূষ গোয়েলের এই মন্তব্যই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

লাফিয়ে বাড়ছে ইবোলা!

ইবোলা ভাইরাস। সম্প্রতি আফ্রিকায় এই মারণ ভাইরাসের দাপাদাপি গোটা বিশ্বেরই ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক বাড়ছে। ৯ জুন পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, কঙ্গোয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩৫। পাশাপাশি আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। আগের দিনই যা ছিল ৫৬.৪ শতাংশ, তা এখন দাঁড়িয়েছে ৬১.১ শতাংশে। কঙ্গোর স্বাস্থ্যমন্ত্রী রজার কাম্বা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। কিন্তু আশার কথা অনেকেই সেরে উঠছেন। যদিও আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তবুও সতর্কতা রয়েছে পুরোদমে। তাঁর দাবি, প্রতিটি অঞ্চলের দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। কাম্বার কথায়, দপ্রতিটি সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনা একটি জোরালো বার্তা দিচ্ছে। চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসুন, কারণ দ্রুত চিকিৎসাই জীবন বাঁচায় দ বলে রাখা ভালো, ১৫ মে সরকারি ঘোষণায় জানানো হয় ইবোলার 'বুন্ডিবুগিও স্ট্রেন' ছড়িয়ে পড়েছে কঙ্গোয়। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই সংক্রমণ বাড়ছে। বলে রাখা ভালো, কঙ্গো ও উগান্ডার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আপাতত সংক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকলেও পরিস্থিতিকে হালকাভাবে দেখার কোনও সুযোগ নেই। আফ্রিকার এই অঞ্চল দীর্ঘ দিন ধরেই সংঘাত, গৃহহীন দশা এবং দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় জর্জরিত। যুদ্ধ ও বাস্তুচ্যুতির আবহে বহু সংক্রমণ শনাক্ত না-হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। হু-র তথ্য অনুযায়ী, কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশে ইতিমধ্যেই একাধিক নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন সংক্রমণ এবং মৃত্যুর খবর মিলেছে।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 7

কুলটিতে বিজেপি কর্মীর পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বিধানসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধেমোমেন কোলিয়ারি এলাকার ৬ নম্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুজো, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচির পরে গন্ডগোলের ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ, এক বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যদের উপরে হামলা চালানো হয়েছে। কাঠগড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। বিজেপির অভিযোগ, কর্মসূচি শেষে বুধবার গভীর রাতে বিজেপি কর্মী বৃজু যাদব ও তাঁর পরিবারের উপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, স্থানীয় রোহিত নুনিয়া ও সদ্য পদত্যাগী তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় নুনিয়ার নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনায় আহত হয়েছেন বৃজু যাদব ও তাঁর ভাই বাবলু যাদব। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। বিজেপি কর্মীর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, হামলাকারীরা বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করে। এমনকি এক গর্ভবতী মহিলাকেও ধাক্কাধাক্কি ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এলাকায় আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত পক্ষের সমর্থকরা। স্থানীয় কয়েকজন মহিলা দাবি করেছেন, রোহিত নুনিয়া ও সঞ্জয় নুনিয়া শারীরিক অসুস্থতার কারণে এলাকায় উপস্থিতই ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য, পুরো পরিবারই বাইরে রয়েছে। তাই তাঁদের নেতৃত্বে হামলার অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে তাঁদের ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশ আরও দাবি করেন, রোহিত নুনিয়া এলাকার গরীব মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং বহু মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। সেই কারণেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ।

তৃণমূল কার্যালয়ে ত্রাণ 'কেলেঙ্কারি', কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে উদ্ধারকাজ

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা প্রাক্তন 'খান বস্ত্রালয়' নামক একটি কাপড়ের দোকান থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণের সরকারি ত্রাণ সামগ্রী।বৃহস্পতিবার ব্লক প্রশাসন, বিশাল পুলিশ বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দলের উপস্থিতিতে এই উদ্ধারকার্য চালানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং স্থানীয় বিধায়ক অরুণ হালদারের প্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ। সূত্রের খবর, এই বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখার বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেন বিধায়ক অরুণ হালদার। তিনি জেলা শাসককে একটি লিখিত চিঠি পাঠিয়ে বিষয়টি জানান। বিধায়কের চিঠির ভিত্তিতে জেলা শাসকের দপ্তর থেকে একটি ডিপার্টমেন্টাল চিঠি পাঠানো হয় উচ্চপর্যায়ে। সেখান থেকে অনুমতি মেলার পর পুনরায় চিঠি পৌঁছায় জেলা শাসকের কাছে। এরপরই জেলা শাসক বিষয়টি অতিরিক্ত জেলা শাসককে খতিয়ে দেখার ও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এডিএম-এর নির্দেশে জামালপুরের বিডিও পার্থসারথি দে পুরো বিষয়টি তদারকি শুরু করেন। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত গোপনীয়তা ও আঁটসাঁট নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল নিয়ে বিডিও স্বয়ং ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তালা বন্ধ কার্যালয় ও দোকান থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মেহেমুদ খানের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বন্ধ কাপড়ের দোকান 'খান বস্ত্রালয়' এবং সংলগ্ন তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ের ভেতর থেকে থরে থরে সাজানো সরকারি ত্রাণের ত্রিপল উদ্ধার হয়েছে। সরকারি ত্রাণ কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এভাবে দলীয় কার্যালয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে মজুত করে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।ঘটনাটি জানাজানি হতেই জামালপুর ব্লক কার্যালয়ের সামনে শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ ভিড় জমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকা ঘিরে রাখে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামালপুরের রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই চড়ে যায়। দলীয় কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রাণ উদ্ধারের ঘটনায় শাসকদলকে তীব্র নিশানা করতে ছাড়ছে না বিরোধী শিবির। অন্যদিকে, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খানের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

একাধিক অভিযোগ রানিগঞ্জে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ ব্লকের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিধান মন্ডলকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানিগঞ্জ থানা পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের মারধর, হুমকি দেওয়া ও নির্বাচন সহ বিভিন্ন সময়ে হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি বালি পাচারের অভিযোগ, সহ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন টাকা তছরুপের অভিযোগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটিয়ে বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের নানান ভাবে হুমকি দেওয়া তাদের ওপর হামলা চালানোর সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সিধান মন্ডল বলে দাবি বিজেপির আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ অঞ্চলের মন্ডল সভাপতি পরিমল মাজির। তার দাবি, তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অন্যায় অবিচার অত্যাচার ও লুটপাট চালিয়েছে তার অভিযোগ দিকে দিকে জমা পড়ছে। এর ফলে বড় রাঘববোয়াল থেকে শুরু করে ছোট নেতা সকলেই পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। তিনি বলেন, যে হারে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটছে, তাতে দেখা যাবে একটা সময় ব্রিগেড গ্রাউন্ড ভরে যাবে। যদিও যার বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ সেই সিদান মণ্ডল অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় রানিগঞ্জ থানা চত্বরে তিনি বলেন, অযথা মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে আমাকে। যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়িতে গিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে, সেখানে আমার মতো প্রধান ও উপপ্রধানদের এই অবস্থা তো হবেই। তিনি আরো বলেন, আইনের সাহায্যে এর মোকাবিলা করবো। পুলিশ জানায়, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কালিপুর ব্রিজের বেহাল দশা, রুট পরিবর্তনে নিত্য ভোগান্তি রায়নায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রোডের কালিপুর ব্রিজের বেহাল অবস্থার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান ও সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। ব্রিজে যান চলাচলে বাধা থাকায় ওই রুটের অধিকাংশ পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী যানবাহন বর্তমানে উচালন-আমতলা হয়ে একলক্ষী রুট ব্যবহার করছে। ফলে বর্ধমান-আরামবাগ ও বর্ধমান-একলক্ষী সড়কে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এমনিতেই একলক্ষী রোডের একাধিক অংশ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। তার উপর অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ পড়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত ও ভাঙাচোরা অংশ থাকায় যানবাহনের গতি কমে যাচ্ছে, যার ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। প্রতিদিন কর্মস্থলগামী মানুষ, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ যাত্রীদের ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শুধু যানজটই নয়, বেহাল রাস্তার কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। স্থানীয়দের দাবি, প্রায়শই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে এই সড়কে। সম্প্রতি একলক্ষীর কাছে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত কালিপুর ব্রিজের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং বর্ধমান-একলক্ষী রোডের জরুরি ভিত্তিতে মেরামতি শুরু করতে হবে। প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এখন দেখার, স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণে সংশ্লিষ্ট দফতর কতটা দ্রুত উদ্যোগ নেয়।

টিউশনি বন্ধের নিয়মে স্থগিতাদেশ চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ পড়ুয়া ও অভিভাবকরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাত্রসায়র

রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের সরকার। শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে এই নিয়ম কার্যকর না করার দাবিতে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হল পড়ুয়ারা। ঘটনা বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের। পাত্রসায়র ব্লকের বিডিওর দ্বারস্থ হয়ে বৃহস্পতিবার পড়ুয়ারা এবং অভিভাবকরা প্রশাসনের কাছে এদিন কাতর অনুরোধ জানায়। রাজ্য সরকারে পালাবদলের পর এ রাজ্যে সরকার ও সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের নির্দেশ দেয় রাজ্যের সরকার। শিক্ষাবর্ষের একেবারে মাঝপথে এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে চূড়ান্ত বিপাকে পড়ার আশঙ্কা করছে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের কথা ভেবে চলতি শিক্ষাবর্ষে এই নিয়ম কার্যকর না করে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তা লাগু করার দাবিতে এবার ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হল বাঁকুড়ার পাত্রসায়র ব্লকের পড়ুয়ারা। পাত্রসায়র ব্লকের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দাবি পাত্রসায়র ব্লকের মতো প্রান্তিক ব্লকগুলিতে যথেষ্ট ভালো শিক্ষক নেই। যারা প্রাইভেট টিউশনি পড়ান তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা। সরকারি নির্দেশে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করে দেওয়ায় আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

অবৈধ বালি পরিবহণের অভিযোগ, বিক্ষোভ থানায়

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
লাউদোহা

রাজ্যে প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেও অবৈধ বালি, কয়লা ও লোহা কারবার বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার এলাকায় বৈধতার আড়ালে অবৈধ বালি পরিবহণের অভিযোগে সরব হলেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গৌরবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক বালির গ্রেডেশন ইউনিট (বালির কণা-বিন্যাস কেন্দ্র) গড়ে উঠেছে। নদী থেকে আনা বালিকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সূক্ষ্ম বালিতে পরিণত করে বস্তাবন্দি করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের দাবি, সমস্ত বৈধ কাগজপত্র মেনেই দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের কয়েকজন যুবক বালি বোঝাই একটি ভারী গাড়ি আটক করলে সামনে আসে একাধিক প্রশ্ন।

অভিযোগ, চালকের কাছ থেকে বালির চালানপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায়, চালানটি ফেব্রুয়ারি মাসের এবং সেখানে বালি পরিবহণের জন্য ট্রাক্টরের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে বালি বহন করা হচ্ছিল ১৬ চাকার একটি ভারী ট্রাকে। গ্রামবাসীদের দাবি, জেলা পরিষদের ওই রাস্তায় ১০ টনের বেশি ওজনের গাড়ি চলাচলের অনুমতি নেই। অথচ ৩০ থেকে ৩৫ টন বালি বোঝাই ট্রাক নিয়মিত ওই রাস্তা ব্যবহার করছে। এর ফলে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, অবৈধভাবে বালি বোঝাই গাড়ি আটকানোর ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ উল্টে চারজন যুবককে আটক করেছে। ওই যুবকদের অবিলম্বে মুক্তি এবং বৈধতার আড়ালে চলা অবৈধ কারবার বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাউদোহা-ফরিদপুর থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বহু বাসিন্দা। বালি ব্যবসায়ী সজল কান্তি দত্ত জানান, এলাকায় একাধিক ছোট বালির গ্রেডেশন ইউনিট রয়েছে এবং তাঁরা সমস্ত আইন মেনেই ব্যবসা পরিচালনা করেন। তবে ব্যাকডেটেড চালানে বালি পরিবহণ এবং নির্ধারিত ওজনসীমার বেশি বালি বোঝাই গাড়ি চলাচল নিয়ে প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। যদিও অতীতে ওই রাস্তা দিয়ে ১০ টনের বেশি ওজনের বালির গাড়ি চলাচলের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন। স্থানীয় বাসিন্দা চিরঞ্জিত রাউত বলেন, 'বৈধভাবে ব্যবসা চলুক, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। এই শিল্পের সঙ্গে বহু মানুষের কর্মসংস্থান জড়িয়ে রয়েছে। এই কারবারের সঙ্গে গ্রামের বহু মানুষের কর্মসংস্থান জড়িয়ে রয়েছে, তাই তারা চান না কারোর কর্মসংস্থান চলে যাক।। কিন্তু বৈধতার আড়ালে যদি অবৈধ কাজ হয়, তা বন্ধ হোক। প্রতিদিন ভারী গাড়ি চলাচলের ফলে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল প্রায় বন্ধ। স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন।' গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে ভারী বালিবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং রাস্তার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, যাতে ভবিষ্যতে কোনও বড় দুর্ঘটনা না ঘটে।

এবার বাঁকুড়া পুরসভার সামনে বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দিল জনতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া

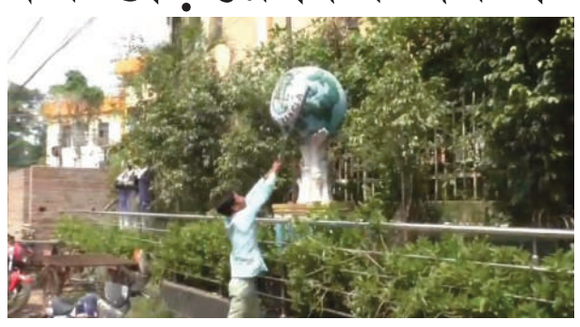

বাঁকুড়া পুরসভার সামনে থাকা বিশ্ববাংলার ভাস্কর্য ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয়দের একাংশ পুরসভার সামনে জমায়েত করে আচমকাই বিশ্ববাংলার ভাস্কর্য ভাঙতে শুরু করে। রাজ্যে পালাবদলের পর সারা রাজ্যেই সরকারি নথিতে বিশ্ব বাংলার লোগো তুলে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় থাকা বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথাও আবার জনরোষ আছড়ে পড়েছে বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্যর উপর। এবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বাঁকুড়া শহরে। আজ দুপুরে পুরসভার সামনে থাকা বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্য ভেঙে দেয় একদল উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দা। লোহার রড দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় ওই ভাস্কর্য। স্থানীয়দের দাবি শহরের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্ব বাংলার ভাস্কর্য এভাবেই ভেঙে নতুন ভাস্কর্য বসানো হবে।

সোনামুখীতে স্টোর রুম ও নতুন সিড প্রসেসিং ইউনিটের উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সোনামুখী

সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে এক অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল। প্রধানমন্ত্রী **RKSY** যোজনার মাধ্যমে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে কৃষকদের জন্য স্টোর-রুম কাম শেড এবং সিড প্রসেসিং ইউনিট;এই দুটি ইউনিট তৈরি করে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এর পাশাপাশি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে ১২০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত কৃষকের হাতে ২৫ কেজি করে ধানের বীজ তুলে দেওয়া হলো। পুরো উদ্বোধন প্রক্রিয়া সহ ধানের বীজ বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো রাজ্যের সমবায় এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামীর হাত ধরে। সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যকরী সঞ্চালক ড. মৌমিতা দে গুপ্তা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের জন্য এই পরিকল্পনা তাদের ছিল। অবশেষে তা সম্পন্ন হওয়ার পর উদ্বোধন হলো। তিনি জানান, মন্ত্রী দিবাকর বাবু সর্বসম্মতভাবে সোনামুখী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পাশে থাকার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী জানান, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সারা বছরই মহতী উদ্যোগ নেয়, যাতে কৃষকেরা অনেকটাই উপকৃত হন। আগামী দিনে তিনি সর্বসম্মতভাবে যেকোনো কাজে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পাশে থাকবেন।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার পাঁচ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রঘুনাথগঞ্জ

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত উমরপুর মোড় সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ।বুধবার গভীর রাতে পরিচালিত এই অভিযানে মোট ১৫২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তির নাম বিনোদ রায় এবং রেমান সিং। ধৃত বিনোদ রায়ের বাড়ি কলকাতায় এবং রেমান সিংয়ের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উমরপুর মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নজরদারি বাড়ানো হয় এসটিএফ এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। রাতের দিকে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে গাড়ির ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের মোট ওজন প্রায় ১৫২ কেজি বলে পুলিশ জানিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজা উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির দিক থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বর্ধমানের দিকে। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও বড় কোনও মাদক পাচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।বৃহস্পতিবার ধৃত দুই অভিযুক্তকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে বহরমপুর আদালতে পাঠানো হয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে ওইদিন রাতেই মুর্শিদাবাদ থানার মোতিঝিল পেট্রোলপাম্প এলাকা থেকে ৪৮ কেজি গাঁজা সহ পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হাত বদলের জন্য টোটোয় করে নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাজ পড়ে মৃত দুই

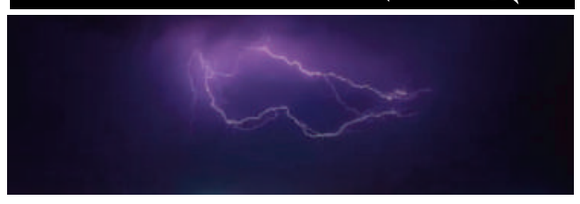

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁইথিয়া

মঙ্গলবার বিকালের ঝড়বৃষ্টিতে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো দুইজনের । বৃষ্টি শুরু হলে সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের মোড়াপাড়ার একটি বাড়ীতে জল ঢুকতে থাকলে বৃষ্টির জল আটকানোর জন্য বাবা দুই ছেলেকে নিয়ে ত্রিপল লাগাতে যায় । ত্রিপল লাগিয়ে বাবা এক ছেলে নেমে গেলেও বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অপর ছেলের ।

মৃতের নাম অমিত বাদ্যকর (২১) । পরিবারটি অত্যন্ত গরিব হলেও আবাস যোজনার বাড়ী না পাওয়ায় বৃষ্টির সময় ত্রিপল টাঙিয়ে থাকতো । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া । বিকালে ঝড়বৃষ্টির সময় বাড়ীর পোষ্যদের নিয়ে ফেরার সময় বাড়ীর সামনেই কীর্ণাহার থানার জামনা গ্রামে বজ্রঘাতে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর ।

মৃতের নাম পূজা মেটে (২৮) । দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া ।

গ্রেপ্তার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ জয় হিন্দ বাহিনীর ব্লক সভাপতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শক্তিগড়

তোলাবাজি ও হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগী সংগঠন জয় হিন্দ বাহিনীর এক ব্লক সভাপতি মাফুজ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাফুজ বর্ধমান উত্তর বিধানসভার বিধায়ক নিশিত কুমার মালিকের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হলে মামলার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দুর্গাপুরে তৃণমূল নেতা সুকুমার দত্ত-কে লক্ষ্য করে 'ডিমবৃষ্টি'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের নতুন হাতিয়ার হিসেবে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। সেই 'ডিম ছোড়ার ট্রেন্ড'-এরই প্রতিফলন ঘটল দুর্গাপুরে। তৃণমূল নেতা সুকুমার দত্তকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া সুকুমার দত্তকে নিউ টাউনশিপ থানা থেকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, থানার বাইরে আগে থেকেই উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন তাকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হয় বলে জানা গিয়েছে। হঠাৎ এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাতে হয়। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 8

গ্রেপ্তার তিন তৃণমূল নেতা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুবরাজপুর

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট মারার ঘটনায় খয়রাশোল ব্লকের বুধপুর গ্রামের তৃণমূল বুথ সভাপতি শেখ বাইতুলকে গ্রেপ্তার করেছে লোকপুর থানার পুলিশ। ২০২২ সালে দুবরাজপুর পৌরসভা নির্বাচনের দিন বিজেপি পোলিং এজেন্ট চন্দ্রশেখর গুপ্তকে মারধর করার ঘটনায় ৯ জুন দুপুরে দুবরাজপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চন্দ্রশেখর গুপ্ত। সন্ধ্যায় দুবরাজপুর পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বুল্টি চক্রবর্তীর স্বামী কল্যাণ চক্রবর্তী এবং তাঁর ভাই রাজশেখর চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে দুবরাজপুর থানার পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগে গ্রেপ্তার সিউড়ি পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রিয়াঙ্কা রায়ের স্বামী তৃণমূল নেতা বাপি রায় এবং তাপস মাল। ৪ জুন বিজেপিকর্মীরা অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করছিলেন। সেই সময় বাপি রায়ের নেতৃত্বে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় বিজেপি এক কর্মীর মাকেও। সিউড়ি থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ৫ জুন রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। ৬ জুন সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় সাঁইথিয়া পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় দাসের দাদা মৃত্যুঞ্জয় ওরফে মুন্না দাসকে গ্রেপ্তার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। সাঁইথিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিপ্লব দত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই মৃত্যুঞ্জয়। ২০২১ সালে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা মামলায় সাঁইথিয়া থানায় অভিযোগ করা হয়, এক বিজেপি কর্মীকে ফোন করে রেক পয়েন্ট কার্যালয়ে ডেকে এনে একাধিক জন মিলে চড়াও হয়ে ওই বিজেপিকর্মীকে অমানবিকভাবে মারধর করে। ওই বিজেপিকর্মী কোনো রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন।সেই মামলায় নিজের বাড়ি থেকে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ২৭ মে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় সাঁইথিয়া পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর রূপা দাসের স্বামী বাপ্পাদিত্য দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সিউড়ি থানার সহযোগিতায় ২৫ মে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেপ্তার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় ষাটপলসা গ্রামের তৃণমূল নেতা জটিলেশ্বর মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। তৃণমূল জেলা কমিটির সদস্য তথা ময়ূরেশ্বর দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জটিলেশ্বর মন্ডল। ২২ মে রাতে ষাটপলসার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। ২২ মে দুপুরে বোলপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি যুব সহ-সভাপতি অনঙ্গদেব মন্ডল জটিলেশ্বর মন্ডলের বিরুদ্ধে ময়ূরেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৩ মে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ২০২১ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের আলি আহমেদ পিয়ারকে গ্রেপ্তার করে ইলামবাজার থানার পুলিশ।

‘সেবাশ্রয়’ না দুর্নীতির আশ্রয় ? মাটির নিচে কোটি টাকার ওষুধ উদ্ধারে সরিষায় চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম

সুদেষ্ণা মন্ডল

ডায়মন্ড হারবার

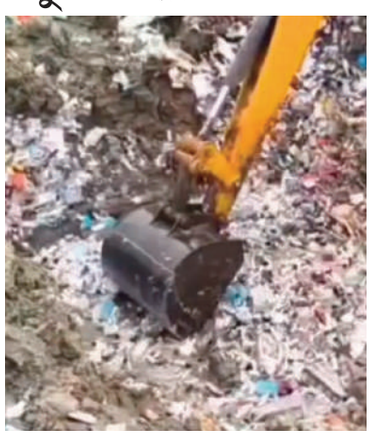

ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের সরিষা পঞ্চায়েত এলাকার হিঙ্গছেবেরিয়া গ্রামে কয়েক কোটি টাকার সেবাশ্রয় ক্যাম্পের ওষুধ মাটির নিচ থেকে উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য আনা কোটি কোটি টাকার ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী গোপনে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসন বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি উত্তম বাগের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা সরিষার হিঙ্গছেবেরিয়া এলাকায় অভিযান চালান। অভিযোগ, নির্দিষ্ট একটি জায়গায় মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে বিপুল পরিমাণ ওষুধ, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সামগ্রী, এমনকি অক্সিজেন সিলিন্ডারও। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষ। বহু মানুষ মোবাইলে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। এলাকাজুড়ে শুরু হয় তুমুল চর্চা। বিজেপির দাবি, উদ্ধার হওয়া ওষুধ ও সামগ্রীগুলি তথাকথিত ‘সেবাশ্রয় ক্যাম্প’-এ ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ এবং ফলতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি সেবাশ্রয় ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। বিজেপির অভিযোগ, সেই ক্যাম্পগুলির দায়িত্বে ছিলেন ফলতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খান এবং ডায়মন্ড হারবারের পর্যবেক্ষক তথা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামীম আহমেদের ঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব। যদিও এই দাবির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপি সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। তাদের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ চিকিৎসা সামগ্রী ও ওষুধ গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যদি এই ওষুধ মানুষের চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে তা মাটির নিচে কীভাবে গেল? কেন তা সংরক্ষণ না করে লুকিয়ে রাখা হল? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। অন্যদিকে, এই ঘটনার জেরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও কাঠগড়ায় তুলছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ওষুধের অভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাইরে থেকে দামি ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা।দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে কয়েক কোটি টাকার ওষুধ মাটির নিচে পড়ে থাকার অভিযোগ সামনে আসায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি উত্তম বাগ এই ঘটনাকে ‘তৃণমূল আমলের স্বাস্থ্য দুর্নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ’ বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, ‘একদিকে মানুষ হাসপাতালে ওষুধ পাচ্ছে না, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে বলা হচ্ছে ওষুধ নেই। অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার ওষুধ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।’ উত্তম বাগ আরও দাবি করেন, শুধুমাত্র ওষুধ নয়, উদ্ধার হয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার-সহ একাধিক স্বাস্থ্য সরঞ্জাম। তাঁর বক্তব্য, ‘যদি প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে, তাহলে আরও বড় মাথাদের নাম সামনে আসবে। কার নির্দেশে এই ওষুধ মাটির নিচে রাখা হয়েছিল, কারা এর সঙ্গে জড়িত;সব সামনে আসা উচিত। আমরা চাই দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’ বিজেপির অভিযোগের জেরে সরিষা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, এত বিপুল পরিমাণ ওষুধ কীভাবে এখানে এল? সরকারি নথিতে সেই ওষুধের হিসাব রয়েছে কি না? এবং সেগুলি আদৌ সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল কিনা;তা প্রশাসনের স্পষ্ট করা উচিত। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ বা প্রকৃতি নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ বা স্বাস্থ্য দফতরের তরফেও এই বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য মেলেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তা ডায়মন্ড হারবার মহকুমার সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় বিতর্কে পরিণত হতে পারে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নিতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। একদিকে বিজেপি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিচ্ছে, অন্যদিকে তৃণমূল কী অবস্থান নেয়, সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের। এখন দেখার, প্রশাসনিক তদন্ত আদৌ শুরু হয় কি না এবং শুরু হলে সেই তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে।

নারায়নদিঘিতে বিজেপির উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ধমান

স্বচ্ছতা ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান-১ নম্বর ব্লকের নারায়নদিঘি এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো ‘স্বচ্ছ ভারত অভিযান’। বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির আয়োজন করেন স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় দাস। এদিন এলাকার বিভিন্ন রাস্তা, জনবহুল স্থান ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে অংশ নেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, প্লাস্টিক বর্জন এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা দেওয়া হয়। সঞ্জয় দাস বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুধুমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি এলাকাবাসীর কাছে নিজেদের বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার আবেদন জানান। কর্মসূচিতে বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন। অভিযানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্বপন দেবনাথের দলীয় কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার

পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের হেমাতপুর মোড়ের দলীয় কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করা হয় বৃহস্পতিবার । পরে সেই সমস্ত সামগ্রী গাড়ি বোঝাই করে প্রশাসনের কর্মীরা নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পূর্বস্থলী

পূর্বস্থলী দক্ষিণের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের হেমাতপুর মোড়ের দলীয় কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে মজুত থাকা বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করা হয় বৃহস্পতিবার । পরে সেই সমস্ত সামগ্রী গাড়ি বোঝাই করে প্রশাসনের কর্মীরা নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অভিযোগ উঠেছে, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে মজুত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনাস্থলে প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ত্রাণসামগ্রী সরিয়ে নেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের তদন্তে পুরো বিষয়টি সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাউন্সিলারের গুদামে নির্মল বাংলার শত শত বালতি উদ্ধার

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বাঁকুড়া

সাধারণ মানুষের জন্য নির্মল বাংলা প্রকল্পে বরাদ্দ শত শত বালতি ওয়ার্ডের মানুষদের না দিয়ে নিজের গুদামে মজুত করে রেখেছিলেন কাউন্সিলার। সারা রাজ্যের পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে গোপনে সেই বালতিগুলি পুরসভায় সরাতে গিয়ে এবার ধরা পড়ে গেলেন কাউন্সিলার। ঘটনা বাঁকুড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের।

ঘটনার পরই প্রকৃত তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মীরা। দুর্নীতি ঢাকতে বাঁকুড়া পুরসভা থেকে গোপনে ফাইল সরানো হচ্ছে এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে গতকাল রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাঁকুড়া পুরসভা চত্বর। সেই সময় পুরসভার সামনে গেলে তৃনমূল ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত বাঁকুড়া ১ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলার দেবাশিস লাহা কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ফের বাঁকুড়া পুরসভার সামনে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরী হয়। জানা গেছে এদিন সকালে বাজার করতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি কর্মী দেখেন টোটোতে করে নির্মল বাংলার শত শত বালতি নিয়ে এসে পুরসভায় রাখা হচ্ছে। কোন জায়গা থেকে বালতিগুলি আসছে তা জানতে গিয়ে ওই বিজেপি কর্মীরা দেখেন পুরসভার নাকের ডগায় দশেরবাঁধ এলাকায় থাকা ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দেবাশিস লাহার কার্যালয়ের পিছনে থাকা গুদামে এখনো বহু বালতি রাখা রয়েছে। এরপরই ঘটনার তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে তৃনমূল ঘনিষ্ঠ নির্দল কাউন্সিলার দেবাশিস লাহা নিজের গুদামে জমা করে রেখেছিলেন নির্মল বাংলার শত শত বালতি। ঘটনার পর থেকে আর এলাকায় দেখা যায়নি কাউন্সিলার দেবাশিস লাহাকে। তাঁর মোবাইলে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

কুলপিতে তৃণমূলের কার্যালয় থেকে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কুলপি

তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভা এলাকায়। প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের প্রধান কার্যালয় হিসেবে পরিচিত ওই ভবনের দোতলার একটি ঘর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় শাড়ি, কম্বল, লুঙ্গি, বেডকভার ও শিশুদের পোশাক উদ্ধার হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ওই কার্যালয়ে যৌথ অভিযান চালান। আইনশৃঙ্খলার অবনতি এড়াতে পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিওগ্রাফি করা হয়।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ত্রাণ সামগ্রীগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ঈদের সময় দেওয়ার জন্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের জন্য সরকারিভাবে এসেছিল। কিন্তু তৃণমূলের নেতারা তা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে না দিয়ে, পরে কালোবাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এখানে মজুত করে রেখে ছিলেন। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার মানুষ। এক বিক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘ঝড়-বন্যায় আমাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়, অথচ আমাদের হকের কম্বল আর জামাকাপড় এই নেতারা নিজেদের ঘরে লুকিয়ে রাখে। ঈদের সময় গরিবদের দেওয়ার কথা ছিল এগুলো। আমরা যখন এক টুকরো ত্রাণের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরি, তখন দলীয় কার্যালয়ে এগুলো পচে! এই দুর্নীতির বিচার চাই।’ ঘটনাটি সামনে আসতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সরকারি ত্রাণ চুরির অভিযোগে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল শিবিরের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উদ্ধার হওয়া সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরায় কুলপির বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

আলিপুর চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে রাজ্যের বনমন্ত্রী ও বন প্রতিমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলিপুর

আলিপুর চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাং ও রাজ্যের বন প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী । বৃহস্পতিবার দুই মন্ত্রী আলিপুর চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে গেলে প্রথমেই আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ তাদের সংবর্ধনা জানান ।পাশাপাশি আলিপুর চিড়িয়াখানার বিভিন্ন প্রান্ত তারা পরিদর্শন করেন ও আগামী দিনে আলিপুর চিড়িয়াখানার সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা কথা বলেন ।

আরামবাগে এসপি-র সাথে বৈঠকে বিধায়করা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আরামবাগ

হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার ডাঃ কুনওয়ার ভূষণ সিং-এর সাথে তিন বিধায়ক মিলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন। এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন পুলিশ আধিকারিক ও বিধায়করা। বৃহস্পতিবার আরামবাগ এসডিপিও অফিসে এই বৈঠকটি করা হয়। এদিন এই বৈঠকে আলোচনা করা হয় মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। হাজির ছিলেন আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার আইসি, আরামবাগের চার থানার ওসি, পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। বিধায়করা জানান, ‘শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ চলবে।’

খণ্ডঘোষে আত্মা প্রকল্পে চাষিদের প্রশিক্ষণ শিবির

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

খণ্ডঘোষ

কৃষকদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে উৎসাহিত করতে আত্মা প্রকল্পের উদ্যোগে একটি কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তোড়কোনা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে এলাকার কৃষকদের বিভিন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, সুষম সার ব্যবহার এবং ফসলের বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও কৃষিকে আরও লাভজনক করে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন সহায়ক প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা হয়। স্থানীয় কৃষকরা জানান, এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাদের নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিকাজে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে তারা উপকৃত হন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারের লক্ষ্যেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এতে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নও সম্ভব হবে। বৃহস্পতিবার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন,এডিএ শুভময় ঘোষ,বর্ধমান সদর সহ কৃষি অধিকর্তা অনিতা রায়চৌধুরী, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সহ সভানেত্রী শম্পা মাথুর সহ বিশিষ্ট জনেরা।

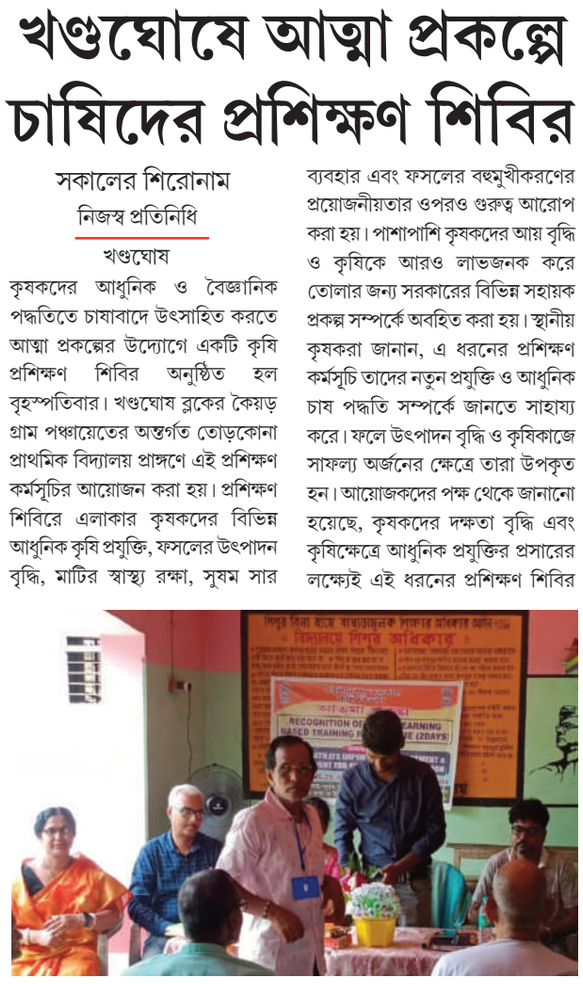

পদত্যাগ করলেন বেলডাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেলডাঙা

বেলডাঙা পৌরসভার চেয়ারম্যান অনুরাধা হাজরা বন্দোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন। বৃহস্পতিবার বেলডাঙা পুরসভার নির্বাহী আধিকারিককে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন পুরোসভার চেয়ারম্যান। পালাবদলের পর তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় তিনি আর কাজ করতে পারছিলেন না বলে ইস্তফা দিয়েছেন।

চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, গত একমাস ধরে কজ করতে পারছিলাম না। সব কাজ থমকে রয়েছে। বেলডাঙার মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দিতেই এই চেয়ারে বসেছিলাম। কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে না। ফলে চেয়ার আগলে ধরে রাখার কোনো মানে হয়না। সেই কারণে ইস্তফা দিয়েছি। চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেও কাউন্সিলার রয়েছি। আমার ওয়ার্ডের মানুষের কাজ করব। সূত্রের খবর, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তৃণমূলের পাঁচজন কাউন্সিলার অনাস্থা নিয়ে এসেছেন।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 9

চাকরির দেওয়ার নামে জমি ‘আত্মসাৎ’, তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাঙচুর জনতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া

রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে নগদ অর্থ চেয়েছিলেন একই পরিবারের দুই চাকরিপ্রার্থীর কাছে। নগদ মোটা অঙ্কের টাকা দিতে না পারায় পরিবারের শেষ সম্বল সাড়ে ৬ বিঘা তিনফসলি জমি লিখিয়ে নিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। কিন্তু চাকরি আর মেলেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকার উত্তেজিত জনতা বৃহস্পতিবার হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো তৃণমূল নেতার বাড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার বালসী গ্রামে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার বালসী গ্রামের দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নবকুমার পাল। তৃণমূলের খেতমজুর সংগঠনের পাত্রসায়র ব্লক সভাপতি এই নবকুমার পাল নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল আমলে ব্যাপক তোলাবাজি থেকে শুরু করে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার কাজে রীতিমতো হাত পাকিয়েছিলেন। সাধারণ কৃষিজীবী পরিবার থেকে উঠে আসা নবকুমার পাল বালসী গ্রামে তৈরি করেছিলেন বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর স্থানীয় এক যুবক অভিযোগ করেন তাঁর পরিবারের দুই চাকরিপ্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার নাম করে সাড়ে বিঘা উর্বর জমি নিজের নামে করেছেন নবকুমার পাল। সেই জমির উপর নবকুমার বিশাল বাড়ি তৈরি করে বাগানবাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন বলেও অভিযোগ। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই আজ এলাকার মানুষের রোষ আছড়ে পড়ে নবকুমার পালের বালসী গ্রামের বাড়িতে। উত্তেজিত জনতা ভেঙে ফেলে বাড়ির জানালার কাচ। নবকুমার পাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকেও হালকা মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। নবকুমার পালের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমলেও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা।

সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাগরে জরুরী বৈঠক বিধায়কের

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারডুবি বা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এড়াতে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা ও সচেতনতায় জোর দিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সাগর ব্লকের স্থানীয় ‘ছবি মহল’ প্রেক্ষাগৃহে একটি জরুরি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মূল লক্ষ্য; সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আগে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষাকবচ নিশ্চিত করা এবং একগুচ্ছ কড়া নিয়মাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়া। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, সাগর ও কোস্টাল থানার ওসি, বন দপ্তর, মৎস্য দপ্তর এবং কোস্ট গার্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সভায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার থেকে সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। মৎস্যজীবীদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রত্যেক মৎস্যজীবীর লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক। মাছ ধরতে যাওয়ার সময় মৎস্যজীবীদের নিজেদের লাইসেন্স এবং নৌকার মূল নথিপত্র সাথে রাখতে হবে। আকস্মিক বিপদের হাত থেকে পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর বিমা বা ইনস্যুরেন্স থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এদিন বৈঠক শেষে ‘প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার সামনে মৎস্যজীবীদের জীবন সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। আমরা চাই না আর কোনো মায়ের কোল খালি হোক। তাই মৎস্যজীবীদের সুরক্ষায় প্রশাসন এই কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। লাইফ জ্যাকেট এবং বৈধ নথিপত্র ছাড়া কেউ সমুদ্রে যেতে পারবেন না। আইন অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ প্রশাসনের এই কড়া মনোভাব এবং সচেতনতা শিবিরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠন ও সাধারণ জেলেরা। তবে নথিপত্র সবসময় সাথে রাখা নিয়ে কিছু ব্যবহারিক সমস্যার কথাও উঠে এসেছে। স্থানিয় এক মৎস্যজীবি বলেন, ক্ষ্মআবহাওয়ার পূর্বাভাস উপেক্ষা করে সমুদ্রে যাওয়ার প্রবণতা অনেকেরই থাকে, এই বৈঠক আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। লাইফ জ্যাকেট বা বিমার নিয়ম আমাদের ভালোর জন্যই। তবে নোনা জলে আসল নথিপত্র নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, সেটা ল্যামিনেশন করে রাখার অনুমতি দিলে ভালো হয়। আমরা প্রশাসনের সব নির্দেশ মেনে চলব।ক্ষ্ম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আবহাওয়া দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার বার্তা দিয়ে শেষ হয় এই জরুরি সভা। প্রশাসনের এই তৎপরতায় সাগর উপকূলবর্তী মৎস্যজীবী পরিবারগুলির নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মিড-ডে মিলের খাবারে ‘টিকটিকি’, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৫

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

মিড-ডে মিলের খাবারে টিকটিকি পড়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া ২৫ জনকে তড়িঘড়ি লালগড় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন তাঁরা।ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ জানিয়েছেন, এই ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। হাসপাতালে ভর্তি থাকা সকলেই বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং ভালো আছেন। তিনি নিজে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং প্রতিনিয়ত খোঁজখবর নিচ্ছেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ও তদারকি করতে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, এসডিপিও এবং থানার আইসি । হাসপাতালে চিকিৎসকদের একটি দল ভর্তি থাকা ২৫ জনের শারীরিক অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করছেন। বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে সকলের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে পরীক্ষার জন্য। বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ স্থানীয় মানুষজনকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর রয়েছে। সকলের যথাযথ চিকিৎসা চলছে এবং ভয়ের কোনও কারণ নেই।

ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে ক্যানসার আক্রান্ত বিধবার টাকা আত্মসাৎ,পলাতক তৃণমূল নেতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

আবাসের ঘরের জন্য ক্যানসার আক্রান্ত এক বিধবা মহিলার কাছ থেকে উনিশ হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রসাদপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আব্দুল আলিম মিঠুর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে প্রয়োজনীয় স্থানীয় বিধায়কের শংসাপত্রের জন্যও ৫০০ টাকা নিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য, দাবি ওই মহিলার। বুধবার রাতে ওই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যের অমানবিক কর্মকাণ্ডে হতবাক প্রতিবেশীরা। এদিকে মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি জানাজানি হতেই গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য। মুর্শিদাবাদ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।’ মুর্শিদাবাদ থানার প্রসাদপুর পঞ্চায়েতের রামভদ্রপুরের বাসিন্দা তাজমিরা বেওয়া। ক্যানসার আক্রান্ত ওই মহিলা আবাস যোজনার ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেন। ওই সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য অভিযুক্ত আব্দুল আলিম মিঠু। অভিযোগ, আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বছর দুয়েক আগে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ওই মহিলার কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা কাটমানি নেন। কিন্তু তারপর দুই বছর কেটে গেলেও তিনি ঘর পাননি, আবার টাকাও ফেরত পাননি। এই পরিস্থিতিতে তাজমিরা বেওয়া বুধবার মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, ‘ঘরের জন্য টাকা নিলেও ঘর পাইনি। এদিকে টাকা ফেরতও দিচ্ছিল না। নানা বাহানায় ঘোরাচ্ছিল। সেই কারণে টাকা আদায়ের জন্য থানার দ্বারস্থ হয়েছি। পুলিশ প্রশাসন আমার ওই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করুক।’ তৃণমূলের প্রাক্তন মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লক সভাপতি মহম্মদ গোলাম আকবরি বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি না। যদি অভিযোগ সত্যি হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।’ বিজেপির মুর্শিদাবাদ লোকসভা সাংগঠনিক সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, ‘এতদিন মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পারেননি। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই মানুষ মুখ খুলতে শুরু করেছে। আর তাতেই তৃণমূলের ছোট থেকে বড় নেতাদের কুকীর্তি সামনে আসছে। তৃণমূলের সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।’

দুর্নীতির অভিযোগে রামজীবনপুরের পৌর-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পোস্টার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এলাকা জুড়ে পোস্টারিং করল বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি তারা তথ্যপ্রমাণ হাতে পেয়েছে যেখানে তারা দেখতে পাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারি তাঁর স্ত্রী মিঠু তেয়ারির নামে অমৃত ভারত প্রকল্পের ১৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা তছরুপ করেছেন। বিজেপির অভিযোগ পৌরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারি তাঁর স্ত্রীর নামে একটি গোষ্ঠী খুলে সেই গোষ্ঠীর নামে তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ছয় লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করেছেন, শুধু তাই নয় এইভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মতো বিভিন্ন গোষ্ঠীর নামে কোনো কাজ না করে চেয়ারম্যান আত্মসাৎ করেছেন। এমনই কিছু তথ্যপ্রমাণ হাতে নিয়ে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ময়দানে নামল। তাদের দাবি অবিলম্বে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার রামজীবনপুর পৌর এলাকায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা এমনি ঘটনাকে হাতিয়ার করে পৌর এলাকা জুড়ে পোস্টার দিতে শুরু করল। ওই ঘটনায় পাল্টা সাফাই দিল পৌর চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারী, তাঁর দাবি কোনো দুর্নীতি হয়নি। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামজীবনপুর পৌরসভা এলাকা জুড়ে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ছিনতাইয়ের কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশের জালে ২ দুষ্কৃতী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

ভরদুপুরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলেও শেষরক্ষা হলো না দুষ্কৃতীদের। পুলিশের তৎপরতা ও দ্রুত অভিযানে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছিনতাই হওয়া সম্পূর্ণ ৯০ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের এই সাফল্যে সাধারণ মানুষও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে পালসিট পুলিশ ক্যাম্পের অধীনে রসুলপুরের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) শাখা থেকে নগদ ৯০ হাজার টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ভাই। সেই সময় একটি কালো রঙের পালসার মোটরবাইকে চেপে আসা দুই দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকে টাকা ভর্তি ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনার পর দুই ভাই চিৎকার করতে করতে দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করেন।

সেই সময় জাতীয় সড়কের ধারে কর্তব্যরত ছিলেন ট্রাফিক সেফটি অফিসার নানু দাস। বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি দ্রুত নিজের টিম নিয়ে দুষ্কৃতীদের পিছু নেন। পাশাপাশি ওয়্যারলেস মারফত জাতীয় সড়কে কর্তব্যরত ট্রাফিক হোম গার্ডদের রোড ব্লক করার নির্দেশ দেন। পুলিশের তৎপরতা টের পেয়ে দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে জামালপুর থানার মশাগ্রাম রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় বেগতিক বুঝে মোটরবাইক ফেলে পাশের একটি ঘন কাশবনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।এরপর ট্রাফিক সেফটি অফিসার নানু দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ও ট্রাফিক হোম গার্ডদের একটি দল গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। অবশেষে কাশবনের ভেতর থেকেই দুই দুষ্কৃতীকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সৌরভ সিংহরায়, অলোক সিংহরায়, শেখ সিরাজুল, প্রদীপ রজক এবং অভিষেক প্রামাণিক। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সম্পূর্ণ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এরপর তাদের প্রথমে পালসিট পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। আক্রান্ত দুই ভাইয়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম গোপাল সিং (বাড়ি হাজিনগর, নৈহাটি) এবং দীপক দাস (বাড়ি হালিশহর)। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ভরদুপুরে জনবহুল এলাকায় সংঘটিত ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ এবং সাহসিকতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। পুলিশের এই সাফল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ও আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বারাসাতে গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ ও সরকারি সাইকেল উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

বারাসাত হাটখোলায় একটি গোডাউন থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সরকারী ত্রাণ সামগ্রী ও সরকারি সাইকেল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাত পৌরসভার অন্তর্গত ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা এলাকায়। গোডাউন থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, উদ্ধার কয়েক হাজার ত্রিপল, চাল, সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল, কয়েকশো কম্বলের বস্তা সহ একাধিক ত্রাণ সামগ্রী। জানা যায় যে, ওই গোডাউনের কথা জানার পর বিক্ষপ্ত জনতা সেই গোডাউনের তালা খোলার জন্য বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ।যদিও গোডাউনের কেয়ারটেকার জানায় সম্পূর্ণ বিষয় পৌরসভার আন্ডারে, তাই পৌরসভার অনুমতি ছাড়া তিনি গোডাউন খুলতে পারবেন না পরবর্তী সময়ে বিক্ষুপ্ত জনতা পৌরসভায় চেয়ারম্যানের ঘরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়ে চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান এবং গেট খুলে ভেতরে গিয়ে দেখেন প্রায় কয়েক হাজার ত্রাণসমগ্রী ত্রিপল ও সরকারি সাইকেল গোডাউনের মধ্যে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। গোটা ঘটনা চেয়ারম্যান দেখেন এবং তিনি বলেন এগুলি সবই নতুন আসা ত্রাণ। পাশাপাশি তিনি এই ত্রাণ বন্টনের ব্যাপারে বলেন অতি শীঘ্রই এই ত্রাণ তিনি নিজে হাতে বন্টন করে দেবেন। ঘটনাস্থল উত্তপ্ত হয়ে ওটাই ঘটনাস্থল এসে পৌঁছায় বারাসাত থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি কোথায় চেয়ারম্যান কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না।বা একাধিকবার পৌর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল পৌরসভা কিন্তু তার দিক থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি।

মেদিনীপুরে বিজেপি-র রক্তদান শিবিরে বিধায়ক শঙ্কর গুছাইত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত মেদিনীপুর মণ্ডল-১ এর সাধারণ সম্পাদক সজল জানার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ড ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে ওই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে মোট ৫৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানাতে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক ডঃ শঙ্কর গুছাইত, বিজেপির মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সমিত মণ্ডল, জেলার তিন সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায়, চন্দন ঘোষ, দেবগোপাল মণ্ডল, বিজেপি নেতৃত্ব অভীক চক্রবর্তী, অরূপ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে সকল রক্তদাতাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান মেদিনীপুরের বিধায়ক ডক্টর শঙ্কর গুছাইত। তিনি বলেন, ‘রক্তদান মহৎ দান, রক্তদানের বিকল্প অন্য কিছুই হতে পারে না।’ তাই যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন এবং যারা রক্ত দিয়েছেন, তিনি সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সর্বস্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সন্ত্রাস-দুর্নীতির অভিযোগে পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গ্রেফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং একাধিক অনিয়মের অভিযোগে পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ পাশওয়ানকে গ্রেফতার করেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরির মতো একাধিক অভিযোগ উঠছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাপ্ত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু তথ্য সামনে আসার পর সন্তোষ পাশওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে শুনানি শেষে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগগুলির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিজেপিতে যোগের ইচ্ছা প্রকাশ প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

এবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। চার বারের বিধায়ক এবং দুই ফুল টার্মের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রর সাথে বিধানসভার পূর্বেই দলের সাথে দূরত্ব বাড়ছিল। ‘শুভেন্দু অধিকারীকে কুকথা বলতে পারবেন না’, এমন বক্তব্যের পরই দল তাকে ব্রাত্য করে দেয়। শেষ ৩ বছর দল তাকে ব্রাত্য করেই রেখেছিল। মন্ত্রিত্ব থেকে, তারপর জেলা সভাপতির পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে। বিধানসভায় হারের পরই কার্যত বেসুরো প্রাক্তন মন্ত্রী। সৌমেন মহাপাত্র বলেন, ‘তৃণমূলের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। দলটা কর্পোরেট কালচারে চলছিল। মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা চাইলেও মমতা ব্যানার্জির সাথে, অভিষেকের সাথে দেখা করতে পারতেন না, সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারতেন না। দল থেকে কাজ করিয়ে নিয়ে হঠাৎ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া কালচারে পরিণত হয়েছিল। না চাইলেও অভিষেক ব্যানার্জিকে সেনাপতির সম্মান দিতে হতো। শুভেন্দু অধিকারী বাধ্য হয়ে দল ছেড়েছিলেন।’ তবে শুভেন্দু অধিকারীর কাজের প্রশংসা করে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, ‘কার্যক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারী অজয় মুখার্জির পর মেদিনীপুরে বিপ্লব এনেছেন। যদি বিজেপি চায়, তিনি বিজেপিতে সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। যদি শমিক ভট্টাচার্য চান, যদি শুভেন্দু অধিকারী চান, তিনি সামান্য কর্মী হিসেবে জনগণের জন্যে কাজ করতে চান।’

মহেশতলায় কংগ্রেসের দখলে ফিরল ‘ইন্দিরা ভবন’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আজ থেকে বার বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ‘ইন্দিরা ভবন’ কেড়ে নিয়েছিল তৃণমূল হাতের প্রতিক সরিয়ে রাতারাতি জোড়া ফুলের চিহ্ন উড়ছিল ।সেদিনের কষ্ট দুঃখ বহুদিন ধরে বুকে চেপে ছিলো কংগ্রেস কর্মী রা। ১৪ বছরের পর সেই বুধবার রাতেই পুনরায় নিজেদের দখলে ফিরে পেল কংগ্রেস নেতৃত্ব। মহেশতলার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই কার্যালয়টি, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়টি পুনরুদ্ধার করা হলো এদিন বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ইন্দিরা ভবন’-এর পুনরায় উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় নেতারা কর্মী-সমর্থকদের সংবর্ধনা জানান এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, মহেশতলায় নতুন উদ্যমে দলীয় সংগঠনকে পুনর্গঠন করা হবে এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে দল। স্থানীয় স্তরে সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করে মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন নেতারা। ইন্দিরা ভবনের পুনরুদ্ধারকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। তাদের দাবি, এই কার্যালয় শুধু একটি দলীয় অফিস নয়, বরং এলাকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনসংযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবারও ভূমিকা পালন করবে।

পরিত্যক্ত স্কুল থেকে উদ্ধার ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, আটক ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
উত্তর ২৪ পরগনা

কোটি কোটি টাকা! ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া ফোরম্যান কলোনির হারনেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের। এত টাকা কোথা থেকে এল? উঠছে প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। হঠাৎই চর্চায় এখন সেই স্কুলটি। কারণ, সেখানে রাতভর চলল অভিযান। আর সেই অভিযানেই উদ্ধার কোটি কোটি টাকা। গোটা রাত তল্লাশি চালিয়ে সেই টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে বীজপুর থানার পুলিশ অভিযান চালায় রাতভর। সেই তল্লাশিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। তিনটি মেশিন আনা হয় টাকা গোনার জন্য। এরপর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত গণনার কাজ সম্পন্ন করার পর পুলিশ টাকাসহ এই স্কুলের ক্যাশিয়ার অভীক নাথ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট সায়ন ঘোষকে আটক করে বীজপুর থানার পুলিশ। এত টাকা কীভাবে রাখা হলো সদুত্তর দিতে পারেননি ক্যাশিয়ার। এলাকার বিধায়ক সুদীপ্ত দাস এবং এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় দাবি করেন এই টাকা কাঁচরাপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান কমল অধিকারীর। এই কমল অধিকারী হারনেট স্কুলের প্রেসিডেন্ট। তিনি এই টাকা এখানে রেখেছিলেন বলে দাবি এলাকাবাসীর। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় টাকা গণনার পর সেই টাকা নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘কমল অধিকারীদের লুকোনো টাকা ছিল’। বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, ‘শিক্ষাকে ওরা এইভাবে শেষ করে দিচ্ছে। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। প্রাইভেট এসি লাগানো। এটা কমল অধিকারীর ফূর্তির জায়গা ছিল। পার্থ ভৌমিকও আসতেন এখানে’। বিকাশ চন্দ্র পাল বলেন, ‘এটা স্কুলে ছাত্রদের ভর্তির টাকা আর বই বিক্রি হয়েছিল, টাকাগুলো অ্যাকাউন্টে জমার কথা। সেটা যায়নি, তাই হলো এমনটা’।

তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে নির্মল বাংলার বালতি উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বোলপুর

অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূমের বোলপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে উদ্ধার সরকারি ডাস্টবিন বালতি। যার আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা। ভুবনডাঙা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মাহমুদা খাতুনের বাড়ি থেকে উদ্ধার সরকারি স্বচ্ছ নির্মল বাংলার ডাস্টবিন বালতি। এতদিন কেন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বিলি করা হয়নি প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী জাহাঙ্গীর হোসেন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় বাসিন্দারা তৃণমূলের কাউন্সিলরের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূল সরকারের আমলে স্বচ্ছ নির্মল বাংলা ডাস্টবিন বালতি যেগুলো বাড়ি বাড়ি দেওয়ার কথা, সেই বালতি সাধারণ মানুষের বাড়িতে পৌঁছে না দিয়ে নিজের বাড়িতে মজুদ করেছিলেন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন। এদিন লুকিয়ে গোপনে সেই ডাস্টবিন পাড়ায় বিতরণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। তাঁর বাড়িতে সাধারণ মানুষ হানা দেয়, যেখানে থরে থরে সাজানো ডাস্টবিন বালতি। রীতিমতো ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এলাকায়। স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভুবনডাঙায়।

‘পলাতক’ তৃণমূল উপপ্রধান গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

‘তোলাবাজি, ভাঙচুর ও মারধরের’ অভিযোগে তৃণমূলের উপপ্রধান গ্রেপ্তার। ভোররাতে পুরশুড়া থানার পুলিশ উল্টোডাঙা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত আজিম মল্লিক শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান। জানা গেছে, ২৯/০৫/২৬ তারিখে পুরশুড়া থানায় তোলাবাজি, ভাঙচুর ও মারধরের একটি মামলা দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুরশুড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে উল্টোডাঙা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত বেশ কয়েক দিন ধরে পলাতক ছিল বলে জানা গেছে। ধৃত আজিম মল্লিককে বৃহস্পতিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়।

বর্ষার আগে সাফাই অভিযানে বিজেপি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাঁইহাট

বর্ষাকালকে সামনে রেখে এলাকার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাফাই অভিযান কর্মসূচি পালন করলেন বিজেপি কর্মীরা। দাঁইহাট নগর মণ্ডলের সভাপতি স্বরূপ মণ্ডলের নির্দেশে দাঁইহাটের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধ সংলগ্ন ৬০ ঘর শিবমন্দির এলাকায় রাস্তার দু’পাশে জমে থাকা আগাছা পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বর্ষার আগে নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা এবং পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এই ধরনের কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তাঁরা। এদিন রাস্তার ধারে জন্মানো আগাছা পরিষ্কার করে এলাকাকে আরও পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য করে তোলার বার্তা দেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। এলাকাবাসীদের মতে, জনস্বার্থে এ ধরনের সাফাই অভিযান নিয়মিত হলে এলাকার পরিবেশ আরও উন্নত হবে। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, আগামী দিনেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে একই ধরনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হবে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ অব্যাহত থাকবে।

তৃণমূল কর্মীর টোলঘর গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

বোলপুরের লাইকবাজার মোড়ে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে থাকা একটি টোলঘর বৃহস্পতিবার প্রশাসনের উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয়। এদিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ লাইকবাজার মোড়ে একটি পথদুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, রাস্তার মাঝখানে অবস্থিত ওই টোলঘরটি দীর্ঘদিন ধরেই যান চলাচলে বাধার সৃষ্টি করছিল এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে বোলপুর থানা, বোলপুর পৌরসভা ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌরসভার জেসিবি মেশিন এনে টোলঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। জানা গিয়েছে, টোলঘরটি বোলপুরের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কর্মী শেখ নাসিরের ছিল। প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 10

মেচেদায় দূষণ রোধে প্রশাসনিক সভা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেচেদা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার মেচেদা এলাকার ভয়াবহ দূষণ রোধে শান্তিপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বিডিও আহুত ওই সভায় সেচ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ,পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি সহ মেচেদা এলাকার মাছ আড়ত-বাজার কমিটি,বিভিন্ন ক্লাব-লাইব্রেরী-স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। দূষণ প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বিডিও সুজিৎ কুমার বিশ্বাসের হাতে ন'দফা প্রস্তাব সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। সভা থেকে দূষণ রোধে স্থানীয় জনসাধারণকে বার্তা দিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ২৩ শে জুন এক সচেতনতা পদযাত্রা কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খুব শীঘ্রই মেচেদা বাঁপুর খালের উপরাংশ সংস্কার সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে বিডিও সভায় জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,মেচেদা স্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড দিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ প্রত্যহ যাতায়াত করেন। অথচ মেচেদা এলাকায় কোন 'ভ্যাট' না থাকায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাছ ও পান আড়ত সহ দোকান এবং বাড়ীর সমস্ত রকম আবর্জনা কিছু বাসিন্দারা মেচেদা-বাঁপুর খাল ও জাতীয় সড়ক পার্শ্ববর্তী স্থানে ফেলেন। যার ফলে এলাকায় ব্যাপক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। স্থানীয় জনগনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক কর্তৃপক্ষ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্কীম রূপায়নের কাজ গত কয়েক বছর পূর্ব থেকে শুরু করলেও সেই কাজের গতি খুবই শ্লথ। গত ৩ রা জুন দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে তমলুক মহকুমা ও শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানানো হলে বিডিও ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মেচেদা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা সহ মেছেদা-বাঁপুর খালের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। তারপরই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দিতে আজ ব্লক প্রশাসন এই সভা ডাকেন বলে জানা গেছে।

নিষিদ্ধ কচ্ছপ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মোহনপুর

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর থানার বৈতা বাজারে মোহনপুর থানার পুলিশ হানা দেয়। পুলিশ ওই বাজারে হানা দিয়ে অবৈধভাবে কচ্ছপ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তার কাছ থেকে ২৮ টি কচ্ছপ উদ্ধার করে।

মোহনপুর থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া ২৮ টি কচ্ছপ স্থানীয় বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয়। সেই সঙ্গে অবৈধভাবে কচ্ছপ বিক্রির অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তিনি কোথা থেকে কচ্ছপ নিয়ে এসেছিলেন এবং বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি বাজারে কচ্ছপ বিক্রি করতে এসেছিলেন তা নিয়ে তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার জানানো হয়েছে অবৈধভাবে কেউ কচ্ছপ বিক্রি করবেন না যদি অবৈধভাবে কেউ কচ্ছপ বিক্রি করে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তাই অবৈধভাবে ওই ব্যক্তি কচ্ছপ বিক্রি করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোকন পুর থানার বৈতা বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে কোটি টাকার 'প্রতারণা', গ্রেপ্তার দুই যুবক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বারাসাত

বাড়ি ভাড়া বা দোকান ভাড়া দিয়ে টাকা রোজগারের কথা শুনেছেন সকলে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে রোজগার! একথা কেউ শুনেছেন? যদিও এ ঘটনা সামনে এসেছে দত্তপুকুরে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে কোটি টাকার প্রতারণা! দত্তপুকুরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযোগ, বারকোড স্ক্যান কিংবা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমার বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই চক্র সক্রিয় ছিল। প্রতারণার টাকা মূলত ভিনরাজ্য থেকে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে আসত এবং স্থানীয় কিছু যুবককে টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হতো।

পরে সেই টাকা নগদে তুলে নেওয়া হতো বলে অভিযোগ।জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের মাইকেলনগর এলাকার বাসিন্দা সৌরভ হালদারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি ৪০ হাজার টাকা জমা পড়ে। অভিযোগ, ওই টাকা জমা দিয়েছিলেন এলাকারই বাসিন্দা লোকনাথ পাল। এরপর মুম্বই থেকে ফোন আসে এবং জানানো হয়, সৌরভের অ্যাকাউন্টে যে টাকা এসেছে তা প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকাউন্টটি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় সৌরভের বাবা প্রদীপ হালদারের। তিনি কয়েকদিন ধরে নজরদারি চালান। অভিযোগ, শনিবার সকালে লোকনাথ পালের মোবাইল ফোনে নজর পড়তেই দেখা যায় কয়েক মিনিটের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হচ্ছে। এরপর পরিস্থিতি আরও সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এই চক্রের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমডাঙার আবালসিদ্ধি এলাকার বাসিন্দা কবিরুল মণ্ডল। তার একাধিক ছদ্মনাম রয়েছে বলেও স্থানীয়দের দাবি।দত্তপুকুরের নতুন রাস্তা এলাকা থেকে তাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বারবার ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। এরপরই খবর দেওয়া হয় দত্তপুকুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লোকনাথ পাল ও কবিরুল মণ্ডলকে আটক করে। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে বড়সড় প্রতারণা চক্র পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমানে পুলিশ খতিয়ে দেখছে কীভাবে এই টাকার লেনদেন চলত, কার কার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, প্রতারণার টাকা কোথা থেকে আসত এবং এই চক্রের নেপথ্যে আর কারা রয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

বেলদার ড্রেন সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ২৭ লক্ষ টাকা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো নারায়ণগড় ব্লকের বেলদা এলাকা। সেই বেলদা এলাকায় দীর্ঘদিনের সমস্যা হলো ড্রেন সমস্যা। দীর্ঘদিন ধরে ড্রেন সংস্কার না হওয়ায় একটু বৃষ্টি হলে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যায় এবং সমস্যায় পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাই এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক রামপ্রসাদ গিরি রাজ্য প্রশাসনকে বারবার বিষয়টি জানায়। অবশেষে রাজ্য সরকার বেলদার ড্রেন সংস্কারের জন্য ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানালেন নারানগড়ের বিধায়ক রামপ্রসাদ গিরি। তিনি বলেন খুব শীঘ্রই বেলদাই ড্রেন সংস্কারের কাজ শুরু হবে এবং এর ফলে এলাকার মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন এলাকার উন্নয়নই আমার একমাত্র লক্ষ্য তাই এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমি এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে চাই।। তাই বেলদার ব্রেন সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করায় এলাকার বাসিন্দারা বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।।

বেলপাহাড়িতে পাঁচ সিভিক ভলান্টিয়ারকে বিশেষ সম্মান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেলপাহাড়ি

রাস্তায় সিগন্যাল ভাঙলে কিংবা উৎসবের ভিড়ে যাঁদের বাঁশির কড়া আওয়াজ আর দৌড়ঝাঁপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেই উর্দিধারীদের কাজটা যে মোটেও সহজ নয়, তা পদে পদে মালুম হয়। রোদ, জল, ঝড় এড়িয়ে যখন আমজনতা ছায়ার খোঁজ করে, তখন তাঁরাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তার মোড়ে। এবার সেই নিঃশব্দ সেবকদের কাজেরই এক বিরল ও যোগ্য স্বীকৃতি দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। দায়িত্ব পালনে চরম নিষ্ঠা, সততা এবং প্রশংসনীয় কর্মদক্ষতার জন্য বেলপাহাড়ি থানার পাঁচ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করলেন খোদ ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা। কেবলমাত্র শংসাপত্র ধরিয়ে দিয়ে দায় সারা নয়, একেবারে চাঁদের হাট বসিয়েই এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পুলিশ সুপার তো বটেই, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও এবং খোদ বেলপাহাড়ি থানার আইসি সাহেবও। একেবারে নিচুতলার কর্মীদের পিঠ চাপড়ে দিতে জেলার শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের এই সদলবলে উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল গোটা আয়োজনে। যাঁরা রোজকার ট্রাফিক সামলানো থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশের অন্যতম বড় ভরসা, সেই সিভিকদের এমন সম্মান প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে গোটা বাহিনীর মনোবল কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মানব সিংলা সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রশংসায় কার্যত পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। তাঁর সাফ কথা, জনসেবার মতো এক মহৎ ও কঠিন কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠাই পুলিশ প্রশাসনের বিরাট কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করে তোলে। ভালো কাজের এমন স্বীকৃতি যে অন্যান্য কর্মীদেরও আগামী দিনে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও মানবিক হতে উৎসাহিত করবে, সে কথাও জোর গলায় মনে করিয়ে দেন এসপি সাহেব। সব মিলিয়ে, রোজকার রুটিন ডিউটির মাঝে কর্তব্যের এই শিরোপা যেন বেলপাহাড়ির সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাছে এক ঝলক টাটকা বাতাস!

আড়ংঘাটা যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি

সকালের শিরোনাম

কমল দত্ত

আড়ংঘাটা

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম পঞ্চায়েত দখল নিল ভারতীয় জনতা পার্টি। নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভার, রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের যুগলকিশোর গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হতেই এবার প্রাক্তন প্রধান গৌতম বিশ্বাসের স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পর বৃহস্পতিবার নতুন প্রধান হিসেবে আল্পনা বিশ্বাস মজুমদার এবং উপপ্রধান হিসেবে পুষ্পেন্দু বিশ্বাস নির্বাচিত হন। তৃণমূল সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বিডিও-র উপস্থিতিতে বিজেপির পক্ষ থেকে বোর্ড গঠন করা হয়। নতুন বোর্ডকে স্বাগত জানিয়ে পঞ্চায়েত চত্বরে উৎসবে মাতোয়ারা হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অসীম বিশ্বাস-সহ দলের একাধিক নেতা। নতুন বোর্ড গঠনের পর এলাকার উন্নয়ন নিয়ে

আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দারা। এই রকমভাবে আগামী দিনে আরো পঞ্চায়েত বিজেপির ক্ষমতায় আসবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বিধায়ক অসীম বিশ্বাস।

হাওড়া জেলা হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করার পরিকল্পনা

সকালের শিরোনাম

অভিজিৎ হাজরা

হাওড়া

বহুদিন ধরেই অভিযোগ উঠেছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চুরি, ছিনতাই, নেশার ঠেক সহ নানান অসামাজিক কার্যকলাপের। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, হাসপাতালের যত্রতত্র বে-আইনি পার্কিং, বিভিন্ন বে-নিয়মের। হাসপাতালে আসা রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজনরা বছরের পর বছর হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে অভিযোগ করে আসছেন। অভিযোগ থাকলেও এবং তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো সুরাহা হয়নি। সুরাহা না হওয়া প্রসঙ্গে হাসপাতালে আসা রোগী, রোগীর আত্মীয় স্বজনদের এবং স্থানীয়দের অভিযোগ- হাসপাতালে চুরি, ছিনতাই, নেশার ঠেক সহ নানান অসামাজিক কার্যকলাপ করে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাই সমস্যার সুরাহা হয়নি। ১৫ বছর পর

রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন বিজেপি। সরকার গঠিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই হাওড়া জেলা হাসপাতালে চুরি, ছিনতাই, নেশার ঠেক সহ নানান অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্যোগ নিল ক্ষমতায় আসীন বিজেপি সরকার। হাওড়া জেলা হাসপাতালে বসবে স্থায়ী কিয়স্ক। ২৪ ঘন্টাই থাকবেন পুলিশকর্মীরা। আগামী দিনে হাওড়া জেলা হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের, জানিয়েছেন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। তিনি হাওড়া জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়ে জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। হাওড়া জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে তিনি বলেন, 'হাসপাতালের বিভিন্ন আপরাধ, অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে বসানো হবে স্থায়ী কিয়স্ক। ২৪ ঘন্টাই থাকবেন পুলিশকর্মীরা'। রুদ্রনীল এও বলেন, 'আগামী দিনে হাওড়া জেলা হাসপাতালকে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের নতুন সরকারের। এই পরিকল্পনার ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানানো হয়েছে'। হাওড়া জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিজেপির বিধায়ক উমেশ রাই, বালির বিজেপির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, হাওড়া জেলা সমাহর্তা পি দীপাপ প্রীয়া সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

তৃণমূল নেতাদের শুধু পালানোর অপেক্ষা, কল্যাণের সরে দাঁড়ানোয় কটাক্ষ শান্তনু'র

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

স্বরূপনগর

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এই ইস্যুকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার বসিরহাটের স্বরূপনগর বিধানসভার মালঙ্গপাড়া মাঠে বিজেপি নেতা তারক সাহার উদ্যোগে আয়োজিত বিজেপির বিজয় উৎসব কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দলের বহু নেতা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'তৃণমূল নেতৃত্বদের এখন শুধু পালানোর অপেক্ষা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে একের পর এক তৃণমূল

নেতা নানা অভিযোগে জড়িয়ে পড়ছেন এবং দল ছেড়ে বা অবস্থান বদল করছেন, তাতে আগামী দিনে আরও অনেকেই পালাবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘটনাকে তিনি সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অংশ বলেই ব্যাখ্যা করেন।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, বসিরহাট থেকে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক ৩১২-এর কাজ দ্রুত শুরু হতে চলেছে।এই সড়ক স্বরূপনগরের উপর দিয়ে যাবে এবং উত্তর ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনবে বলে দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, প্রকল্প সংক্রান্ত একাধিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং সময়মতো বিস্তারিত তথ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে। স্বরূপনগর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের বিষয়েও আশাবাদী বার্তা দেন তিনি।

শান্তনু ঠাকুর জানান, এই প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, রেল সম্প্রসারণের কাজ হবেই এবং খুব শীঘ্রই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যাবে।

ডিমে ডিমে ভিজল প্রধান ! 'ডিম থেরাপি'তে কালনা জুড়ে চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কালনা

উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লকের সাতগেছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পঞ্চায়েত প্রধান হরে কৃষ্ণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর গায়ে একের পর এক ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিজেপি বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে একটি বৈঠকে যোগ দিতে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসেছিলেন প্রধান। বৈঠক শেষে তিনি পঞ্চায়েত ভবন থেকে বের হতেই বাইরে অপেক্ষারত একদল উত্তেজিত মানুষ তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় ডিম ছোড়াছুড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একের পর এক ডিমের আঘাতে প্রধান ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। ডিমে ভিজে যায় তাঁর পরনের পোশাকও। ঘটনাস্থলে তখন 'চোর-চোর' স্লোগানও দিতে শোনা যায় বিক্ষোভকারীদের। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার ও উপস্থিত পুলিশকর্মীরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে প্রধানকে নিরাপদে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কালনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এই বিক্ষোভ ও ডিম নিক্ষেপ, তা নিয়ে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শহীদ দিনেশ চন্দ্র মজুমদারের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বসিরহাটে শহীদ দিনেশ চন্দ্র মজুমদারের আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। উপস্থিত বাম নেতা মহম্মদ সেলিম ও পলাশ দাশ। স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিচারণে ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মসূচি। বিপ্লবী আদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরলেন বাম নেতৃত্বরা। স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ দিনেশ চন্দ্র মজুমদারের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে বসিরহাটে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই বসিরহাট দক্ষিণ ১ লোকাল কমিটি। এদিন শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এবং বর্তমানে সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের অন্যতম মুখ কমরেড মহম্মদ সেলিম ও কমরেড পলাশ দাশ। অনুষ্ঠানে শহীদ দিনেশ চন্দ্র মজুমদারের সংগ্রামী জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা এবং দেশের জন্য তার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করা হয়। বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদান নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। তাদের আদর্শ ও লড়াইয়ের ইতিহাসকে মনে রেখে সমাজের মানুষের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।উল্লেখ্য, বসিরহাটের সন্তান দিনেশ চন্দ্র মজুমদার ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সাহসী বিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তার আত্মত্যাগ আজও এলাকার মানুষের কাছে গর্ব ও শ্রদ্ধার বিষয় হিসেবে স্মরণীয়। ডিওয়াইএফআইয়ের এই কর্মসূচিতে সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক ও এলাকার মানুষ অংশ নেন। শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও শহীদদের অবদান তুলে ধরার বার্তাও দেওয়া হয়।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 11

মধুচন্দ্রিমায় ভুল বোঝাবুঝি ! ক্ষোভে ডিভোর্স চাইলেন নববধূ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

‘মধুচন্দ্রিমা’ মানেই মানুষের জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। কিন্তু সেই দিন যদি শ্বশুর-শাশুড়িদের ভিড় বেশি হয় তাহলে বধূ তো বিরক্ত হবেই। ফর গডস সেক হোল্ড ইওর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ’। জন ডানের বিখ্যাত ‘দ্য ক্যানোনাইজেশন’ কবিতার এই পঙক্তি নিবিড় প্রেমের যে মগ্নতার কথা বলে, মধুচন্দ্রিমায় গেলে সেটাই যে কোনও যুগলেরই প্রার্থিত কামনা। আর সেই নিবিড়তার ইচ্ছেই যেন জোর ধাক্কা খেল উত্তরপ্রদেশের এক নববধূর জীবনে। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে ভিড় জমালেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন! এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ তিনি। বিষয়টা গড়িয়ে গিয়েছে ডিভোর্সের দিকে! উত্তরপ্রদেশেই ঘটেছে এমন এক ঘটনা। জানা যাচ্ছে, বিয়ের পরপরই অন্য যুগলদের মতোই উত্তরপ্রদেশের ওই নবদম্পতিও মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই নববধূ আবিষ্কার করেন, তাঁদের সফরসঙ্গী শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেওররাও! এরপরই তিনি সটান নালিশ জানিয়েছেন এক বিবাহ কাউন্সেলিং কেন্দ্রে। ওই তরুণীর স্পষ্ট দাবি, মধুচন্দ্রিমা স্বামী ও স্ত্রীর নিভৃতে কাটানোর জন্যই। যার মাধ্যমে তৈরি হয় বোঝাপড়া।

দৃঢ় হয় সম্পর্কের ভিত! পরিবারের সদস্যরা যদি সেই সময় সেখানে থাকেন, তাহলে সেই নিবিড়তা তৈরিই হয় না। এবং এর ফলে তিনি সময়ই পাননি স্বামীর কাছাকাছি থাকার। আর এই অসন্তোষের কারণেই শেষমেশ তৈরি হয় বাদানুবাদ। যদিও ওই মহিলার স্বামীর দাবি, তিনি এই বিষয়টায় অন্যায় কিছুই দেখছেন না। তিনি বরাবরই বলে আসছেন যে, পরিবারের সবাইকে খুশি করার লক্ষ্যেই তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সফরে নিজের বাবা-মা ও ভাইবোনদের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে তিনি কোনও অসঙ্গতি দেখছেন না। এবং এ বিষয়ে কোনও ভুল করেছেন বলেও মনে করেন না।

রথের আগে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও কিছু অজানা তথ্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতবর্ষ উৎসবপ্রধান দেশ। বছরভর নানা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন ভারতবাসী।

সেরকমই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হলো রথযাত্রা। যার আর হাতে গোনা দিন বাকি। কিন্তু তার আগে হয় জগন্নাথদেবের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, স্নানযাত্রা। জেনে নিন এই বিশেষ উৎসবের খুঁটিনাটি। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার বিশেষ তিথিতে ধুমধাম করে উৎসব পালিত হয় পুরী, মাহেশ, ইস্কনের মন্দিরে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মন্দিরে ও বনেদি বাড়িতে রথ উৎসব পালন হয়, সেখানেও ঘটা করে পালন করা হয় এই উৎসব। এই উৎসব ঘিরে পুরাণেও রয়েছে নানা কাহিনি। মনে করা হয়, এদিনই জগন্নাথদেবের জন্মদিন। তাই দেশজুড়ে মহাসমারোহে পালিত হয় এই উৎসব। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এদিন জগন্নাথদেবকে স্নান করানোর পর তাঁর জ্বর আসে।

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার দিনক্ষণ

১)এই বছর জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা পড়েছে ২৯ জুন অর্থাৎ ১৪ আষাঢ়, সোমবার। ২) ২৮ জুন রাত ২৪৬ মিনিট থেকে ২৯ জুন শেষরাত্রি ৪৪৬ পর্যন্ত থাকবে পূর্ণিমা তিথি। ৩) রথযাত্রা - ১৬ জুলাই (৩১ আষাঢ়), বৃহস্পতিবার। ১৫ জুন বেলা ১৪৬ থেকে ১৬ জুন সকাল ১১৪৪ পর্যন্ত থাকবে দ্বিতীয়া তিথি। ৪) উল্টো রথযাত্রা (পুনর্যাত্রা) - ২৪ জুন (৭ শ্রাবণ), শুক্রবার। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই বিশেষ তিথিতে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললে সারাবছর ভাগ্য ভালো থাকে। ১) স্নানযাত্রার বিশেষ তিথিতে সকাল সকাল নতুন বস্ত্র পরে গঙ্গায় স্নান সারতে হবে। ২) এরপর মন্দিরে বা বাড়িতে থাকা জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার পুজো করতে হয়। ৩) তবে পুজোর আগে তাঁদের অবশ্যই স্নান করাতে হয়। ৪) গঙ্গাজল ও কাঁচা দুধের সঙ্গে আতর, চন্দন ও কর্পূর মিশিয়ে তা দিয়ে নিষ্ঠাভরে স্নান করাতে হবে। ৫) স্নানের পরে ১০৮টি তুলসী পাতা জগন্নাথদেবের চরণে দিন।

‘আপনার স্বামী পারবেনই না’, রাঘবকে নিয়ে অকপট পরিণীতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মাতৃত্বের ‘যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন’ শরীরে নিয়েই এক গাল হাসছেন পরিণীতি চোপড়া। মা হওয়ার পর শারীরিক ও মানসিক যে পরিবর্তন আসে, তা নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন বলিউড অভিনেত্রী। এক আলোচনাসভায় নারীদের উদ্বুদ্ধ করে তিনি সাফ জানান, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর শরীরের দাগগুলো আসলে গর্বের প্রতীক। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মায়েদের উদ্দেশ্যে পরিণীতির মন্তব্য, ‘শরীরের দাগ বরং মনে করিয়ে দেয়, আপনি এমন একটা কাজ করেছেন, যা আপনার স্বামী করতে পারেননি। আপনি এই অসাধারণ কাজটি করেছেন এবং যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন আপনার শরীরে রয়েছে। এর জন্য তো খুশি হওয়া উচিত।’ মাতৃত্বকালীন দাগ নিয়ে সমাজে যে ছুঁতমার্গ রয়েছে, তা ভাঙতেই অভিনেত্রীর এই বার্তা। অন্যদের যত্ন নিতে গিয়ে মায়েরা যে নিজেদের ভুলে যান, সেই প্রসঙ্গও টানেন তিনি। একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আশপাশের মানুষের খেয়াল রাখতে রাখতেই মায়েদের সময় চলে যায়। নিজেদের জন্য সময় বার করতে ভুলেই যায় ওরা।’ জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে পরিণীতির নিজস্ব জীবনযাত্রাতেও অনেক বদল এসেছে। একই সঙ্গে তাঁর স্বামী, রাজনীতিবিদ রাঘব চড্ঢার জীবনেও এসেছে বিরাট রাজনৈতিক উত্থান-পতন। আম আদমি পার্টি (আপ) ছেড়ে রাঘব আরও ছয় সাংসদকে নিয়ে যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। এই দলবদলের পর থেকেই সমাজমাধ্যমে তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়েছেন তিনি। এমনকি দল ছাড়ার পর একটি লাইভ সেশন করার জেরে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় এবং রাতারাতি প্রায় ২০ লক্ষ অনুগামী কমে যায় রাঘবের। লন্ডনের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জলখাবারের টেবিলে আধ ঘণ্টার আলাপ থেকে রাঘব-পরিণীতির প্রেমের শুরু। এক বছর গোপনে ডেটিং করার পর ২০২৩ সালের মে মাসে দিল্লির কপূরথলা হাউসে তাঁদের বাগ্‌দান হয়। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বরে উদয়পুরের লেক পিচোলার তীরে চার হাত এক হয়েছিল এই জুটির। বিয়ের পর ২০২৫ সালের অক্টোবরে তাঁদের কোল আলো করে আসে পুত্রসন্তান নীর। মা হওয়ার এই সুন্দর অনুভূতি ও শরীরের দাগকে নেতিবাচকভাবে না দেখে উদযাপনের বার্তা দিয়ে এখন নতুন চর্চায় পরিণীতি চোপড়া। ছবি সংগৃহীত।

হাওড়া জেলা পরিষদে দুর্নীতির অভিযোগ নস্যাৎ অজয় ভট্টাচার্যের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি দিয়ে আবেদনের পরই হাওড়া জেলা পরিষদে দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি নস্যাৎ করলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য। প্রয়োজনে এনিয়ে স্পেশাল অডিট এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, চান তিনি। এর আগে স্বৈরাচারী মনোভাব, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি দিয়ে বুধবার আবেদন জানিয়েছেন ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন সদস্য। এর নেতৃত্ব দেওয়া জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষের অভিযোগ ছিল, হাওড়া জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হতো ‘উলুবেড়িয়ার সরকারে’র (পুলক রায়ের) দ্বারা। এবার বৃহস্পতিবার দুপুরে এর পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য। এদিন অজয় ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, জেলা পরিষদে কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে এতদিন কেন সেই অভিযোগ তোলা হয়নি? এখন দলের দুঃসময়ে হঠাৎ ‘ভালো তৃণমূল’ হয়ে এমন অভিযোগ তোলা ঠিক নয়। আমরা বলব দুর্নীতি যদি হয়েই থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী স্পেশাল অডিট এবং নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন। অজয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আমার অতি পরিচিত। আমি একসময় তাঁর সাথে কাজ করেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুন। আমার বিশ্বাস বেশিরভাগ সদস্যই এই অভিযোগের পক্ষে নন। কারণ সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না। সবাই যদি চায় তাহলে আমরা সরে যাব। কিন্তু তাদের যে অভিযোগ সেটা আমরা কোনওভাবেই মানছি না। অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই। যদি সারবত্তা থাকতো তাহলে অভিযোগ আগেই করত। আজকে সরকার বদল হয়ে বিজেপি সরকার এসেছে। আগামী দিনে পুরসভা, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ তারা কিভাবে কাজ করবে তাদের করতে দেওয়া উচিত। তারা যদি বোর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন করে হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসাক না হয় নির্বাচন করুক। তৃণমূল কংগ্রেসের একটা নিজস্ব দর্শন ছিল। বিজেপির সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্য হতে পারে। আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব তাদের মতো করে জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো যেভাবে চালাতে চায় চালাক। এতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দুজনও যদি অনাস্থা চায় তাহলে আমরা সরে যাব। নতুন যারা বোর্ড গঠন করবে তাদের স্বাগত। যে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে সেটা অনৈতিকভাবে এনেছে। আমি ৯৮ সাল থেকে জেলা পরিষদে আছি। কেউ কোনওদিন আমাকে আঙুল তুলে দেখাতে পারেনি। জেলা পরিষদ চলাকালীন আমি জেলা প্রশাসনের পরামর্শ ছাড়া পঞ্চায়েত এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনও কাজ করতে দিইনি। যদি দেখা যায় বেশিরভাগ সদস্য আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাহলে ভোটাভুটির কোনও প্রয়োজন নেই। আমি ওদের দোষ দেব না। দলের যারা সাংসদ, বিধায়ক এদের মধ্যে অনেকেই সিনিয়র মোস্ট, অনেকে মন্ত্রীও ছিলেন। সরকারে থাকাকালীন সমস্ত সুবিধা তারা ভোগ করেছেন। তাঁরা যদি হঠাৎ ভালো তৃণমূলী হওয়ার জন্য লাইন দিতে শুরু করেন তাহলে জেলা পরিষদের জুনিয়র ছেলেমেয়েরা সেই পথে গেলে দোষ দেখতে পাচ্ছি না। এটা একটা জেনারেল ট্রেন্ড হয়েছে।

বলিউডকে পুরোপুরি বিদায় জানালেন ক্যাটরিনা কাইফ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্যাটরিনা কাইফ কি তবে সত্যিই রুপোলি পর্দা থেকে পাকাপাকিভাবে দূরে সরে গেলেন? গত কয়েক বছর ধরে বিটাউনের আনাচে-কানাচে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। একসময়ে যিনি বলিউডের তাবড় মেগাস্টারদের সঙ্গে ব্যাক-টু-ব্যাক ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দিয়েছেন, তিনি এখন গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে শতহস্ত দূরে। একুশ সালে ভিকি কৌশলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর থেকে পর্দায় তাঁর উপস্থিতি নামমাত্র। ২০২৪ সালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ‘মেরি ক্রিসমাস’ ছবির পর আর কোনও নতুন প্রজেক্টে তাঁকে দেখা যায়নি। এমনকী কোনও হাইপ্রোফাইল ফিল্মি পার্টি বা অনুষ্ঠানেও আজকাল দেখা মিলছে না ক্যাটের। স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগীদের মনে চাতক পাখির মতো অপেক্ষা আর আশঙ্কা, তবে কি সংসার আর সন্তানকে নিয়েই কেটে যাবে তাঁর বাকি জীবন?আসল ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্যরকম। গত বছরের নভেম্বর মাসে ভিকি ও ক্যাটরিনার প্রথম সন্তান বিহান। ‘বেবি কৌশল’-এর বয়স এখন মোটে সাত মাস। মা হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অভিনেত্রীর জীবনের অগ্রাধিকার বদলে গিয়েছে। জুহুর বিলাসবহুল সমুদ্রমুখী ফ্ল্যাটে এখন স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে সুখের ঘরকন্নাতেই মেতে রয়েছেন তিনি। মাতৃত্বের এই নতুন ইনিংস যে তিনি চুটিয়ে উপভোগ করছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিনকয়েক আগেই মুম্বই বিমানবন্দরে পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হয়ে ছেলে বিহানের ছবি না তোলার অনুরোধ করেছিলেন এই তারকা দম্পতি। এরপর চুপিচুপি বিদেশ থেকেও ছুটি কাটিয়ে ঘুরে এসেছেন তাঁরা।তবে ক্যাটরিনা-ভক্তদের জন্য সুখবর। বলিপাড়ার অন্দরমহলের খবর, লাইমলাইট থেকে দূরে থাকলেও মায়ানগরীকে একেবারে বিদায় জানাননি নায়িকা। বরং মাতৃত্বকালীন বিরতি কাটিয়ে খুব শীঘ্রই পর্দায় প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তিনি। ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি নতুন চিত্রনাট্য পড়তে শুরু করেছেন ক্যাটরিনা। তবে কামব্যাকের জন্য বেশ কিছু কড়া শর্ত রেখেছেন তিনি। তাড়াহুড়ো করে যেমন-তেমন প্রজেক্টে সই করতে তিনি একেবারেই নারাজ। যে সমস্ত চিত্রনাট্য তাঁর কাছে আসছে, সেগুলিকে রীতিমতো আতশকাচের নিচে রেখে পরখ করছেন বিটাউনের এই গ্ল্যামার কুইন।

নিজের ছন্দে ফিরুক গ্রন্থাগারগুলি

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বইয়ের সংগ্রহশালা নয়, এটি একটি সমাজের জ্ঞান, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মননশীলতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। একটি উন্নত ও শিক্ষিত সমাজ গঠনের পিছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে গ্রন্থাগার মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশ, জ্ঞান অর্জন এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে আজ বহু গ্রন্থাগার আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য হারাতে বসেছে। তাই বর্তমান সময়ে আবারও গ্রন্থাগারগুলিকে নিজেদের ছন্দে ফিরিয়ে আনার দাবি জোরালো হচ্ছে, আর সেটা হওয়াই বাহুল্য । এক সময় ছিল, যখন স্কুল-কলেজের পড়াশোনা থেকে শুরু করে চাকরির প্রস্তুতি, সাহিত্যচর্চা কিংবা অবসর সময় কাটানোর অন্যতম ঠিকানা ছিল গ্রন্থাগার। প্রতিদিন অসংখ্য পাঠক লাইব্রেরিতে এসে বই পড়তেন, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা পড়ে দেশ-বিদেশের খবর জানতেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সাহিত্য সভা, আলোচনা চক্র, কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। ফলে গ্রন্থাগার শুধু শিক্ষার কেন্দ্র নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের ফলে মানুষের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-বুক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সহজলভ্যতার কারণে অনেকেই বই পড়ার পরিবর্তে অনলাইন মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এর ফলে অনেক গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। নতুন প্রজন্মের একটি বড় অংশ নিয়মিত লাইব্রেরিমুখী না হওয়ায় গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রমও অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে প্রযুক্তির উন্নতি সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। কারণ ইন্টারনেট তথ্যের ভাণ্ডার হলেও গ্রন্থাগার হল নির্ভরযোগ্য ও সুসংগঠিত জ্ঞানের আধার। বই মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে গভীর করে, বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মননশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে। একটি গ্রন্থাগার শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি করতে পারে, তরুণদের গবেষণা ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করতে পারে এবং প্রবীণদের জন্য জ্ঞানচর্চার একটি সুস্থ পরিবেশ প্রদান করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থাগারগুলিকেও আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। ডিজিটাল ক্যাটালগ, ই-লাইব্রেরি পরিষেবা, বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা, আধুনিক পাঠাগার কক্ষ এবং অনলাইন তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের জন্য বইমেলা, গল্প বলা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাহিত্য উৎসব, বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে লাইব্রেরির প্রতি আগ্রহ বাড়বে। গ্রামীণ এলাকায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ছাত্রছাত্রী আর্থিক কারণে পর্যাপ্ত বই কিনতে পারেন না। তাঁদের কাছে গ্রন্থাগারই হয়ে ওঠে শিক্ষার অন্যতম সহায়ক মাধ্যম। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি, সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করে তোলার জন্য সরকারি সহায়তার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মতে, বই পড়ার অভ্যাস পুনরুজ্জীবিত করতে পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। অভিভাবকদেরও মোবাইল ও টেলিভিশনের বাইরে বইয়ের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করতে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতার পথে আরও এগিয়ে যেতে পারবে। আজকের দিনে যখন তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে, তখন সঠিক তথ্য নির্বাচন ও গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থাগারের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। একটি শক্তিশালী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধু শিক্ষার উন্নয়নই ঘটায় না, একটি সচেতন, যুক্তিবাদী এবং সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সময়ের দাবি, গ্রন্থাগারগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে এবং পাঠকবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলে আবারও জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করা হোক। বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অটুট থাকুক, পাঠাভ্যাস ফিরে আসুক নতুন প্রজন্মের মধ্যে, আর জ্ঞান ও সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হোক সমাজ; এই প্রত্যাশা নিয়েই সকলের একটাই আহ্বান নতুন সরকারের কাছে , নিজের ছন্দে ফিরুক গ্রন্থাগারগুলি।

অবৈধ পাথর খাদানে পুলিশি অভিযানে ধৃত ১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

আসানসোলের বারাবনি থানার পুলিশ বুধবার রাতে আমনালা মৌজা ও আমদিয়া এলাকা থেকে অবৈধ পাথর খাদানে হানা দেয়।

সেই অভিযানে এক খাদান মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত মালিকের নাম উত্তম ঘোষ।

এদিনের অভিযানে পুলিশ পাথর খাদানের থেকে উদ্ধার করে দুটো ট্রাক্টর, দুটো ডাম্পার ও একটি পপলিং মেশিন। আর ১০ টনের মতো অবৈধ পাথর পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ধৃত পাথর খাদান মালিককে আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে ১৪ দিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিলো।

সেই আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, এই কারবারের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তা চেষ্টা করা হবে, ধৃতকে জেরা করে।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে জলছত্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের তীব্র দাহদাহে পথচলতি সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে এল রনজিৎ সেন এর নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম বিজেপি যুব মোর্চা। ঝাড়গ্রাম নগর যুব মোর্চার উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম বিডিও অফিসের সামনে একটি শীতল জলছত্র কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তীব্র রোদ উপেক্ষা করে রাস্তায় বের হওয়া পথচারী, সাইকেল আরোহী থেকে শুরু করে গাড়ি চালকদের হাতে ঠান্ডা পানীয় জল ও ওআরএস তুলে দেন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

উক্ত জলছত্র কর্মসূচিতে প্রধান সারথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি রণজিৎ সেন। তাঁরই নেতৃত্বে যুব মোর্চার কর্মীরা অত্যন্ত সক্রিয়তার সাথে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করেন। এছাড়াও বিডিও অফিস এবং ঝাড়গ্রাম থানার মতো জনবহুল এলাকার সামনে এই আয়োজন হওয়ায় বহু মানুষ এই পরিষেবার সুবিধা পান। কর্মসূচি চলাকালীন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি রণজিৎ সেন বলেন ‘এই তীব্র গরম ও দাবদাহ উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনে ও রুটি-রুজির টানে ঘর থেকে বেরিয়েছেন। বিডিও অফিস এবং থানার সামনে দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এই প্রচন্ড গরমে তাঁদের জলতেষ্টা মেটানোর জন্যই আমাদের এই ছোট প্রয়াস। মানুষ যাতে এই গরমে অসুস্থ হয়ে না পড়েন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। যুব মোর্চা সবসময় সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে রাস্তায় ছিল, আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে।

মানুষের সেবায় আমাদের এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি লাগাতার চলতে থাকবে।’ ঝাড়গ্রাম নগর যুব মোর্চার এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ ও পথচলতি নিত্যযাত্রীরা। তীব্র গরমের মাঝে এক ফোঁটা ঠান্ডা জল পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন অনেকেই। যুব মোর্চার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গরমের তীব্রতা যত দিন থাকবে, দফায় দফায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরণের জলসত্র ও সমাজসেবামূলক কাজ জারি রাখা হবে।

‘আমার শহরের উন্নয়ন সবচেয়ে আগে হবে’ ঃ প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

‘আমার শহরের উন্নয়ন সবচেয়ে আগে হবে’ । হাওড়া নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনার ঘোষণা পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর। রবীন্দ্র সেতু থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত হুগলি নদীর তীরবর্তী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করলেন রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। বৃহস্পতিবার তিনি গ্র্যান্ড ফোরশোর রোড সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, এটা পোর্ট ট্রাস্টের জায়গা। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার পাড়গুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে গঙ্গার তীরে মা দুর্গার ৬০ মিটারের একটি ধাতব মূর্তি বসিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। তার দুই পাশে দুটি ধুনুচি তৈরি হচ্ছে। এটি তৈরি হলে পুরো এলাকার চেহারাই পাল্টে যাবে। দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে। স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাওড়া গড়ে তোলার জন্য নতুন এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। সার্ভে হয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিনিয়াররা এসে গিয়েছেন। ধাপে ধাপে এই সমস্ত কাজ হবে। পোর্ট ট্রাস্টের বহু জমি এরকম ফাঁকা পড়ে আছে। কোথাও বেদখল হয়ে রয়েছে। সেইসব জায়গায় টেন্ডার হয়েছে। ‘লন্ডন আই’-এর অনুকরণে এখানে ‘কলকাতা আই’ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পোর্ট ট্রাস্ট আমাদের জমি দিয়েছে। তারও টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে কী কী কাজ করতে হবে। শুনেছি এখানে বড় একটি হাসপাতাল আসতে চলেছে। আগামী দিনে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট, বাঁধাঘাট সহ অন্যান্য ঘাটগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হবে। রেলের অনেকগুলি প্রজেক্ট রয়েছে। হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন পার্ক থেকে শুরু করে হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিউটিফিকেশন প্রজেক্টের কাজ হবে। হাওড়া ব্রিজের পাশে পোর্ট ট্রাস্টের জমিতে আধুনিক মল তৈরি হবে। গত ১৫ বছরে বিগত তৃণমূল সরকার হাওড়া শহরকে কুলি টাউনে পরিণত করেছিল। আমাদের সরকার হাওড়া শহরের আধুনিকীকরণ করবে। উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের সরকারের কার্যকাল সবে একমাস হতে চলেছে। একটু ধৈর্য ধরুন। দ্রুত গতিতে কাজ হবে। আমি হাওড়া শহরের মানুষ। গত ৩০ বছর এখানেই রাজনীতি করেছি। ফলে মন্ত্রকের যে দায়িত্ব সরকার আমাকে দিয়েছে আমার শহরের উন্নয়ন সবার আগে হবে। এটা আমার কাছে প্রায়োরিটি থাকবে। আগামী দিনে হাওড়াকে নতুন চেহারায় দেখতে পাবেন বলতে পারি। এই প্রকল্প হাওড়ার উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং নগর রূপান্তরের যাত্রায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু লাভপুরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাভপুর

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো লাভপুর ব্লকের ইন্দাসের চন্দন বাউরির (১৭)। ১১ জুন দুপুরে বাড়ির পাশে একটি পুকুরের পাড়ে থাকার সময় ঘটে বজ্রপাত যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ৯ জুন বিকালের ঝড়বৃষ্টিতে বাজ পড়ে মৃত্যু হলো দুইজনের। বৃষ্টি শুরু হলে সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের মোড়াপাড়ার একটি বাড়িতে জল ঢুকতে থাকলে বৃষ্টির জল আটকানোর জন্য বাবা দুই ছেলেকে নিয়ে ত্রিপল লাগাতে যায়। ত্রিপল লাগিয়ে বাবা এক ছেলে নেমে গেলেও বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অপর ছেলের। মৃতের নাম অমিত বাদ্যকর (২১)। পরিবারটি অত্যন্ত গরিব হলেও আবাস যোজনার বাড়ি না পাওয়ায় বৃষ্টির সময় ত্রিপল টাঙিয়ে থাকতো। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিকালে ঝড়বৃষ্টির সময় বাড়ির পোষ্যদের নিয়ে ফেরার সময় বাড়ির সামনেই কীর্ণাহার থানার জামনা গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর। মৃতের নাম পূজা মেটে (২৮)। দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মীর দেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ার বালি পৌরসভা সংলগ্ন একটি বহুতল আবাসন থেকে এক প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রণব মুখার্জি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার প্রতিবেশীরা বারবার ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া মেলেনি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রাতের দিকে বালি থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। সেখানে ঘরের ভিতরে মেঝেতে প্রণববাবুর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রণব মুখার্জি একজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ককর্মী ছিলেন এবং তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করতেন। কয়েক বছর আগে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে তিনি একাই থাকতেন বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে বালি থানার পুলিশ।

খড়গপুর-মোড়গ্রাম করিডোরে জমি জট কাটিয়ে বড় অগ্রগতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

খড়গপুর-মোড়গ্রাম ১৬৮ নম্বর জাতীয় সড়ক (অর্থনৈতিক করিডোর) সম্প্রসারণের কাজে বড়সড় অগ্রগতি ঘটল।

মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম, মণিগ্রাম ও মোড়গ্রাম হয়ে এই জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য আরও ৮৯.৮১৬৪ একর জমি (যার দৈর্ঘ্য ৬.০১ কিলোমিটার) জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হলো। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক আর অর্জুন জানান, সড়ক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় এই জমিটি বর্ধমান জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রজেক্ট ডিরেক্টর সত্যম পালের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগেও এই প্রকল্পের জন্য ২৫১.২২ একর জমি (প্রায় ১৬ কিলোমিটার) হস্তান্তর করা হয়েছিল।

বর্ধমান জাতীয় সড়কের প্রজেক্ট ডিরেক্টর সত্যম পাল এই বিষয়ে জানান, ১৬৮ নম্বর জাতীয় সড়কটি খড়গপুর থেকে মোড়গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এটি মূলত একটি ‘রেড করিডোর’ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই মহাসড়কটি রাজ্যের মোট ছয়টি জেলার ওপর দিয়ে যাবে, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম, মণিগ্রাম ও মোড়গ্রাম অন্যতম। প্রকল্পটির গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি আরও জানান,

এই রাস্তাটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে খড়গপুর থেকে মোড়গ্রামের যোগাযোগব্যবস্থায় এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটবে।

মাত্র ২ থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই খড়গপুর থেকে মোড়গ্রামে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জামালপুরে জলকর দিয়েও জোটে না জল, ‘সেচ’ মানেই এখন চোখের জল

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

কথায় বলে, ‘খাজনা দেব তো রাজত্ব পাব’। কিন্তু জামালপুর ব্লকের বেড়ুগ্রাম অঞ্চলের জবজবি এলাকায় নিয়মটা একটু উল্টো। সেখানে কৃষকরা নিয়ম মেনে ‘জলকর’ দিলেও, বিনিময়ে মিলছে শুধুই শুকনো মাঠ আর চোখের জল। জলকর পরিশোধ করেও দীর্ঘ দুই বছর ধরে সেচের জল থেকে বঞ্চিত শতাধিক কৃষক। পরিস্থিতি এমন জায়গায় ঠেকেছে যে, বিঘার পর বিঘা জমির প্রধান অর্থকরী ফসল; ধান, আলু আর কাঁচা সবজির ফলন এখন বিশ বাঁও জলে। একদিকে জবজবি, অন্যদিকে রায়না থানার বালাগড়; মাঝখানে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত উর্বর কৃষিজমি। বাম আমলে এই জনপদের কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একগুচ্ছ শ্যালো প্রকল্পে ৬টি মোটরচালিত পাম্প বসানো হয়েছিল। পরবর্তীতে পঞ্চায়েতই তা রক্ষণাবেক্ষণ করত। কৃষকরাও নিয়ম করে জলকর জমা দিতেন, আর পাম্পের জলে হেসে উঠত খেত। কিন্তু, ক্ষমতার হাতবদলের সঙ্গেই যেন বদলে গেল এই জনপদের ভাগ্য। বাম জমানা শেষ হতেই এই পাম্পগুলির তদারকির দায়িত্ব আসে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের হাতে। আর তারপরই ঘটে ছন্দপতন। কৃষকদের অভিযোগ,তাঁরা নিয়মিত জলকর জমা দিলেও, সেই টাকা নাকি পৌঁছায়নি বিদ্যুৎ দফতরে । দিনের পর দিন বকেয়া বিলের পাহাড় জমায় শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ দফতর থেকে সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। এর ফলে দীর্ঘ ২ বছর ধরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে সেচ ব্যবস্থা। এখানেই দুর্নীতির শেষ নয়। জল না পেয়ে যখন চাষিরা হাহাকার করছেন, তখন আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দেখভালের অভাবে এবং ‘অদৃশ্য’ হাতের ছোঁয়ায় বেশ কয়েকটি পাম্পের দামি মোটর নাকি রাতারাতি উধাও হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ না হয় বিল মেটালে ফিরবে, কিন্তু উধাও হওয়া মোটর ফেরত আসবে কীভাবে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জবজবির বাতাসে। অবশেষে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া শতাধিক সর্বস্বান্ত কৃষক তাঁদের এই বিপন্ন কৃষিকাজকে বাঁচাতে ও দুর্নীতির জট কাটাতে নবনির্বাচিত বিধায়ক অরুণ হালদারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। যদিও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন বিজেপির স্থানীয় মন্ডল সভাপতি ।এখন দেখার, বিধায়কের হস্তক্ষেপে জামালপুরের এই বিস্তীর্ণ জনপদে আবার সুদিন ফেরে নাকি ‘জলকর’ দিয়েও কৃষকদের কপালে শুধুই বকেয়া বিলের ‘শর্ট সার্কিট’ আর শুকনো মাঠের দীর্ঘশ্বাসই জোটে। পঞ্চায়েত প্রশাসনের এই চরম উদাসীনতার জবাব সাধারণ মানুষ কবে পাবে, সেটাই এখন দেখার।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 12-06-2026 01:04 Page 12

মে মাসের সেরা হওয়ার দৌড়ে তিন নারী ক্রিকেটার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুবাই

ক্রিকেটের বাইশ গজে মে মাসে কে ছিলেন সেরা? আইসিসি-র 'উইমেন্স প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ'-এর মনোনয়ন তালিকায় এবার তিন দেশের তিন তারকার নাম! মে মাসের সেরা নারী ক্রিকেটারের মুকুট কার মাথায় উঠবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। আর এই সেরার দৌড়ে এবার জায়গা করে নিয়েছেন পাকিস্তানের গুল ফিরোজা, ইংল্যান্ডের লরেন বেল এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাডি গ্রিন। পাকিস্তানের জার্সিতে মে মাসটা রীতিমতো স্বপ্নের মতো কাটিয়েছেন ডানহাতি ওপেনার গুল ফিরোজা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তাঁর ব্যাট থেকে যেন রানের বন্যা বয়েছে। তিনটি ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ২৫৬ রান, যার গড় চমকে দেওয়ার মতো; ১২৮.০০! প্রথম ম্যাচে হাফ-সেঞ্চুরির পর টানা দুটো সেঞ্চুরি করে জিম্বাবোয়েকে কার্যত একাই হোয়াইটওয়াশ করার পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতেও তাঁর দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো, চার ম্যাচে ১৫৭.৬৯ স্ট্রাইক রেটে তুলেছেন ৮২ রান। অন্যদিকে, বল হাতে গতির ঝড় তুলেছেন ইংল্যান্ডের পেসার লরেন বেল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁর দাপট অব্যাহত ছিল, যেখানে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের রীতিমতো নাজেহাল করে চার ম্যাচে তুলে নিয়েছেন আটটি উইকেট। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁর এই ফর্ম ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য যে দারুণ স্বস্তির, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তালিকায় তৃতীয় নামটি নিউজিল্যান্ডের ম্যাডি গ্রিনের। ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে একদিনের এবং টি-টোয়েন্টি, দুই ফর্ম্যাটেই কিউয়ি ব্রিগেডের হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে গিয়েছেন তিনি।

একদিনের সিরিজে ৬২.৫০ গড়ে ১২৫ রান করার পর, টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে কার্যকরী ৯৩ রান। এখন দেখার বিষয়, ব্যাট আর বলের এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসেন! তবে যে-ই জিতুক, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এই মে মাস যে নারী ক্রিকেটের এক জমজমাট প্যাকেজ ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

সেরা ক্রিকেটারের লড়াইতে বাংলাদেশের দুই তারকার সঙ্গে নেপালের অলরাউন্ডার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুবাই

বাইশ গজে মে মাসে কার দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি? বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র 'মেনস প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ'-এর মনোনয়ন তালিকায় এবার এক চমকপ্রদ ত্রিভুজ লড়াই! মে মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটারের সম্মান কার ঝুলিতে যাবে, তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বিস্তর জল্পনা। আর এই দৌড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের দুই নায়ক: বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম এবং তাইজুল ইসলামের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছেন নেপালের দাপুটে অলরাউন্ডার দীপেন্দ্র সিং আইরি। চলতি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে মে মাসটা বাংলাদেশের জন্য একেবারে সোনায় বাঁধানো। পাকিস্তানকে তাদেরই ডেরায় গিয়ে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিমের। সিরিজের দুই টেস্ট মিলিয়ে ৬৩.২৫ গড়ে তিনি ঝুলিতে পুরেছেন ২৫৩ রান। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তাঁর ৭১ রানের লড়াকু ইনিংসই শুধু নয়, সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসা ১৩৭ রানের মহাকাব্যিক সেঞ্চুরিই ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিল। এই অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুবাদেই 'প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ'-এর খেতাবও ওঠে তাঁর মাথায়। তবে মুশফিকুর একা নন, বল হাতে প্রতিপক্ষকে নাকানিচোবানি খাইয়ে মে মাসের সেরার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরই সতীর্থ তাইজুল ইসলাম। বাঁহাতি এই স্পিনার দুই টেস্টের সিরিজে মোট ১৩টি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন, যার গড় চমকে দেওয়ার মতো; ১৯.৬১। সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে টানা ৩৪.২ ওভার বল করে ১২০ রান দিয়ে ৬ উইকেট তুলে নেওয়ার সেই ম্যারাথন স্পেল তো ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকদিন মনে থাকবে। এখানেই শেষ নয়, বলের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও লোয়ার অর্ডারে কার্যকরী ৫৮ রান যোগ করে দলের জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন তিনি। আর এই দুই বঙ্গ-তারকার সঙ্গে যিনি এই পুরস্কারের জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি হলেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরি। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ ২-এর মঞ্চে মে মাসে কার্যত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছেন তিনি। ৬টি ওয়ানডে ম্যাচে ৪৯.৮০ গড় এবং ১১০.৬৬ স্ট্রাইক রেটে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৪৯ রান, যার মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একটি চোখ ধাঁধানো সেঞ্চুরির পাশাপাশি রয়েছে দুটি হাফ-সেঞ্চুরিও। আর বল হাতে? সেখানেও বাজিমাত! ৪.৫২ ইকোনমি রেটে তুলে নিয়েছেন ৮টি উইকেট। বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে মাত্র ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেওয়ার স্পেলটি তাঁর ম্যাচ উইনার সত্তারই প্রমাণ দেয়। এখন দেখার, ব্যাট আর বলের এই ত্রিমুখী মহারণে শেষমেশ মে মাসের সেরা ক্রিকেটারের মুকুট ওঠে কার মাথায়!

এবার টি-টোয়েন্টি জয়ের পালা! হরমনপ্রীতদের তাতালেন পূজা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ইন্দোর

ঘরের মাঠে ২০২৫ সালে একদিনের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছিল ভারতের প্রমিলা বাহিনী। কিন্তু সেই জয়ের ঘোর নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, সামনেই যে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ! আর সেই মেগা ইভেন্টের আগে হরমনপ্রীত কৌরদের তাতাতে এবার আসরে নামলেন খোদ পেস বোলিং অলরাউন্ডার পূজা বস্ত্রকার। ইংল্যান্ডের মাটিতে বসতে চলা এই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের স্কোয়াডে তিনি সুযোগ পাননি ঠিকই, কিন্তু তাতে কী? দলের প্রতি সমর্থন আর আবেগ তো আর মুছে যাওয়ার নয়! বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ লিগে (এমপিএল) চম্বল ঘড়িয়ালসের অধিনায়কত্ব করছেন পূজা। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানিয়েছেন, একদিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দল যে দাপট দেখিয়েছে, টি-টোয়েন্টিতেও সেই একই ফর্ম আর

মোমেন্টাম ধরে রাখতে হবে। তাঁর কথায়, ক্ষুদ্রএকদিনের বিশ্বকাপে মেয়েরা দারুণ খেলেছে। আমার একটাই বার্তা থাকবে; ওই একই মেজাজ যেন টি-টোয়েন্টি!

বিশ্বকাপেও বজায় থাকে ক্ষুদ্র তবে শুধু দলের প্রশংসাই নয়, আসল সত্যটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পূজার মতে, দলে এখন আর স্রেফ এক-দু'জন তারকার ওপর নির্ভরশীল নয় ভারত। বরং একাধিক অভিজ্ঞ ম্যাচ-উইনার রয়েছেন। কিন্তু আসল বাজিমাত করবে সেই, যে কি না টুর্নামেন্টের চরম চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে। তবে লড়াইটা যে মোটেও সহজ হবে না, সে কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই তারকা পেসার। ভারতের পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে আরও দুই হেভিওয়েটকে কড়া নজরে রাখছেন তিনি; ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ও এবারের আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। পূজার সাফ কথা, অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরে মহিলাদের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখিয়ে আসছে, তাই তাদের হেলাফেলা করা বোকামি।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড নিজেদের চেনা পরিবেশে খেলার পুরো ফায়দা তুলবে। সব মিলিয়ে হরমনপ্রীত, স্মৃতি মান্ধানাদের সামনে যে এক কড়া পরীক্ষা অপেক্ষা করছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে একদিনের বিশ্বকাপের সেই সোনালি ট্রফি যখন ক্যাবিনেটে আছে, তখন টি-টোয়েন্টিটাও বা বাদ যায় কেন? পূজার এই 'পেপ-টক' শুনে ভারতীয় দল কতটা উজ্জীবিত হয়, এখন সেটাই দেখার!

সঠিক লোক বাছতে ব্যস্ত ট্রাম্প রেফারি থেকে দল বিশ্বকাপের আগে ভিসা-জটে জেরবার আমেরিকা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লস অ্যাঞ্জেলেস

বিশ্বকাপের বাঁশি বাজার আগেই আমেরিকায় বাজছে বিতর্কের দামামা! মেক্সিকো, কানাডা আর মার্কিন মুলুকে আজ থেকেই শুরু হচ্ছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ, অথচ মাঠের বাইরের খেলায় রীতিমতো ঘাম ছুটছে আয়োজকদের। কারণ সেই পুরোনো; আমেরিকার কড়া অভিবাসন আর ভিসা নীতি! খোদ ডোনাল্ড ট্রাম্প আসরে নেমে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন বেছে বেছে কেবল 'সঠিক লোকেদের'-ই দেশে ঢোকার অনুমতি দেবে। আর এই 'সঠিক' বাছার ঠেলায় জেরবার খোদ ফিফা! সোমালিয়ার ফিফা-স্বীকৃত রেফারি ওমর আবদুলকাদির আরতানকে স্রেফ মার্কিন মুলুকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। ক্ষুব্ধ রেফারি একে 'দুর্ভাগ্যজনক' বললেও, আমেরিকার অভিবাসন নীতির সামনে ফিফাও যে কার্যত অসহায়, তা মেনে নিয়েছেন স্বয়ং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সমালোচকদের উদ্দেশে তাঁর সোজা বার্তা, 'একটু রিল্যাক্স করুন, ধৈর্য ধরুন!' তাঁর মতে, ফিফা তো আর কোনও স্বাধীন দেশের অভিবাসন নীতিতে নাক গলাতে পারে না, তবে পর্দার আড়ালে সমাধানের চেষ্টা চলছে। ভিসা-জটের এই ধাক্কা লেগেছে ইরানের গায়েও। আমেরিকার প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ির জেরে বাধ্য হয়েই অ্যারিজোনা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মেক্সিকোতে অনুশীলন শিবির সরাতে হয়েছে ইরানকে। তার ওপর আবার লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি হলের সামনে ইরানের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তুমুল বিক্ষোভ। মানবাধিকার কর্মীদের দাবি, বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়ে আসলে নিজেদের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিই শোধরাতে চাইছে তেহরান। সব মিলিয়ে, বল গড়ানোর আগেই ২০২৬-এর বিশ্বকাপে ফুটবলের চেয়ে রাজনীতির পারদই এখন তুঙ্গে! মাঠে ম্যাজিক, মাঠের বাইরে বিপত্তি! আইসল্যান্ডকে উড়িয়েও পাসপোর্ট-ফাঁস বিতর্কে অস্বস্তিতে মেসিরা। আলাবামা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে মাঠের খেলায় নিজেদের দাপট প্রমাণ করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর সেই ম্যাচে গোল করে নিজের পারফরম্যান্স এবং ফিটনেস নিয়ে চূড়ান্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোদ ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। কিন্তু মাঠের এই হাসিমুখ ম্লান হয়ে গিয়েছে মাঠের বাইরের এক মারাত্মক ভুলে! বিশ্বকাপের আগে দলের নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, এক বড়সড় নিরাপত্তা গাফিলতির জেরে খোদ অধিনায়ক মেসি-সহ গোটা আর্জেন্টিনা দলের পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের ঠিক আগে এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজয়ী শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। যদিও মেসি নিজে আপাতত সে সব ভুলে ফুটবলেই মন দিতে চাইছেন। আইসল্যান্ড বধের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ফুরফুরে মেজাজেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন এলএমটেন। তবে ট্রফি ধরে রাখার মিশনে নামার আগে এই পাসপোর্ট-ফাঁস বিতর্ক যে আর্জেন্টিনা শিবিরের জন্য একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সোনার জুতোর লক্ষ্যে মহাযুদ্ধ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেক্সিকো সিটি

উত্তর আমেরিকার মাটিতে সদ্য শুরু হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের মেগা কার্নিভাল। ৪৮ দলের এই মেগা বিশ্বকাপে দল বেড়েছে, বেড়েছে ম্যাচও। আর এর সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছে আরেকটা অলিখিত কিন্তু সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই। কে হবেন এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা? কার পায়ে উঠবে সেই মহার্ঘ্য 'সোনার জুতো' বা গোল্ডেন বুট? স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে গোটা ফুটবল বিশ্বের নজর আটকে আছে দুই মহাতারকার দিকে; ফরাসি রাজপুত্র কিলিয়ান এমবাপে এবং আর্জেন্টাইন ফুটবল-ঈশ্বর লিয়োনেল মেসি। হিসেব বলছে, এই বিশ্বকাপে গোলের বন্যা বইতে চলেছে। আর সেই বন্যায় গা ভাসাতে এমবাপে যে একেবারে তৈরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গতবারের কাতার বিশ্বকাপে আট গোল করে সোনার জুতো জিতেছিলেন তিনিই। ফাইনালে সেই হ্যাটট্রিক এখনও ফুটবলপ্রেমীদের চোখে লেগে আছে। তাঁর সেই গতির ঝড় আর নিখুঁত ফিনিশিং এবারও যে বিপক্ষ রক্ষণের ঘুম কাড়বে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। অন্যদিকে, কাতারেই বিশ্বকাপ জয়ের অধরা স্বপ্ন ছুঁয়েছিলেন মেসি। বয়স ৩৯ ছুঁইছুঁই হলেও তাঁর বাঁ পায়ের জাদুতে যে এখনও এতটুকু মরচে ধরেনি, তা সদ্য প্রস্তুতি ম্যাচেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে লড়াইটা যে শুধু এই দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনটা ভাবলে বড্ড ভুল হবে! ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন, যাঁকে গোলমেশিন বললেও কম বলা হয়, তিনি বরাবরই এই দৌড়ের অন্যতম বড় দাবিদার। পাশাপাশি, ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র বা পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো তারকারাও মুখিয়ে আছেন সোনার জুতোয় নিজেদের নাম খোদাই করতে।

কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপে নামার আগে আবেগে ভাসছেন সন

সকালের শিরোনাম
সংবাদদাতা
গুয়াদালাজারা

বয়স তেত্রিশ ছুঁয়েছে, নামের পাশে ১৪৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ আর ৫৬টা গোলের জ্বলজ্বলে পরিসংখ্যান। কিন্তু যখনই বিশ্বকাপের মঞ্চে পা রাখেন, তখন যেন সব অঙ্ক, সব হিসেবনিকেশ নিমেষে উধাও হয়ে যায়! মেক্সিকোর গুয়াদালাজারায় চেক প্রজাতন্ত্রের (চেকিয়া) বিরুদ্ধে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে ঠিক এমনই এক নস্টালজিয়ায় ভাসছেন দক্ষিণ কোরিয়ার অধিনায়ক সন হিউং-মিন।

কেরিয়ারের চতুর্থ বিশ্বকাপ, অথচ উত্তেজনা সেই প্রথম দিনের মতোই টাটকা! হাসিমুখে খোদ সন নিজেই স্বীকার করে নিলেন, 'বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। এটা তো আমার ছোটবেলার স্বপ্ন। প্রথমবার হোক বা চতুর্থবার, যখনই এই মঞ্চে নামি, মনে হয় যেন আবার সেই ছোট্ট ছেলেটি

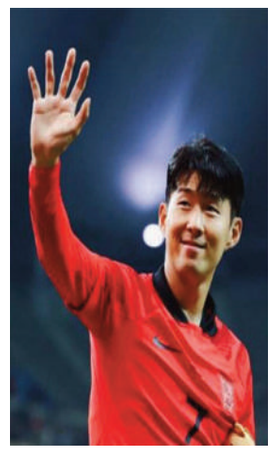

হয়ে গিয়েছি!' গত তিনটে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে জয় অধরাই থেকেছে 'তাইগুক ওয়ারিয়র্স'-দের। ২০২২-এর কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় পৌঁছলেও, শুরুটা মসৃণ ছিল না। তবে এবার আর পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছেন না সন। অভিজ্ঞতায় যে দল এখন অনেক বেশি পরিণত, তা মনে করিয়ে দিয়ে এই তারকা স্ট্রাইকার বলেন, 'কাতারে আমরা আমাদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছি, পাশাপাশি ব্যর্থতা থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

দল হিসেবে আমরা এখন অনেক বেশি পরিণত আর অভিজ্ঞ'। গ্রুপ এ-র এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নামার আগে সতীর্থদের আত্মবিশ্বাস দেখে রীতিমতো মুগ্ধ খোদ অধিনায়কও। তাঁর কথায়, দলের অন্দরের পরিবেশ এখন দারুণ, সবাই দেশের জন্য উজাড় করে দিতে এতটাই মুখিয়ে আছে যে, কখনও কখনও তাঁকে রীতিমতো জোর করে সতীর্থদের শান্ত করতে হচ্ছে! বৃহস্পতিবার মেক্সিকোর মাটিতে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেমন শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া, সেদিকেই এখন নজর গোটা ফুটবল বিশ্বের।

তবে একটা কথা অন্তত পরিষ্কার, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সনের অভিজ্ঞতার ঝুলি যতই ভরুক না কেন, বিশ্বকাপের স্বপ্নের সেই মঞ্চে জ্বলে ওঠার ক্ষিদেটা এখনও ষোলো আনা বর্তমান! মেক্সিকোর মাটিতে এই 'ছোট্ট ছেলে'-র ম্যাজিক কতটা দাগ কাটে, সেটাই এখন দেখার।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফুটবল জ্বরে কাঁপছে কেরল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তিরুবনন্তপুরম

ফুটবল বিশ্বকাপ মানেই কি কেবল লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপের উন্মাদনা? ভুল ভাঙতে একবার ঘুরে আসতে হবে ঈশ্বরের আপন দেশ 'কেরল' থেকে! মেক্সিকো, কানাডা আর আমেরিকার মাটিতে ফুটবল মহাযজ্ঞের বল গড়ানোর আগেই দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে ফুটবলের পারদ চড়েছে একেবারে সপ্তমে। রাস্তাঘাট ঢেকেছে প্রিয় দলের পতাকায়, আর মোড়ে মোড়ে শোভা পাচ্ছে প্রিয় তারকাদের আকাশছোঁয়া কাটআউট। কাতার বিশ্বকাপের সেই চেনা ছবিই যেন আরও বড় স্কেলে ফিরে এসেছে ২০২৬-এ। কেরলের ফুটবল পাগলামির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কোঝিকোড়, মালাপ্পুরম এবং কান্নুরের মতো জেলাগুলো। সেখানে আর্জেন্তিনা আর ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে দেওয়াল লিখন আর ফ্লেক্স টাঙানোর অলিখিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে কোঝিকোড়ের পুল্লাভুর নদীতে কাতারের মতোই এবারও লিয়োনেল মেসির এক বিশাল কাটআউট বসিয়েছেন আর্জেন্তাইন ভক্তরা, যা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দূরদূরান্তের মানুষ। পিছিয়ে নেই নেইমার বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্তরাও। বহু জায়গায় গ্রামের রাস্তাগুলোকে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে নীল-সাদা কিংবা হলুদ-সবুজ রঙে। চায়ের দোকান থেকে সেলুন; সর্বত্রই এখন আলোচনার একটাই বিষয়, এবার ট্রফি যাবে কার ঘরে? সব মিলিয়ে, খোদ আয়োজক দেশগুলোর চেয়েও কেরলের ফুটবলপ্রেমীদের ঘরের অন্দরে এখন বিশ্বকাপের উন্মাদনা বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

কেরলে সাম্বা-জ্বর!

খেলা হবে সুদূর আমেরিকায়, কিন্তু উন্মাদনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে কেরলের প্রত্যন্ত গ্রামে! বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই যে বাঙালির পাশাপাশি মালায়ালিদেরও রক্ত গরম করা আবেগ, তা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন কেরলের মালাপ্পুরম জেলার ফুটবলপ্রেমীরা।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com